১১-২০তম গ্রেড লেকচার শিট

লেকচার ৩

Lecture Contents

☑ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের উতিহাস (১৯৫২-৭১)

- ❖ ভাষা আন্দোলন
- ❖ কাগমারি সম্মেলন
- ❖ ৬৬'র ছয়দফা কর্মসূচি
- ❖ ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান
- ❖ ৭ মার্চের ভাষণ
- ❖ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
- ❖ মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর
- ❖ মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা
- ❖ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রকাশনা
- ❖ ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন
- ❖ ৫৮'র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন
- ❖ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
- ❖ ৭০'র নির্বাচন
- ❖ ২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা।
- ❖ মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল
- ❖ মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের ভূমিকা
- ❖ বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি
- ❖ বিগত বছরের ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

Content Discussion

১১-২০তম গ্রেডের চাকরি নিয়োগ পরীক্ষায় কী রকম প্রশ্ন আসে তা শিক্ষক তুলে ধরে নিচের বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলবেন।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের উতিহাস

ভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা। পক্ষান্তরে সমগ্র পাকিস্তানে উর্দু ভাষীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৬ ভাগ। ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে চালু করার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসে 'তমদ্দুন মজলিশ'। তমদ্দুন মজলিশ ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশ করে। এ পুস্তিকার লেখক ছিলেন তিন জন- অধ্যাপক আবুল কাসেম, ড. কাজী মোতাহার হোসেন ও আবুল মনসুর আহমেদ।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান প্রথম গণপরিষদ অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতে অধিবেশনের কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলার গণপরিষদ সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষারূপে সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানান।

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ কামরুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদ রাষ্ট্রভাষার ক্ষেত্রে সরকারের ষড়যন্ত্র রোধ করার জন্য ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ থেকে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়। ঐ দিন ঢাকায় বহুছাত্র আহত এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অনেকে গ্রেফতার হন। এজন্য ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়ে প্রতি বছর ১১ মার্চ 'ভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হত।

১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মোহম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন, উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। ২৪ মার্চ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি একই কথার পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' বলে তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৯৪৯ সালে পূর্ববাংলা সরকার বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করে। মাওলানা আকরাম খাঁ ছিলেন এ কমিটির সভাপতি। ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা হবে।' ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এক জনসভায় ঘোষণা করেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।'

পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারী আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে কাজী গোলাম মাহবুবকে আহবায়ক করে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি রোজ বৃহস্পতিবার (৮ ফাল্গুন, ১৩৫৮) 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং সারাদেশে হরতাল কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীত হয়ে নূরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিতে দিতে বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ চত্বরে সমবেত হয়। পুলিশ উপস্থিত ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করলে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশ এক পর্যায়ে গুলি বর্ষণ করলে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হন। পুলিশের গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ১৯৫২ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিশাল শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রার উপরও পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। ফলে শফিউর রহমান মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নূরুল আমিন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়-

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল	মালিক গোলাম মোহাম্মদ
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী	খাজা নাজিমউদ্দিন
পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী	নূরুল আমিন

❖ **বাংলা ভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি**

কুমিল্লার কানাডা প্রবাসী রফিকুল ইসলাম ও তাঁর বন্ধু আব্দুস সালাম এবং তাদের সংগঠন 'Mother Language lover of the world' ১৯৯৮ সালে ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস করার জন্য তৎকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের নিকট চিঠি লেখেন। এই প্রেক্ষিতে ১৭ই নভেম্বর ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর ৩১ তম বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

- ২০০০ সালে প্রথম বারের মত ১৮৮ টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে পালিত হয়।
- ৫ ডিসেম্বর ২০০৮ সালে জাতিসংঘ '২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- ২১ শে ফেব্রুয়ারীকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতির ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে রফিকুল ইসলাম এবং আব্দুস সালাম কে স্বাধীনতা পুরস্কারে প্রদান করা হয়।

❖ **সিয়েরালিওন এর দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা :** সাল ২০০২; মহান ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপিত হয় বাংলাদেশে। আর এবছরই বাংলা থেকে প্রায় ১৫ হাজার কিলোমিটার দূরের আফ্রিকান দেশ সিয়েরালিওন বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ছিলেন 'আহমেদ তেজান কাব্বাহ (২০০২)।

রাজধানী : ফ্রিটাউন

বর্তমান প্রেসিডেন্ট : জুলিয়াস মাদাবিত্ত।

❖ **ভাষা আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান :** আজীবন মাতৃভাষা প্রেমী এই মহান নেতা ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা পর্বে, ১৯৪৮ সালে রাজপথে আন্দোলন ও কারাবরণ পরবর্তী আইনসভার সদস্য হিসেবে রাষ্ট্র ভাষায় সংগ্রাম ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় ভূমিকা রাখেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে জীবনের মায়া ত্যাগ করে সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক বৈষম্য ও বাঙালির মাতৃভাষা সুরক্ষায় আন্দোলনে তার ভূমিকা ও অবদান অনস্বীকার্য।

১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত যুবলীগ কর্মী সম্মলনে যুব নেতা শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভাষা বিষয়ক কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রস্তাবগুলো পাঠ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। প্রস্তাবগুলো ছিল

- "বাংলা ভাষাকে পূর্ববাংলার লেখার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করা হউক'।
- 'সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা কি হইবে তা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হউক, এবং জনগণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হউক।[ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা- ভাষা সৈনিক গাজীউল হক]

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধুসহ ১৪ জন "রাষ্ট্রভাষা ২১ দফা ইশতেহার ঐতিহাসিক দলিল" নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ভূমিকা রাখেন। যাতে ভাষা আন্দোলনসহ অন্যান্য দাবিসমূহ উল্লেখ থাকে।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্যতম দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আদায়ের দাবি উত্থাপিত হয়, যার অন্যতম কুশীলব ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে অধ্যাপক আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও সর্বাত্মক সংগ্রামের প্রস্তুতি গ্রহণের যে পদক্ষেপ তার কৃতিত্ব ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের।

১৯৪৮ সালে ২ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল কাশেম, শামসুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত, অলি আহাদ, মোহম্মদ তোহার উপস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হলে মুসলিম ছাত্রলীগ ও তমদ্দুন মজলিসের যৌথ সভায় নতুন করে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চের হরতাল যে কোন মূল্যে সফল করায় ১ মার্চ ১৯৪৮ সালে পত্রিকার বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মুসলিম লীগ কাউন্সিলের সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান, তমদ্দুন মজলিসের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম, মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমেদ ও আব্দুর রহমান চৌধুরী।

১১ মার্চ ১৯৪৮ : কলকাতা ফেরত বঙ্গবন্ধু ১১ মার্চ, ১৯৪৮ হরতাল পালনের সময় আহত ও গ্রেফতার হন। এটাই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম রাজবন্দী হওয়ার ঘটনা। ৪ দিনে মোট ৬৯ জন নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। [ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব- এম আব্দুল আলীম]

১৫ মার্চ, ১৯৪৮ সালে তিনি মুক্তি পেয়েই ১৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।

১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার হন।
৮ জানুয়ারি, ১৯৫২ সালে অসুস্থ অবস্থায় মেডিকেল নেতৃবৃন্দের সাথে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন।
১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চলাকালীন হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী যখন বাংলা ভাষার বিপক্ষে বিবৃতি দেন, তখন ভাষা আন্দোলন বাধাগ্রস্ত হয়। বঙ্গবন্ধু জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দী বাংলার পক্ষে বিবৃতি প্রদানে বাধ্য করেন।
১৯৫৩ এর একুশের প্রথম বার্ষিকী উদযাপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, ২১ শে ফেব্রুয়ারী কে শহীদ দিবস এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণার জোর দাবি জানান।

❖ **ভাষা শহীদের পরিচয় : ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদ হন ৪ জন।**

১. রফিক উদ্দিন আহমেদ
২. আবুল বরকত
৩. আব্দুল জব্বার
৪. আব্দুস সালাম

❖ **২২ শে ফেব্রারিতে নিহত :**

৫. শফিউর রহমান
৬. আব্দুল আউয়াল
৭. মো. অহিউল্লাহ

❖ **ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সংগঠন ও সংস্থা :**

তমদ্দুন মজলিস : প্রতিষ্ঠা : ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭।
প্রতিষ্ঠাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাশেম এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। আরও দুজন সদস্য হলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম।
উদ্দেশ্য : শুরুতে তমদ্দুন মজলিশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করলেই পরবর্তীতে তা রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়।
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ : ভাষার দাবিতে প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক সংগঠন।

নাম	গঠন	আহ্বায়ক
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১লা অক্টোবর ১৯৪৮	নুরুল হক ভূঁইয়া
রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ (দ্বিতীয়বার)	২ মার্চ, ১৯৪৮	শামসুল আলম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ	১১ মার্চ, ১৯৫০	আব্দুল মতিন
সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ**	৩১ শে জানুয়ারী ১৯৫২	কাজী গোলাম মাহবুব

[বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস, নবম-দশম শ্রেণি]

ভাষা আন্দোলন জাদুঘর : বাংলা একাডেমির বর্ধমান হাউজের দোতলায় 'ভাষা আন্দোলন জাদুঘর' অবস্থিত। ২০১০ সালে ১ ফেব্রুয়ারি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা উদ্বোধন করেন।

শহিদ আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের পাশে 'আবুল বরকত স্মৃতি জাদুঘর ও সংগ্রহশালা অবস্থিত। এটি ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট : ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।
অবস্থান: সেগুনবাগিচা, ঢাকা। ২০১০ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী আনুষ্ঠাকিভাবে যাত্রা শুরু করেন
উদ্দেশ্য : মাতৃভাষা চর্চা ও গবেষণা কেন্দ্র।

বাংলা একাডেমি : প্রতিষ্ঠা : ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর।
অবস্থান : বর্ধমান হাউজ, ঢাকা।
ভাষা আন্দোলন জাদুঘর : বর্ধমান হাউজের দোতলায় ভাষা আন্দোলন জাদুঘর অবস্থিত।
উদ্দেশ্য : বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা।
পরিচালক : (প্রথম) পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
বর্তমান পরিচালক : অধ্যাপক শামসুজ্জামান
মহাপরিচালক : (প্রথম) প্রফেসর মাজহারুল ইসলাম।
বর্তমান : মুহম্মদ নূরুল হুদা
প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ : আহমদ শরীফ সম্পাদিত, দৌলত উজির বাহরাম খান রচিত 'লাইলী-মজনু'।
বাংলা একাডেমি হতে প্রকাশিত পত্রিকা : বাংলা একাডেমি পত্রিকা, উত্তরাধিকার, ধানশালিকের দেশে, বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা, বাংলা একাডেমি জার্নাল, বার্তা।

ভাষা শহিদদের নামে গ্রাম :

ভাষা শহিদ	বর্তমান নাম	পূর্ব নাম	উপজেলা	জেলা
রফিক উদ্দিন আহমেদ	রফিক নগর	পারিল	সিঙ্গাইর	মানিকগঞ্জ
আব্দুল জব্বার	জব্বার নগর	পাচুয়া	গঁফরগাও	ময়মনসিংহ
আব্দুস সালাম	সালামনগর	লক্ষণপুর	দাগনভূইয়া	ফেনী

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক শিল্প, সাহিত্যসমূহ :

একুশের প্রথম

বিষয়	শিরোনাম	রচয়িতা
একুশের প্রথম গান	ভুলব না, ভুলব না.....	আ ন ম গাজীউল হক
প্রভাতফেরির গান	মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল....	মোশারফ উদ্দিন চৌধুরী
কবিতা*	কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি	মাহবুব উল আলম চৌধুরী
নাটক *	কবর	মুনীর চৌধুরী
সংকলন*	একুশে ফেব্রুয়ারি	হাসান হাফিজুর রহমান
উপন্যাস *	আরেক ফাল্গুন	জহির রায়হান
চলচ্চিত্র	জীবন থেকে নেওয়া	জহির রায়হান
ইতিহাস নিয়ে বই	ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস	সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম
শহীদ মিনার ধ্বংসের প্রতিবাদে কবিতা	স্মৃতিস্তম্ভ	কবি আলাউদ্দিন আল আজাদ

প্রভাত ফেরির গান : প্রভাত ফেরির প্রথম গান : মোশারফ উদ্দিন 'আজকে স্মরয়ি তারে' শিরোনামে প্রভাতফেরির প্রথম গান লিখেন। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সাল থেকে আব্দুল গাফফার চৌধুরী রচিত আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী.....প্রভাত ফেরির গান হিসেবে গাওয়া হয়। প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ এবং বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ।

- তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়- ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর।
- ভাষা আন্দোলনের মুখপাত্র- সাপ্তাহিক সৈনিক।
- 'তমদ্দুন মজলিস' নামক সাংস্কৃতিক সংগঠন যার নেতৃত্বে গঠিত হয়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল কাসেম।

- 'তমদ্দুন মজলিস' ভাষা আন্দোলন বিষয়ক যে পুস্তিকা প্রকাশ করে- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' (প্রকাশকাল ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)।
- 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু, পুস্তিকার লেখক- ৩ জন।
- উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়- ২মার্চ, ১৯৪৮ সালে।
- 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়- ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২।
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬।
- পাকিস্তান গণপরিষদ বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ৯ মে ১৯৫৪।
- ১৯৫২ সালের 'ভাষা দিবস' ঘোষণা করা হয়- ২১ ফেব্রুয়ারিকে।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল- ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
- প্রথম শহীদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়- ১৯৫২ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি।
- প্রথম তৈরি 'শহীদ মিনার' উন্মোচন করেন- শহীদ শফিউরের পিতা মাহবুবুর রহমান।
- একুশের প্রথম গান 'ভুলব না ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না'-এর রচয়িতা- ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।
- নূরুল আমীন ১৪৪ ধারা জারি করেন- ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আমতলায় যার সভাপতিত্বে ছাত্র যুবক সমাবেশ হয়- ভাষা সৈনিক আ ন ম গাজীউল হক।
- ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন- ফিরোজ খান নূন।
- 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এ ঘোষণা দেন- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, ২১ মার্চ ১৯৪৮, ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে।
- পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন 'উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' ঘোষণা দেয়- ২৬ জানুয়ারি ১৯৫২ সালে।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক শহীদ মিনার, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার :

অবস্থান : ঢাকার কেন্দ্রস্থল ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে অবস্থিত।
স্থপতি : ১৯৫৭ সালে শিল্পী হামিদুর রহমান।
উচ্চতা : ১৪ মিটার (৪৬ ফুট)
ইতিহাস : ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ সালে, ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারী ভাষার দাবিতে শহীদের স্মরণে একটি শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ২৪ শে ফেব্রুয়ারী সকালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ঐ দিন শহীদ শফিউরের পিতা শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন। কিন্তু পুলিশ ও সেনাবাহিনী ২৬ শে ফেব্রুয়ারী সন্ধায় শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে।

১৯৫৭ সালে শিল্পী হামিদুর রহমান এর নকশা ও পরিকল্পনা অনুযায়ী ঢাকা মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গনে শহীদ মিনারের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এতে সাহায্যকারী হিসেবে সাহায্য করেন নভেরা আহমেদ।
কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হলে নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে নতুনভাবে নকশা করে নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়। এবং ১৯৬৩ সালে এই শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করেন শহীদ আবুল বরকতের মা হাসিনা বেগম। ১৯৭১ সালে পাক-হানাদার বাহিনী শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে ফেলে। ১৯৭২ সালে শহীদ মিনারটি পুনরায় নিমার্ণ করা হয়।

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক অন্যান্য শহীদ মিনার : বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শহীদ মিনার (৭১ ফুট)- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।

বর্হিবিশ্বে শহীদ মিনার :

- বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে বর্হিবিশ্বে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় ১৯৯৭ সালে যুক্তরাজ্যের ওল্ডহ্যামে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৯১ সালে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে।
- বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বর্হিবিশ্বে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয় জাপানের টোকিওতে ২০০৫ সালে।
- মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়-ওমানে।

ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য :

ভাস্কর্য	স্থপতি	অবস্থান
মোদের গরব*	অখিল পাল	বাংলা একাডেমি চত্ত্বর
অমর একুশে	জাহানারা পারভীন	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়
স্মৃতি মিনার	হামিদুজ্জামান	জাতীয় বিশ্ব বিদ্যালয়
শহীদ মিনার	মুর্তজা বশির	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আন্দোলনের মুখপাত্র কোন পত্রিকা- 'সাপ্তাহিক সৈনিক- সম্পাদক অধ্যাপক শাহেদ আলী।

পূর্ব বাংলার প্রথম

- পূর্ব বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী- খাজা নাজিমুদ্দিন
- ভাষা আন্দোলন চলাকালীন পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী- নূরুল আমীন
- ভাষা আন্দোলন চলাকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী- খাজা নাজিমুদ্দিন

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক বিভিন্ন উক্তি

ব্যক্তি	উক্তি	তারিখ	স্থান
জিন্নাহ	উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা	২৪ মার্চ ৪৮	রেসকোর্স ময়দানে
জিন্নাহ	উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা	২১ মার্চ ৪৮	ঢা.বি'র সমাবর্তনে
লিয়াকত	উর্দুই হবে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা	১৯৫০	
নাজিমউদ্দিন	উর্দুই হবে পাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা	২৬ জানুয়ারি ১৯৫২	পল্টনে

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কিসের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলায় ভাষা আন্দোলন হয়েছিল?
ক) দ্বি-জাতি তত্ত্ব খ) সামাজিক চেতনা
গ) অসম্প্রদায়িকতা ঘ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ **উ: ঘ**

২. তমদ্দুন মজলিস সংগঠনটি কিসের সাথে জড়িত?
ক) ভাষা আন্দোলন খ) স্বাধীনতা সংগ্রাম
গ) সাংস্কৃতিক আন্দোলন ঘ) কোনোটিই নয় **উ: ক**

৩. কোন বিদেশি রাষ্ট্র বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে?
ক) রুয়ান্ডা খ) সিয়েরালিয়ন
গ) সুদান ঘ) লাইবেরিয়া **উ: খ**

৪. পাকিস্তানের গণপরিষদে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি কে জানিয়েছিলেন?
ক) তমিউদ্দীন খান খ) সৈয়দ আজমত খান
গ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) মনোরঞ্জন ধর **উ: গ**

৫. ১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় 'ভাষা দিবস' হিসেবে কোন দিনটি পালন করা হতো?
ক) ২৫ জানুয়ারি খ) ১১ ফেব্রুয়ারি
গ) ১১ মার্চ ঘ) ২৫ ফেব্রুয়ারি **উ: গ**

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘোষণা হলে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহ একটি জোট গঠনের প্রচেষ্টা নেয়। প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। এতে অংশ নেয় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ (ভাসানী-মুজিব), কৃষক-প্রজা পার্টি (শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক), নেজামে ইসলামী পার্টি (মাওলানা আতাহার আলী), ও বামপন্থী গণতন্ত্রী পার্টি (হাজী দানেশ)।

❑যুক্তফ্রন্টে দলের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। যথা-

দলের সংখ্যা		যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দল	দলের সংখ্যা	
বাংলাপিডিয়া মতে	১	হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ	১	নবম-দশম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' মতে
	২	এ কে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক শ্রমিক পার্টি	২	
	৩	মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নেজাম-ই-ইসলামী	৩	
	৪	হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল	৪	
	৫	খিলাফতে রব্বানী পার্টি		

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা এবং ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। একুশ দফা দাবীর প্রথম দাবী ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করা। ১৯৫৪ সালের ৮-১২ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩ আসনে জয়লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন এ.কে ফজলুল হক। শেখ মুজিবুর রহমান এই মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

- পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের বিপক্ষে সমমনা চারটি দল নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- ৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩ সালে।
- যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়- আওয়ামী মুসলিম লীগ (মওলানা ভাসানী), কৃষক প্রজা পার্টি (এ কে ফজলুল হক), নেজাম-এ ইসলাম (মাওলানা আতাহার আলী), বামপন্থী গণতন্ত্রী দল (হাজী দানেশ) নিয়ে।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট আসন লাভ করে-মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭ টি আসনের মধ্যে ২২৩টি।
- ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়- মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণির।
- ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের ফলাফল- যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি, মুসলিম লীগ ৯টি, খেলাফতে রব্বানী ১টি ও স্বতন্ত্র ৪টি।
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালিত হয়- ২১ দফার ভিত্তিতে।
- ২১ দফা দাবির প্রথম দফা ছিল- বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি প্রদান।
- ৪ এপ্রিল ১৯৫৪ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন- এ কে ফজলুল হক।
- যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভায় কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন- শেখ মুজিবুর রহমান।
- যুক্তফ্রন্ট সরকার মাত্র ৫৬ দিন ক্ষমতায় ছিল। পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ৩০ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে ভেঙ্গে দিয়ে পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রের শাসন জারি করেন।

১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনের ফলাফল

আসন সংখ্যা	রাজনৈতিক দল	প্রাপ্ত আসন
মুসলিম আসন ২৩৭*	যুক্তফ্রন্ট	২২৩*
	মুসলিম লীগ	৯
	খেলাফত রাব্বানী	১
	স্বতন্ত্র	৪
অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২	তফসিলি ফেডারেশন	২৭
	কংগ্রেস	২৪
	যুক্তফ্রন্ট	১৩
	কমিউনিস্ট পার্টি	৪
	বৌদ্ধ সম্প্রদায়	২
	খ্রিস্টান সম্প্রদায়	১
	স্বতন্ত্র	১
	মোট =	৩০৯

❖ যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

বঙ্গবন্ধুর জয়লাভ : বঙ্গবন্ধু এই নির্বাচনে ১৩৬ নং আসন (ফরিদপুর-৮) হতে মুসলিম প্রার্থী ওহিদুজ্জামান ঠাণ্ডা মিঞাকে ১০০০০ ভোটে পরাজিত করেন। এই বিজয়ে বঙ্গবন্ধু জনগণের নিকট হতে ৫০০০ টাকা পুরস্কার পান।

বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীত্ব লাভ : ১৯৫৪ সালের ১৫ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা অবৈধ ঘোষণা ও ভেঙ্গে দেওয়া : ৩১ মে ১৯৫৪ সালে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের গভর্নর গোলাম মোহাম্মদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) অনুচ্ছেদ বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন।

[সূত্র : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস– ড. আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন]

যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি : ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি শহীদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখতেই যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী কর্মসূচিকে ২১ দফায় লিপিবদ্ধ করে।

❖ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র (১৯৫৬)

সংবিধান বিল উত্থাপন : ১৯৫৫ সালের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান বিল উত্থাপন করা হয়।

কার্যকর : লাহোর প্রস্তাবকে স্মরণীয় করে রাখতে ১৯৫৬ সালের ২৩ শে মার্চ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র কার্যকর হয়।

বঙ্গবন্ধুসহ ১৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা এই সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি।

কোয়ালিশন সরকার গঠন : ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর হোসেন শহিদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ রিপাবলিকান কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এই সরকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

২৩ মার্চ ১৯৫৬

- পাকিস্তানের সংবিধান গ্রহণ করা হয়
- পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়
- পূর্ব বাংলার নাম পূর্ব পাকিস্তান হয়
- বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদান করা হয়
- ইসলামী প্রজাতন্ত্রের ১ম প্রেসিডেন্ট- ইস্কান্দার মির্জা

- ➢ পাকিস্তানের সংবিধান বাতিল করা হয়- ৭ অক্টোবর ৫৮
- ➢ সংবিধান বাতিল করে প্রথম সামরিক আইন জারি করা হয়- ৭ অক্টোবর ১৯৫৮
- ➢ পাকিস্তানের প্রথম সামরিক আইন জারি করেন- ইস্কান্দার মির্জা
- ■ গণ পরিষদে 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপিত হয় ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি।
- ■ 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপন করেন- তৎকালীন আইনমন্ত্রী আই চন্দ্রীগড়।
- ■ পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিলটি গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় ২১ জানুয়ারি, ১৯৫৬ সালে।
- ■ পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রের নাম ছিল- ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান।
- ■ ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান কার্যকর হয়- ২৩ মার্চ, ১৯৫৬।
- ■ ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান বাতিল হয়- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮।

কাগমারি সম্মেলন ১৯৫৭

১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা 'কাগমারি সম্মেলন' নামে পরিচিত। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি। অনুষ্ঠানে মওলানা ভাসানী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, যদি পূর্ব পাকিস্তানে শোষণ অব্যাহত থাকে তবে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানকে 'আসসালামু আলাইকুম' জানাতে বাধ্য হবেন।

- ■ আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়- 'কাগমারি সম্মেলন'।
- ■ সম্মেলন সভাপতিত্ব করেন- মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।
- ■ প্রধান অতিথি ছিলেন- হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।
- ■ সম্মেলনের প্রধান এজেন্ডা ছিল- পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতি।

আইয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি ১৯৫৮

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর এক ঘোষণাবলে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি প্রধান সেনাপতি জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। মাত্র ২০ দিনের মাথায় তিনি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং দেশত্যাগে বাধ্য করেন।

১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান নিজেকে পাকিস্তানের স্বনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

- ■ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা সামরিক শাসন জারি করেন- ৭ অক্টোবর, ১৯৫৮।
- ■ প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা প্রধান সামরিক কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করেন- জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে।
- ■ ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন- জেনারেল আইয়ুব খান।
- ■ 'মৌলিক গণতন্ত্র' নামে একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করেন- জেনারেল আইয়ুব খান।
- ■ ১৯৬০ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের আস্থা ভোটে পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট- জেনারেল আইয়ুব খান।
- ■ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রত্যাহার করেন- ২৩ মার্চ ১৯৬০।

❖ ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র

২৬ শে মার্চ আইয়ুব খান সমস্ত পাকিস্তানের ৮০০০০ ব্যক্তিকে ভোটাধিকার দেয়। তারা সকল নির্বাচনে ভোট দিতে পারবে। এই মেম্বারদের বিডি মেম্বার বা বেসিক ডেমক্রেটিক মেম্বার বলা হতো। এই ব্যবস্থাকে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করেন।

মৌলিক গণতন্ত্রে চার ধরনের স্থানীয় শাসন চালু করেন–

১. ইউনিয়ন কাউন্সিল
২. থানা কাউন্সিল
৩. জেলা কাউন্সিল
৪. বিভাগীয় কাউন্সিল

❖ পাকিস্তানের দ্বিতীয় শাসনতন্ত্র (১৯৬২)

প্রণয়ন : ১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রণয়ন করেন।

- ➢ এই সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
- ➢ সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ➢ পাকিস্তানের রাজধানী করাচি হতে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ১৯৬৫

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন এবং নিজে কনভেনশন মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হন। এমতাবস্থায় অধিকাংশ বিরোধী দল মিলিত হয় 'COP (Combined Opposition Party)' নামে একটি সম্মিলিত জোট গঠন করে। এ জোটের প্রার্থী ছিলেন মুহম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্নী ফাতেমা জিন্নাহ। এ নির্বাচনে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্রী পন্থায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

- ■ ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারি মৌলিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন দেন- প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান।
- ■ ১৯৬৫ সালের নির্বাচনকালে গঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মিলিত জোটের নাম- COP (Combined Opposition party)।
- ■ মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন- আইয়ুব খান।

পাক-ভারত যুদ্ধ ১৯৬৫

১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ৬ সেপ্টেম্বর শুরু হয় পাক–ভারত যুদ্ধ। ১৭ দিনব্যাপী এ যুদ্ধে বাঙালি সৈন্যরা অসম্ভব সাহসিকতা দেখায়। অত:পর জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিরতি ঘটে।

- ■ প্রথম পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ২১ অক্টোবর, ১৯৪৭-৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮।
- ■ প্রথম পাক ভারত যুদ্ধের কারণ- পাকিস্তানের ভারত অধিকৃত কাশ্মীর দখলের প্রচেষ্টা।
- ■ দ্বিতীয় পাক–ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়- ৬-২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫।
- ■ দ্বিতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ যে চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়- তাসখন্দ চুক্তি।
- ■ তৃতীয় পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়- ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- ■ চতুর্থ পাক–ভারত যুদ্ধ (কারগিল যুদ্ধ) সংঘটিত হয়- মে-জুলাই ১৯৯৯।
- ■ কারগিল যুদ্ধের মূল কারণ ছিল- কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট কত সালে গঠন করা হয়?
ক) ১৯৫৩ সালে খ) ১৯৫৪ সালে
গ) ১৯৫৫ সালে ঘ) ১৯৫৬ সালে

২. ১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দল নয়—
ক) আওয়ামী লীগ খ) কৃষক শ্রমিক পার্টি
গ) নেজামে ইসলাম ঘ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

৩. যুক্তফ্রন্টের (১৯৫৪) রাজনৈতিক দলের সংখ্যা–
ক) চার খ) পাঁচ
গ) তিন ঘ) ছয়

৪. পূর্ববঙ্গের নাম কখন পূর্ব পাকিস্তান করা হয়?
ক) ১৯৫৬ সনে খ) ১৯৬২ সনে
গ) ১৯৫২ সনে ঘ) ১৯৬৯ সনে

৫. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়–
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৫৭ ঘ) ১৯৬১

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	ক	৪	ক	৫	গ

৬৬'র ছয়-দফা দাবি বা কর্মসূচি

১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এটি ৬ দফা কর্মসূচী নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ লাহোরের এক সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচী ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' এর ভিত্তিতে রচিত। ছয় দফা দাবির প্রথম দাবি ছিল পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ'/'ম্যাগনাকার্টা' হিসাবে পরিচিত। এ কর্মসূচিকে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন। ছয় দফা কর্মসূচি দ্রুত বাঙালি জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

❒ ছয় দফা কর্মসূচিসমূহ

১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়তে হবে। এতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম। সকল নির্বাচন সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে।

২. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকবে। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্থায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে এবং দু' অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। এ ব্যবস্থায় বিকল্পস্বরূপ দু'অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণে একই মুদ্রা থাকতে পারে।

৪. সকল প্রকার কর, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গড়ে উঠবে।

৫. বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিসাব রাখতে হবে। এক অঞ্চলের আয়কৃত অর্থ সেই অঞ্চলেই ব্যয় করতে হবে। তবে কেন্দ্র এ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ পাবে।

৬. অঙ্গরাজ্যগুলোর তাদের আঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের অধিকার থাকবে।

- যে প্রস্তাবের ভিত্তিতে ছয় দফা রচিত হয়- লাহোর প্রস্তাব
- শেখ মুজিব ছয় দফা কর্মসূচির কথা প্রথম ব্যক্ত করেন- ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬।
- ছয় দফা- বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মজুর মধ্যবিত্ত তথা আপামর মানুষের মুক্তির সনদ।
- ছয় দফা উত্থাপিত হয়েছিল- পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের অনাচার ও বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ হিসেবে।
- শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বিরোধী দল সম্মেলন করে- ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি।
- ঐতিহাসিক ছয় দফায় প্রাধান্য পায়- জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ব পাকিস্তানের মহামুক্তির সনদে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী ছিলেন- ৩৫ জন।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ৬ দফায় অর্থনৈতিক বিষয় রয়েছে- ৩টি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. ছয়-দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয়?
ক) ঢাকায় খ) লাহোরে
গ) করাচিতে ঘ) নারায়ণগঞ্জে **উ: খ**

২. বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয় দফা' ঘোষিত হয় কবে?
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ) ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
গ) ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ **উ: খ**

৩. বাঙালি জাতির মুক্তি সনদ হলো-
ক) ছয় দফা খ) এগারো দফা
গ) ৭ মার্চের ভাষণ ঘ) ২১ দফা **উ: ক**

৪. ছয়-দফার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হলো-
ক) বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ
খ) শিক্ষা সংস্কার
গ) অর্থনৈতিক মুক্তি আন্দোলন
ঘ) ভাষা আন্দোলনের সফল বাস্তবায়ন **উ: ক**

৫. ঐতিহাসিক ছয় দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়?
ক) বিল অব রাইটস খ) ম্যাগনাকার্টা
গ) পিটিশন অব রাইটস ঘ) মুখ্য আইন **উ: খ**

আগরতলা পরিকল্পনা মামলা (১৯৬৮)

প্রেক্ষাপট: ১৯৬৭ সালে ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি যখন ব্যাপকভাবে আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়, তখনই আইয়ুব খান ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা অভিযোগ করে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভারতের আগরতলায় ভারতের সহযোগিতায় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করছে। এরই অভিযোগে ১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে মামলার পরবর্তীতে ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুসহ ৩৫ জনের নামে মামলা করে। এটি আগরতলা পরিকল্পনা মামলা নামে পরিচিত।

নামকরণ : তৎকালীন পাকিস্তান সরকার মামলাটির নামকরণ করেছিল 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য।

ফলাফল : আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠে পূর্ব বাংলার সমস্ত জনগণ। প্রবল গণআন্দোলন তথা ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের মুখে আইয়ুব খানের সরকার এই মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। অবশেষে ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে। সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুসহ সকল রাজবন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তি দেয়।

১৯৬৮ সাল

- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করা হয়- ৩ জানুয়ারি ৬৮
- মোট আসামি ছিল- ৩৫ জন
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসমি- শেখ মুজিবুর রহমান
- শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়- ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৮
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার নাম- রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়- ঢাকায়
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা করেন- আইয়ুব খান
- 'সত্য মামলা আগরতলা' গ্রন্থের লেখক- কর্নেল শওকত আলী

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৬ সালের ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি, ১৯৬৮ সালের আগরতলা মামলার আসামীদের মুক্তি ও আইয়ুব ও মোনায়েম সরকারের শোষণনীতি ও অত্যাচার এর বিরুদ্ধে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ।

(ii) গণঅভ্যুত্থানের সংগঠন

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ Student Action Committee (SAC) পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুটি গ্রুপ, জাতীয় ছাত্র ফেডারেশনের একাংশ মিলে ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ (SAC) গঠন করে। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এ সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচি ও সাথে আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে।

গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (Democratic Action Committee): ১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ (DAC) গঠন করে।

- আসাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন- ইতিহাস বিভাগের।
- শহীদ আসাদের বাড়ি- নরসিংদী জেলার হাতিরদিয়ায়।
- শহীদ আসাদ দিবস- ২০ জানুয়ারি।
- আসাদ শহীদ হন- ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯।
- আগলতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামীদের মধ্যে প্রথম হত্যা করা হয়- সার্জেন্ট জহুরুল হককে।
- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা (১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮)।
- শহীদ শামসুজ্জোহা ছিলেন- অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ (রাবি)।
- 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গণঅভ্যুত্থানে কর্মসূচি ঘোষণা করে- এগার দফা।
- ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস- চিলেকোঠার সেপাই রচয়িতা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ 'বাংলাদেশ' করেন- ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ সালে।
- 'আসাদ গেট' যে স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত- ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান।
- এগার দফা ঘোষণা হয়- ১৯৬৯ সালে।
- ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হন- মতিউর রহমান।
- ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব দেন- জুলফিকার আলী ভুট্টো।
- ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার- ২২ ফেব্রুয়ারি ৬৯
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান- ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেন- তোফায়েল আহমেদ

১৯৭০ এর নির্বাচন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের দীর্ঘ ২৩ বছরের শোষণের বিরুদ্ধে স্বচিত্র প্রতিবাদ ফুটে উঠে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয় ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম আক্রমণ। এই নির্বাচন ছিল ছয়-দফার পক্ষে গণ রায়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

- ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০
- পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল- ৩১৩টি।
- পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল- ১৬৯টি।
- পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল- ১৪৪টি।
- পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ছিল- আওয়ামী লীগ ১৬৭ পিপিপি ১টি ও স্বতন্ত্র ১টি আসনে জয়লাভ করে।
- পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ১৯ ডিসেম্বর।
- পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে আসন সংখ্যা ছিল- ৩১০টি।
- প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল ছিল- আওয়ামী লীগ ২৯৮, পিপিপি ২, জমিয়াতে ইসলাম, উলেমা-এ ইসলাম ও নেজামে ইসলাম মিলিতভাবে ৭টি।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের (জাতীয় পরিষদ) দলভিত্তিক ফলাফল

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন		সংরক্ষিত মহিলা আসন	উপজাতীয় এলাকার আসন	প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা
	পূ পাকিস্তান	প. পাকিস্তান			
আওয়ামী লীগ	১৬০	-	৭	-	১৬৭
পিপলস পার্টি	-	৮৩	৫	-	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	-	৯	-	-	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	-	৭	-	-	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	-	৬	১	-	৭
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	-	২	-	-	২
জামাত-ই-জামায়াত উল-উলামায়ে ইসলাম	-	৭	-	-	৭
জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম ও নিজাম-ই ইসলাম	-	৭	-	-	৭
পিডিপি	১	-	-	-	১
স্বতন্ত্র/ নির্দলীয়	১	৬	-	৭	১৪
সর্বমোট	১৬২	১৩১	১৩	৭	৩১৩

নির্বাচনের প্রতিক্রিয়া: ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশভাবে জয় লাভ করেও পশ্চিমা পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্র ও ইয়াহিয়া-ভুট্টোর টাল বাহানায় সরকার গঠনে ব্যর্থ হয়।

অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সরকার গঠনের পরিবর্তে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন। প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু ঐ দিনই (১মার্চ) দেশব্যাপী অসহযোগের আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১৯৭১ সালের ২ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 'অসহযোগ আন্দোলন' পরিচালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই একাত্তরের ২ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে নূরে আলম সিদ্দিকী ও শাজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে আ.স.ম আব্দুর রব ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। ঐ দিনই (২ মার্চ '৭১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় এক ছাত্রসভায় আ.স.ম আবদুর রব বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন। জাতীয় পতাকা ছিল সবুজ আয়তক্ষেত্রের মধ্যে লাল বৃত্ত এবং লাল বৃত্তের মধ্যে বাংলাদেশের মানচিত্র। মানচিত্র খচিত এই পতাকার ডিজাইনার ছিলেন শিব নারায়ণ দাশ। এজন্য ২ মার্চ 'জাতীয় পতাকা দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

পতাকার উভয় পার্শ্বে মানচিত্রটি সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলার অসুবিধার কারণে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা হতে মানচিত্রটি সরিয়ে ফেলা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার বর্তমান রূপটি ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি সরকারিভাবে গৃহীত হয়। বর্তমান জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকার বিবরণ সবুজ আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের অনুপাত ১০ : ৬। বৃত্তটির ব্যাসার্ধ পতাকার দৈর্ঘ্যের ৫ ভাগের এক ভাগ। লাল বৃত্তটি পতাকার খানিকটা বাম পাশে।

মার্চ মাসের ঘটনাবলি

১ মার্চ : ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বাতিল করে। এইটাকে গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে জনগণকে আহ্বান জানান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ৩ মার্চ, ১৯৭১ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন।

২ মার্চ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বটতলায় বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং বঙ্গবন্ধু অধিবেশন বাতিলের সিদ্ধান্তে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে গণজমায়েতের আহ্বান জানান।

৩ মার্চ : সারাদেশে হরতাল পালিত হয় এবং পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগের জনসভায় 'জাতীয় সংগীত' হিসেবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানটি নির্বাচন করা হয়।

- আ.স.ম আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে জাতির জনক উপাধিতে ভূষিত করেন।
- ছাত্রলীগের তৎকালীন জি.এম. শাহজাহান সিরাজ স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন।

৪ মার্চ : সেনাবাহিনীর সাথে জনসাধারণের সংঘর্ষে শতাধিক লোক আহত হয় এবং সারা পূর্ব বাংলায় কারফিউ জারি করে।

৫ মার্চ : ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর আলোচনা চলে। অন্যদিকে ঢাকা ও টঙ্গীতে পুলিশের গুলিতে শতাধিক মানুষ নিহত হয়।

৬ মার্চ : প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ঘোষণা করেন এবং ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ২৫ শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে আহ্বান করেন।

৭ মার্চ : রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লক্ষ মানুষের সামনে ১৮ বা ১৯ মিনিটের এক অলিখিত ঐতিহাসিক ভাষণ দেন এবং ঘোষণা করেন "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

৯ মার্চ : পল্টন ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু পরিষ্কার ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান যেন আলাদা সংবিধান তৈরি করে, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এখন স্বাধীন দেশের জন্ম দিয়ে নিজেরাই শাসনতন্ত্র তৈরি করবে।

এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে ১৪ দফা আন্দোলনের ডাক দেন।

১৫ মার্চ : ইয়াহিয়া খান আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন এবং আলোচনার ভান করতে থাকে এবং এর মাঝে প্রত্যেক দিন বিমানে করে ঢাকায় সৈন্য আনা হতে থাকে।

১৬ মার্চ : ইয়াহিয়ার সাথে বঙ্গবন্ধুর রুদ্ধদ্বার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

১৭ মার্চ : মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক দ্বিতীয় দফায় চলে। বঙ্গবন্ধু তার ৫০তম জন্মবার্ষিক বাঙালির উপর পশ্চিম পাকিস্তানের জুলুমের প্রতিবাদে পালন করেনি। অন্যদিকে অস্ত্র বোঝাই সোয়াত জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছালে শ্রমিকরা অস্বীকার করে।

লে. জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী "অপারেশন সার্চলাইট' এর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে।

১৯ মার্চ : পূর্ব পাকিস্তান ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়।

- গাজীপুরের জয়দেবপুরে মুক্তিযুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ হয়।

২০ মার্চ : ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে ঢাকায় আসার আহ্বান জানান।

২১ মার্চ : জুলফিকার আলী ভুট্টো ১১ সদস্যবিশিষ্ট দল নিয়ে ঢাকায় পৌঁছেন এবং ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়।

২২ মার্চ : প্রেসিডেন্ট ভবনে ইয়াহিয়া খান, বঙ্গবন্ধু, ভুট্টোর সাথে আলোচনা হয়। ধারাবাহিক বৈঠকে কাঙ্ক্ষিত ফল না হওয়ায় ইয়াহিয়া খান আবারও ২৫ মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন।

২৩ মার্চ : আওয়ামী লীগ ২৩ শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালন করে। শুধু সেনাবাহিনীর ক্যান্টনমেন্ট ও গভর্নমেন্ট হাউস ছাড়া সারা দেশে পতাকা উত্তোলন করা হয়।

- সেদিন ধানমন্ডির ৩২ নং বাড়িতে আমার বাংলা গানের সাথে সাথে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলা হয়।

২৫ মার্চ : ২৫ শে মার্চ রোজ বৃহস্পতিবার রাত ১১.৩০ মিনিটে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইট শুরু করে রাজনৈতিক কর্মী, ছাত্র এবং সেনাবাহিনী, পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের হামলার মধ্য দিয়ে। ইতিহাসের এই জঘন্যতম রাতে নিরস্ত্র বাঙালির রক্তে উপর দাঁড়িয়ে পাকবাহিনী মৃত্যুর মিছিলকে শত থেকে হাজার আর হাজার থেকে লাখে রূপান্তর করার পৈশাচিক আনন্দে মেতে উঠে।

২৬ মার্চ : বঙ্গবন্ধু ২৫ শে মার্চ দিবাগত রাত ১২.২০ মিনিট অর্থাৎ ২৬ মার্চ টিএন্ডটি ও ইপিআর (বর্তমান বিজিবি) এর ওয়ারলেস এর মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। পাকিস্তানি আর্মির কর্ণেল জহির আলম খান ও মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে রাত ১.৩০ মিনিটে গ্রেফতার করা হয়। এই অপারেশন এর নাম দেয় অপারেশন 'বিগ বার্ড'।

- ওয়ারলেসের মাধ্যমে পাঠানো ঘোষণাটি ২৬ শে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল হান্নান চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে প্রচার করেন।
- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল- ২মার্চ।
- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শেষ হয়েছিল- ২৫ মার্চ।
- অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই ২ মার্চ থেকে সংগঠনগুলো যে পরিষদ গঠন করেছিল- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।
- ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন- ১ মার্চ, ১৯৭১।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রথমবারের মত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২ মার্চ।
- ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা করে- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।
- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি সঙ্গীতটি পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়- ৩ মার্চ, ১৯৭১।
- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালন করে ২৩ মার্চ।
- স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়- অসহযোগ আন্দোলন।
- "লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না" উক্তিটি করেছিল- জেনারেল ইয়াহিয়া খান।
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক ঘোষণা করা হয়- ৩ মার্চ।

স্বাধীনতার ইশতেহার ঘোষণা

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ রমনা রেসকোর্স ময়দানে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক 'স্বাধীনতার ইশতেহার' পাঠ করা হয়। এই ইশতেহারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে 'জাতির জনক' এবং 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়েছিল- ২ মার্চ
- ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দেলন শেষ হয়েছিল- ২৫ মার্চ
- অসহযোগ আন্দোলনের শুরুতেই ২ মার্চ ছাত্রসংগঠনগুলো যে পরিষদ গঠন করেছিল- স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
- ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেন- ১ মার্চ, ১৯৭১
- অধিবেশন স্থগিতকরণকে বঙ্গবন্ধু আখ্যায়িত করেন- দুর্ভাগ্যজনক হিসেবে
- অধিবেশন স্থগিতকরণের প্রতিবাদে ঢাকায় ও সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয় যথাক্রমে- ২ মার্চ ও ৩ মার্চ
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রথমবারের মত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়- ২ মার্চ
- ৩ মার্চ বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে 'স্বাধীনতার ইশতেহার' ঘোষণা করে- ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
- আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি- সঙ্গীতটি পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে নির্বাচিত হয়- ৩ মার্চ ১৯৭১
- বঙ্গবন্ধু 'রেসকোর্স ময়দানে' ঐতিহাসিক ভাষণ দেন- ৭ মার্চ
- অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ছয়দিনে সরকারি প্রেসনোট অনুযায়ী হতাহতের সংখ্যা ছিল- ১৭২ জন নিহত এবং ৩৫৮ জন আহত
- 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে 'প্রতিরোধ দিবস' পালন করে- ২৩ মার্চ
- স্বাধীনতার ঘোষণার মাধ্যমে শেষ হয়- অসহযোগ আন্দোলন
- "লোকটি এবং তার দল পাকিস্তানের শত্রু, এবার তারা শাস্তি এড়াতে পারবে না" উক্তিটি করেছিল- জেনারেল ইয়াহিয়া খান
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির জনক ঘোষণা করা হয়- ৩ মার্চ

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. আগরতলা মামলার বিষয়ে জানা যায়–
ক) ২৩ মার্চ, ১৯৬৮ খ) ১৯ জুন, ১৯৬৮
গ) ২৩ জুন ১৯৬৮ ঘ) ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮

২. 'সত্য মামলা আগরতলা' বইটির লেখক–
ক) শওকত ওসমান খ) শওকত আলী
গ) শামসুল আলম ঘ) সার্জেন্ট জহুরুল

৩. প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী–
ক) জহির রায়হান খ) ড. শামসুজ্জোহা
গ) মুনীর চৌধুরী ঘ) শহীদুল্লাহ্ কায়সার

৪. গণ-অভ্যুত্থান দিবস কবে?
ক) ২০ জানুয়ারি খ) ২২ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘ) ২৪ জানুয়ারি

৫. স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় কত তারিখে?
ক) ৩ মার্চ, ১৯৭১ খ) ৭ মার্চ, ১৯৭১
গ) ২ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ১ মার্চ, ১৯৭১

উত্তরমালা

১	ঘ	২	খ	৩	খ	৪	ঘ	৫	গ

৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ১৮ বা ১৯ মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো ভাষণটিকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ ভাষণে তিনি ৪টি দাবির কথা উল্লেখ করেন এবং প্রচ্ছন্নভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। দাবি চারটি হল:

ক) সামরিক শাসন প্রত্যাহার
খ) গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর
গ) সেনাবাহিনীর গণহত্যার তদন্ত করা
ঘ. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া

এ ভাষণ রেডিও টিভিতে সম্প্রচার হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। এ ভাষণ স্বাধীনতা আন্দোলন বেগবান করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ৭ মার্চের ভাষণ ছিল মূলত স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা মুক্তি সংগ্রামের ঘোষণা। এ ভাষণে তিনি ঘোষণা করেন- "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

- বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চের ভাষণ যেখানে দিয়েছিলেন তার বর্তমান নাম- সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
- ৭ মার্চ ভাষণ প্রদানকালে যে আন্দোলন চলছিল- অসহযোগ আন্দোলন।
- ৭ মার্চের ভাষণের মূল বিষয় ছিল- ৪টি।
- অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছিল- ৭মার্চ ভাষণের পর।
- 'এবারে সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' উক্তিটি যে ভাষণের অংশ- ৭ মার্চ ভাষণের।
- ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো এ ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
- রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চের ভাষণ শুরু হয়েছিল- বিকাল ৩ ঘটিকায়।

৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি :

- **বিখ্যাত বইয়ে ৭ মার্চের ভাষণ :** বিশ্ব বিখ্যাত লেখক ও ইতিহাসবিদ জ্যাকব এফ ফিল্ডের বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা বিখ্যাত বই "We shall Fight on the Beaches : The speeches that Inspired the history" বইয়ে ৪১টি ভাষণের মধ্যে ২৫২ পৃষ্ঠায় বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ স্থান পেয়েছে।
- **বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি :** ২৪-২৭ অক্টোবর ২০১৭ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে সংস্থাটির আন্তর্জাতিক পরামর্শক কমিটি ১৩০টি ঐতিহাসিক দলিল, নথিপত্র ও বক্তৃতা যাচাই-বাছাই করে UNESCO এর মহাপরিচালক 'ইরিনা বোকোভা' ৩০ অক্টোবর, ২০১৭; ৭৮টি বিষয়কে 'Memory of the World Register' এর অন্তর্ভূক্তর সুপারিশ করে। এরই মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণ অন্যতম "বিশ্ব 'প্রামাণ্য দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি পায় এবং 'Memory of the World Register' এ অন্তর্ভুক্ত হয়। এই স্বীকৃতি পেতে UNESCO-কে প্রয়োজনীয় দলিল ও তথ্য সরবরাহ করেন ফ্রান্সের প্যারিসে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি মোঃ শহিদুল ইসলাম ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক।

২৫ মার্চের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের সূচনা

১৯ মার্চ, ১৯৭১ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গাজীপুরে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র গতিরোধ গড়ে তোলা হয়। পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যামূলক অভিযান চালিয়েছিল তার নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট।

স্বাধীনতার ঘোষণা

২৫ মার্চ ১৯৭১ রোজ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২.৩০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির ৩২ নং বাসা হতে গ্রেফতার করা হয়। ওইদিন দিনের বেলা যে কোন জরুরি ঘোষণা প্রচারের উপলক্ষ্যে তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রকৌশলী নিয়ে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসভবনে একটি ট্রান্সমিটার স্থাপন করেন বলে আওয়ামী লীগ সূত্রে উল্লেখ আছে। বন্দি হবার পূর্বে মধ্যরাতে অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এ ঘোষণা ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। পরের দিন বিবিসি'র প্রভাতী অধিবেশনে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘোষণা হিসাবে ধরে নিয়ে ১৯৮০ সালে ২৬ মার্চকে স্বাধীনতা দিবস বা জাতীয় দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ২৬ মার্চ, ১৯৭১ দুপুরে তৎকালীন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রচার করেন। ২৭ মার্চ, ১৯৭১ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র হতে মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পুনঃপাঠ করেন।

- স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের শুরু- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে বা ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে।
- আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয়- ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে সংযোজন হয়- পঞ্চদশ সংশোধনীতে।
- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী।
- ২৬ মার্চ অপরাহ্নে লিফলেটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল হান্নান।
- ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় সাড়ে সাতটায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা পাঠ করেন- মেজর জিয়াউর রহমান।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে দেশের সকল রেডিও স্টেশন পাকিস্তানী সৈন্যরা নিয়ন্ত্রণে নেয়। ২৬ শে মার্চ দুপুর চট্টগ্রামের আগ্রাবাদ বেতার কেন্দ্র হতে এম.এ হান্নান স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এ সময় বেতার কেন্দ্রের কয়েকজন বেতার কর্মী ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পক্ষে জনগণকে সচেতন করার প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রকে কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন এবং নতুন নাম দেন "স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র।"

- ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' হতে।
- ২৮ মার্চ মেজর জিয়াউর রহমানের অনুরোধে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হতে বিপ্লবী কথাটা বাদ দিয়ে নামকরণ করা হয় 'স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র'।
- ৩০ শে মার্চ প্রায় ২টা ১০ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বোমা বর্ষণের ফলে বেতার কেন্দ্রটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- প্রতিষ্ঠাতা ১০ জন দুটি দলে বিভক্ত হয়ে আগরতলা ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন।
- মুজিবনগর সরকার নিকট হতে বেতার কর্মীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে একটি শক্তিশালী ৫০ কিলোওয়াটের ট্রান্সমিটার প্রদান করে।
- ২৫ মে, ১৯৭১ কলকাতার বালিগঞ্জে ৫৭/৮ নং সার্কুলার রোডে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি পুনরায় স্থাপন করে সম্প্রচার শুরু করা হয়।
- ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবার পর এর নাম রাখা হয় 'বাংলাদেশ বেতার'।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বেলাল আহমেদ (তৎকালীন চট্টগ্রাম বেতারের সম্প্রচারক) এছাড়াও আরও ৯ জন ছিলেন যাদের সহায়তা এই বেতার কেন্দ্র চালু হয়।

- আবুল কাশেম সন্দীপ– চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি কলেজের তৎকালীন ভাইস প্রিন্সিপাল।
- সৈয়দ আব্দুস সাকের– চট্টগ্রাম বেতারের তৎকালীন বেতার প্রকৌশলী।
- আব্দুল্লাহ আল ফারুক– তৎকালীন অনুষ্ঠান প্রযোজক।
- স্বাধীনতার ঘোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের শুরু- ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত বারোটার পর অর্থাৎ ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন
- স্বাধীনতার ঘোষক- জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি হয়- ১০ এপ্রিল ১৯৭১
- স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সংবিধানে সংযোজন হয়- পঞ্চদশ সংশোধনীতে
- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- ২৬ মার্চ অপরাহ্ন ২টা ৩০ মিনিটে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক- আব্দুল হান্নান
- ২৭ মার্চ সন্দ্যা সাড়ে সাতটায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- মেজর জিয়াউর রহমান

জনপ্রিয় কিছু অনুষ্ঠান ও তার কলা-কুশলীবৃন্দ :

অনুষ্ঠানের নাম	বিষয়বস্তু	কথক ও পরিকল্পনাকারী
চরমপত্র	রম্য কথিকা – (ঢাকাইয়া ভাষায়)	পরিকল্পনা: আব্দুল মান্নান কথক: এম.আর আখতার মুকুল
ইসলামের দৃষ্টিতে	ধর্মীয় কথিকা	কথক : সৈয়দ আলী আহসান
জল্লাদের দরবার	জীবন্তিকা (নাটিকা) ইয়াহিয়া খানকে কেল্লাফতে খান হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হতো	লেখক : কল্যাণচিত্র কণ্ঠ : রাজু আহমেদ ও নারায়ণ ঘোষ
বজ্রকণ্ঠ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণের অংশ বিশেষ	
দৃষ্টিপাত	কথিকা	কথক : ড. মাজহারুল ইসলাম
বিশ্ব জনমত	সংবাদভিত্তিক কথিকা	কথক : সাদেকিন
প্রতিনিধি কণ্ঠ	অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিদের ভাষণ	
পিণ্ডির প্রলাপ	রম্য কথিকা	কথক : আবু তোয়াব খান
দর্পণ	কথিকা	কথক : আশরাফুল আলম

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় কিছু গান :

গানের প্রথম কলি	গীতিকার	সুরকার	শিল্পী
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ
শোন একট মুজিবর থেকে	গোরী প্রসন্ন মজুমদার	অংশুমান রায়	অংশুমান রায়
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	-	স্বপ্না রায়
জয় বাংলা, বাংলার জয়	গাজী মাজহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ	শাহানাজ বেগম (রহমতুল্লা)
কারার ঐ লৌহ কপাট	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম	কোরাস
সোনা সোনা লোকে বলে সোনা	আব্দুল লতিফ	আব্দুল লতিফ	শাহানাজ বেগম
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	কোরাস
তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর	আপেল মাহমুদ	আপেল মাহমুদ	কোরাস
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস	কোরাস
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা		মোহাম্মদ আব্দুল জব্বার
নোঙর তোল তোল	নঈম গহর	সমর দাস	কোরাস
জনতার সংগ্রাম চলবেই চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান	কোরাস

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর :

প্রশ্ন : স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যে অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনানো হতো সে অনুষ্ঠানের নাম কী?

উত্তর : বজ্রকণ্ঠ।

(vi) মুজিবনগর সরকার (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার)

মুজিবনগর সরকার ১৯৭০ সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল। এবং এই সরকার ছিল বৈধ। পাকিস্তান সরকার স্বাধীনতার শুরু থেকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন বলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা চালায়। বৈধ সরকার হিসেবে মুজিবনগর সরকার তাই আমাদের স্বাধীনতার দাবিকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরা, আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র এবং সংস্থার সাহায্য ও স্বীকৃতি লাভ, সর্বোপরি আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামকে বেগবান করতেই মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়।

অন্য নাম : অস্থায়ী/প্রবাসী সরকার।

গঠন : ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

স্থান : ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা

শাসন পদ্ধতি : রাষ্ট্রপতি শাসিত

সদস্য : ৬ জন

মন্ত্রণালয় : ১২টি

মন্ত্রী : ৪ জন

শপথ গ্রহণ : ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

শপথের স্থান : মেহেরপুরে বৈদ্যনাথতলা ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামের আম বাগানে।

সচিবালয় : ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

দপ্তর বণ্টন : ১৮ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারকে ১৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগে ভাগ করা হয়।

প্রবাসী সরকার দেশে আসে– ২২ ডিসেম্বর

মুজিবনগর সরকারের সদস্যগণ :

মুজিবনগর সরকারের মোট সদস্য ছিলেন ৬ জন ।

১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপরাষ্ট্রপতি [রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত না থাকায় রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে দায়িত্বপ্রাপ্ত]
৩.	তাজউদ্দিন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, তথ্য, সম্প্রচার ও যোগাযোগ, অর্থনৈতিক বিষয়াবলী, পরিকল্পনা বিভাগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার, শ্রম সমাজ কল্যাণ, এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দায়িত্ব
৪.	খন্দকার মোস্তাক আহমেদ	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৫.	ক্যাপ্টেন (অব.) মনসুর আলী	মন্ত্রী, অর্থ, শিল্প ও পরিবহন, বাণিজ্য ও জাতীয় রাজস্ব মন্ত্রণালয়
৬.	এ.এইচ.এম কামারুজ্জামান	মন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়

❖ কর্ণেল (অব) এম.এ.জি ওসমানী– সেনাবাহিনীর প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)

❖ কর্ণেল (অব) এ. রব– সেনাবাহিনীর উপপ্রধান

মুজিবনগর সরকারের সচিবালয়: ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা ।

মুজিবনগর সরকার

- রাষ্ট্রপতি- শেখ মুজিবুর রহমান
- উপ-রাষ্ট্রপতি/অস্থায়ী- সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- প্রধানমন্ত্রী- তাজউদ্দিন আহমেদ
- স্বরাষ্ট্র/ত্রান ও পুনর্বাসনমন্ত্রী- কামারুজ্জামান
- অর্থমন্ত্রী- এম মনসুর আলী
- পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী- খন্দকার মোশতাক আহমেদ
- মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীদের মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ভাগ করে দেয়া হয়- ১৮ এপ্রিল
- মুজিবনগর সরকারের মোট মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছিল- ১২টি

মন্ত্রণালয়সমূহের বিবরণী

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

অবস্থান : ৮নং থিয়েটার রোড, কলকাতা

পদের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি
মন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ
সচিব	আব্দুস সামাদ
উপসচিব	আকবর আলী খান
প্রধান সেনাপতি	কর্ণেল (অব) এম.এ.জে ওসমানী
চীফ অফ স্টাফ	কর্ণেল (অব) এম.এ আব্দুর রব
বিমান বাহিনী প্রধান	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার

কার্যক্রম: মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত ও বিভিন্ন বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান ও পরিচালনা করা ।

- মুজিবনগর সরকার বা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একটি অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র জারি করা হয়- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল
- বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল- কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়া গ্রামে (বর্তমানে মুজিবনগর)
- মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাজধানীর নাম- মুজিবনগর (১৭ এপ্রিল- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত)
- মুজিবনগর সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১; মেহেরপুর বৈদ্যনাথতলার আমবাগানে
- আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন- অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম; ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ক্যাম্প বা অফিস ছিল- ভারতের কলকাতাস্থ ৮ নম্বর থিয়েটার রোডে
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী, ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন- সৈয়দ নজরুল ইসলাম
- মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- তাজউদ্দিন আহমেদ
- অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন- অধ্যাপক এম ইউসুফ আলী
- অস্থায়ী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য কতজন ছিল- ৮ জন
- সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়- ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
- সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদে রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে- ৫টি

মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ

শপথ অনুষ্ঠিত হয় : ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১; সকাল ১১টায় ।

শপথের স্থান : কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় ভবেরপাড়া এক আম বাগানে ।

অনুষ্ঠান শুরু: কুরআন তেলাওয়াত ও বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ।

- শুরুতেই বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' হিসেবে ঘোষণা করা হয় । প্রথমে উপরাষ্ট্রপতি অন্যান্য সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দেন । এরপর 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' পাঠ করা হয় (১০ এপ্রিল প্রথম প্রচার করা হয়) এরপর সেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী দুজনই বক্তব্য পেশ করেন ।

সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, খন্দকার মোস্তাক, ক্যাপ্টেন মনসুর আহমেদ, কামারুজ্জামান, এম.এ.জি ওসমানী

শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন : আব্দুল মান্নান

শপথ পাঠ করান: অধ্যাপক ইউসুফ আলী (স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী)

জাতীয় সংগীত পাঠ করেন: শাহাবুদ্দিন আহমেদ সেন্টু ।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

অবস্থান : মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর; যেখানে মুজিনগরের সরকার গঠিত হয়েছিল ।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুজিবনগর সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক ও পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বে কে ছিলেন?
(ক) তাজউদ্দিন আহমেদ (খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) এম. মনসুর আলী (ঘ) এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান

২. মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়?
(ক) ১২ই এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১
(গ) ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১ (ঘ) ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

৩. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
(খ) তাজউদ্দীন আহমদ
(গ) এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান
(ঘ) খন্দকার মোশতাক আহমেদ

৪. মুজিবনগর কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) যশোর (খ) কুষ্টিয়া
(গ) মেহেরপুর (ঘ) চুয়াডাঙ্গা

৫. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়?
(ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ (খ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
(গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ (ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

৬. ১৯৭১ সালে কোন গ্রামের নামকরণ 'মুজিবনগর' করা হয়?
(ক) মানিক নগর (খ) বৈদ্যনাথতলা
(গ) বুড়িপোতা (ঘ) আমঝুপি

৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার কত তারিখে গঠন করা হয়?
(ক) ২৬ মার্চ ১৯৭১ (খ) ১০ এপ্রিল ১৯৭১
(গ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ (ঘ) ১০ মে ১৯৭১

৮. মুজিবনগর অস্থায়ী সরকার কত তারিখে শপথ গ্রহণ করেন?
(ক) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ (খ) ২৭ মার্চ, ১৯৭১
(গ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ (ঘ) ২৬ মে, ১৯৭১

৯. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির সদস্য সংখ্যা কত ছিল?
(ক) ৫ (খ) ৭
(গ) ৮ (ঘ) ১১

১০. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) তাজউদ্দীন আহমদ (খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান (ঘ) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী

১১. মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন?
(ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (খ) তাজউদ্দীন আহম্দ
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) মাওলানা ভাসানী

১২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে কে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছিলেন?
(ক) অধ্যাপক ইউসুফ আলী (খ) ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী
(গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ঘ) জনাব তাজউদ্দীন আহমদ

১৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) তাজউদ্দীন আহমদ (ঘ) এম এ জি ওসমানী

১৪. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে?
(ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) এম. মনসুর আলী
(গ) তাজউদ্দীন আহম্দ (ঘ) আতাউর রহমান খান

১৫. মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
(ক) তাজউদ্দীন আহম্দ (খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) কমরেড মনি সিং (ঘ) মাওলানা ভাসানী

১৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিগেড আকারে কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

১৭. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়?
(ক) মুজিবনগর (খ) কোলকাতা
(গ) চট্টগ্রাম (ঘ) আগরতলায়

১৮. ১৭ এপ্রিল তারিখ পালিত হয় কোন দিবস?
(ক) জাতীয় শিশু দিবস (খ) বঙ্গবন্ধুর দেশে প্রত্যাবর্তন দিবস
(গ) মুজিবনগর দিবস (ঘ) ভোক্তা অধিকার দিবস

১৯. মুজিবনগরের পূর্ব নাম ছিল-
(ক) আম্রকানন (খ) বৈদ্যনাথতলা
(গ) মাথাভাঙ্গা (ঘ) পলাশভাঙ্গা

২০. স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় মুক্তিবাহিনীর চিফ অব স্টাফ কে ছিলেন?
(ক) এম এ জি ওসমানী (খ) লে. কর্ণেল (অব.) আব্দুর রব
(গ) এ কে খন্দকার (ঘ) খালেদ মোশাররফ

২১. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী?
(ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (খ) তাজউদ্দীন আহমদ
(গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (ঘ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

২২. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তর ছিল?
(ক) ৮ নং থিয়েটার রোড, কলকাতা
(খ) মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায়
(গ) নয়াদিল্লিতে
(ঘ) আগরতলায়

২৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার-এর সচিবালয় পরিচালিত হতো কোন স্থান হতে?
(ক) থিয়েটার রোড, কলকাতা
(খ) ডালহৌসি স্ট্রীট, কলকাতা
(গ) পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা
(ঘ) কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা

২৪. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
(ক) নিতুন কুণ্ডু (খ) হামিদুজ্জামান
(গ) জাহানারা পারভীন (ঘ) তানভির কবির

২৫. মুক্তিযুদ্ধের উপ-সর্বাধিনায়ক ছিলেন?
(ক) জিয়াউর রহমান (খ) এ. কে. খন্দকার
(গ) আব্দুর রব (ঘ) খালেদ মোশাররফ

২৬. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন?
(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (খ) মাওলানা ভাসানী
(গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম (ঘ) তাজউদ্দীন আহমদ

২৭. বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৭টি এপ্রিল কেন বিখ্যাত?
(ক) বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার শপথ নেন
(খ) বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়
(গ) তাজউদ্দীন আহমদ অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন
(ঘ) উপরের সবগুলোই

২৮. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে?
(ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ (খ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
(গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ (ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

২৯. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রথম স্থাপন করা হয়?
(ক) কালুরঘাট, চট্টগ্রাম (খ) শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার
(গ) মুজিবনগর, মেহেরপুর (ঘ) নাটোর, রাজশাহী

৩০. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছিল?
(ক) ঢাকায় (খ) কালকাতায়
(গ) মেহেরপুর (ঘ) চট্টগ্রাম

৩১. মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী সদর দপ্তর কোথায় ছিল?
(ক) মেহেরপুর (খ) কলকাতা
(গ) দিল্লি (ঘ) আগরতলা

৩২. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের ঘোষণা অনুযায়ী মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) এ এইচ এম কামারুজ্জামান
(খ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী
(গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(ঘ) তাজউদ্দীন আহমদ

৩৩. মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় কত তারিখে?
(ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ (খ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
(গ) ২১ এপ্রিল ১৯৭১ (ঘ) ২৫ এপ্রিল ১৯৭১

৩৪. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানীর নাম কী?
(ক) ঢাকা (খ) চট্টগ্রাম
(গ) মেহেরপুর (ঘ) মুজিবনগর

৩৫. ১০ এপ্রিল ১৯৭১ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কে?
(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(খ) মেজর জিয়াউর রহমমান
(গ) তাজউদ্দিন আহমদ (ঘ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী

৩৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কত তারিখ গৃহীত হয়?
(ক) ২৬ মার্চ (খ) ১০ এপ্রিল
(গ) ১৭ এপ্রিল (ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

৩৭. The Oath of Mujibnagar Government was taken on-
(ক) 7 April 1971 (খ) 17 April 1971
(গ) 27 April 1971 (ঘ) 17 May 1971

৩৮. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কে?
(ক) তাজউদ্দীন আহমদ (খ) মোহাম্মদ ইউসুফ আলী
(গ) আবদুল মান্নান (ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৩৯. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারে প্রথম ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কে?
(ক) ইউসুফ আলী (খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) তাজউদ্দীন আহমেদ (ঘ) মনসুর আলী

৪০. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১ম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
(ক) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(গ) তাজউদ্দীন আহমেদ (ঘ) এ এইচ এম কামারুজ্জামান

৪১. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে?
(ক) বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য (খ) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
(গ) বাংলাদেশ ও ফ্রান্স (ঘ) যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

৪২. বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণাটি কোন ভাষায় দিয়েছিলেন?
ক) ইংরেজি ভাষায় খ) হিন্দি ভাষায়
গ) বাংলা ভাষায় ঘ) উর্দু ভাষায়

৪৩. বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কোনটি?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি খ) ১৬ ডিসেম্বর
গ) ২৬ মার্চ ঘ) ৭ মার্চ

৪৪. স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রথম গঠন করা হয়?
ক) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

৪৫. মুজিবনগর সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন না–
ক) তাজউদ্দীন আহমেদ খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) কমরেড মনিসিং ঘ) মাওলানা ভাসানী

৪৬. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে চরমপত্র পাঠ করতেন–
ক) এম আর আখতার মুকুল খ) আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী
গ) তোফায়েল আহমেদ ঘ) মেজর এম.এ মঞ্জুর

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	খ	৮	গ	৯	গ	১০	ঘ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	ক	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ
২১	গ	২২	ক	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	খ	২৬	গ	২৭	ক,গ	২৮	খ	২৯	ক	৩০	গ
৩১	খ	৩২	খ	৩৩	ক	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	খ	৩৭	খ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	গ
৪১	খ	৪২	ক	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	খ	৪৬	ক								

Teacher's Work

১. ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনের পর কে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন?
ক) নূরুল আমীন খ) আতাউর রহমান খান
গ) এ. কে ফজলুল হক ঘ) আবু হোসেন সরকার

২. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবীর প্রথম দাবি কি ছিল?
ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
খ) পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
গ) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
ঘ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্তের উচ্ছেদ সাধন

৩. পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কবে প্রথম প্রবর্তিত হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫২
গ) ১৯৫৪ ঘ) ১৯৫৬

৪. পূর্ববঙ্গের নাম কখন পূর্ব পাকিস্তান করা হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৬২
গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৫২

৫. কাগমারি সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?
ক) রোজ গার্ডেনে খ) মুন্সিগঞ্জে
গ) সন্তোষে ঘ) সুনামগঞ্জে

৬. কাগমারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৫৭ ঘ) ১৯৬১

৭. ঐতিহাসিক 'কাগমারি সম্মেলনে' নেতৃত্বদানকারী নেতার নাম কী?
ক) স্যার সলিমুল্লাহ খ) শহীদ তিতুমীর
গ) মওলানা ভাসানী ঘ) সোহরাওয়ার্দী

৮. প্রাক্তন পাকিস্তানকে বিদায় জানাতে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন কে?
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
খ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
গ) শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ) শের-এ বাংলা এ. কে ফজলুল হক

৯. কোন সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করে?
ক) ১৮৫৪ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৫৮ ঘ) ১৯২

১০. পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে মার্শাল 'ল' জারি হলে ক্ষমতায় বসেন-
ক) আইয়ুব খান খ) ইয়াহিয়া খান
গ) টিক্কা খা ঘ) নূর খান

১১. পাক-ভারত দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে শুরু হয়?
ক) ১৯৬৫ সালে খ) ১৯৬৯ সালে
গ) ১৯৬৩ সালে ঘ) ১৯৭০ সালে

১২. বাংলাদেশের ইতিহাসে নিচের কোন ঘটনাটি প্রথম ঘটেছিল-
ক) আওয়ামী লীগের ছয় দফা ঘোষণা
খ) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা
গ) ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ
ঘ) উনিশ দফা আন্দোলন

১৩. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কবে?
ক) ১ জানুয়ারি খ) ৩ জানুয়ারি
গ) ৮ জানুয়ারি ঘ) ৪ জানুয়ারি

১৪. 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ খ) ২০ এপ্রিল ১৯৬২
গ) ২২ মার্চ ১৯৫৮ ঘ) ২৩ মার্চ ১৯৬৬

১৫. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' কে ঘোষণা করেন?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) এ. কে. ফজলুল হক
গ) মওলানা ভাসানী

১৬. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কতজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়?
ক) ৩৫ জন খ) ৪৪ জন
গ) ৫৪ জন ঘ) ২৪ জন

১৭. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে ছয় দফা ঘোষণা করেন?
ক) ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ খ) ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
গ) ২১ মার্চ ১৯৬৬ ঘ) ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

১৮. ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান দিবস কোনটি?
ক) ২৪ জানুয়ারি খ) ১৫ ফেব্রুয়ারি
গ) ২১ মার্চ ঘ) ২৫ মার্চ

১৯. শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয় কবে?
ক) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ) ২৫ জানুয়ারি ১৯৭০
গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৬ জানুয়ারি ১৯৭০

২০. সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য পরিষদের কয় দফা দাবী ছিল?
ক) ১৭ দফা খ) ১১ দফা
গ) ২১ দফা ঘ) ১৯ দফা

উত্তরমালা

১	গ	২	গ	৩	ঘ	৪	গ	৫	গ	৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	গ	১০	ক
১১	ক	১২	গ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ক	১৬	ক	১৭	খ	১৮	ক	১৯	ক	২০	খ

১. রাষ্ট্রভাষা বাংলাভাষার বিষয়ে সংসদে প্রথম দাবি উত্থাপন করেন-
ক) মওলানা ভাসানী খ) শেখ মুজিবুর রহমান
গ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ঘ) এ.কে.ফজলুল হক

২. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাল কত ছিল?
ক) ১৩৫৮ খ) ১৩৫৯
গ) ১৩৭০ ঘ) ১৩৭১

৩. ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে জাতিসংঘের কোন অঙ্গসংগঠন স্বীকৃতি প্রদান করে?
ক) ইউএনডিপি খ) ইউনেস্কো
গ) ইউএনএফপিএ ঘ) আইএলও

৪. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয় কোন সালে?
ক) ১৯৯৭ খ) ১৯৯৮
গ) ১৯৯৯ ঘ) ২০০০

৫. তমদ্দুন মজলিস সংগঠনটি কিসের সাথে জড়িত?
ক) ভাষা আন্দোলন খ) স্বাধীনতা সংগ্রাম
গ) সাংস্কৃতি আন্দোলন ঘ) কোনোটিই নয়

৬. ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক) আরেক ফাল্গুন খ) রাইফেল রোটি আওয়াত
গ) কবর ঘ) আমি বিজয় দেখেছি

৭. ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিস কার নেতৃত্বে গঠিত হয়?
ক) অধ্যাপক আবুল কাশেম খ) কামরুদ্দিন আহমদ
গ) আবদুল মতিন ঘ) আবদুস সালাম

৮. কে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদ নন?
ক) সালাম খ) জব্বার
গ) বরকত ঘ) আসাদ

৯. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোনটি?
ক) ২৬ মার্চ খ) ১৭ এপ্রিল
গ) ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ) ১৬ ডিসেম্বর

১০. ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংকলন 'একুশে ফেব্রুয়ারি' গ্রন্থের সম্পাদক কে ছিলেন?
ক) শামসুর রাহমান খ) সৈয়দ শামসুল হক
গ) হাসান হাফিজুর রহমান ঘ) আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ

১১. বাংলাকে কোন দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে?
ক) কঙ্গো খ) ঘানা
গ) সিয়েরা লিওন ঘ) মোজাম্বিক

১২. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে?
ক) ইউনিসেফ খ) ইউনেস্কো
গ) ইউএন ঘ) ইউএনডিপি

১৩. কত সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে?
ক) ১৯৯৯ খ) ২০০০
গ) ২০০১ ঘ) ২০০২

১৪. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) আতাউর রহমান খান খ) নূরুল আমীন
গ) খাজা নাজিমুদ্দীন ঘ) আবু হোসেন সরকার

১৫. ইউনেস্কো শহীদ দিবস একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা দেন-
ক) ১৭নভেম্বর ১৯৯৭ খ) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৮
গ) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ঘ) ১৭ নভেম্বর ২০০০

১৬. ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়-
ক) ১৯৪৮ সালে খ) ১৯৫০ সালে
গ) ১৯৫১ সালে ঘ) ১৯৫২ সালে

১৭. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হয় কখন?
ক) ১৫মার্চ ১৯৯৯ খ) ১৫ মার্চ ২০০০
গ) ১৫ মার্চ ২০০১ ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০২

১৮. তৎকালীন পাকিস্তানে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে-
ক) ১৯৫৪ সালে খ) ১৯৫২ সালে
গ) ১৯৫৬ সালে ঘ) ১৯৯৬ সালে

১৯. ১৯৫২ সাল বাংলাদেশের ইতিহাসে যে জন্য বিখ্যাত-
ক) মুক্তিযুদ্ধ খ) ভাষা আন্দোলন
গ) গণঅভ্যুত্থান ঘ) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

২০. রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন অংকুরিত হয় ১৯৪৭ সালে, মহীরুহে পরিণত হয়-
ক) ১৯৪৮ সালে খ) ১৯৪৯ সালে
গ) ১৯৫১ সালে ঘ) ১৯৫২ সালে

২১. কত সালে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়?
ক) ১৯৪৮ সালে খ) ১৯৫০ সালে
গ) ১৯৫২ সালে ঘ) ১৯২০ সালে

২২. 'কুমড়ো ফুলে ফুলে নুয়ে পড়েছে লতাটা খোকা তুই কবে আসবি'- অপেক্ষমাণ মায়ের আকুতিপূর্ণ এই পঙ্ক্তি রচিত হয়েছিল-
ক) ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান নিয়ে আলাউদ্দিন আল আজাদ দ্বারা
খ) ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শামসুর রাহমান দ্বারা
গ) ৫২-এর ভাষা আন্দোলন নিয়ে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী দ্বারা
ঘ) ৫২এর ভাষা আন্দোলন নিয়ে আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ দ্বারা

২৩. ১৯৪৮-৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময়কালে প্রতি বছর 'ভাষা দিবস' বলে একটি দিন পালন করা হত। দিনটি ছিল কি?
ক) ৩০ জানুয়ারি খ) ২৬ ফেব্রুয়ারি
গ) ১১ মার্চ ঘ) ২১ এপ্রিল

২৪. পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট কত সালে গঠন করা হয়?
ক) ১৯৫৩ সালে খ) ১৯৫৪ সালে
গ) ১৯৫৫ সালে ঘ) ১৯৫৬ সালে

২৫. যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারণা কত দফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়?
ক) ১০ দফা খ) ১৬ দফা
গ) ২১দফা ঘ) ২৬ দফা

২৬. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৫২ সালে খ) ১৯৫৪ সালে
গ) ১৯৫৬ সালে ঘ) ১৯৫৭ সালে

২৭. কোন সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয়েছিল?
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৫৮ ঘ) ১৯৬২

২৮. পাক-ভারত দ্বিতীয় যুদ্ধ কত সালে শুরু হয়?
ক) ১৯৬৫ খ) ১৯৬৯
গ) ১৯৬৩ ঘ) ১৯৭০

২৯. ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন-
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ) মওলানা ভাসানী
গ) শেখ মুজিবুর রহমান ঘ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম

৩০. ঐতিহাসিক ছয় দফার প্রথম দফা কি?
ক) রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা খ) ধর্ম নিরপেক্ষতা
গ) মুদ্রা ঘ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

৩১. ৬ দফা দাবি প্রথম কোথায় উত্থাপন করা হয়?
ক) ঢাকায় খ) লাহোরে
গ) করাচিতে ঘ) কলকাতায়

৩২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক ছয় দফা উত্থাপিত হয়-
ক) রাওয়ালপিন্ডিতে খ) করাচিতে
গ) ঢাকায় ঘ) লাহোরে

৩৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কত তারিখে পঠিত হয়?
ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ১৭এপ্রিল ১৯৭১
গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৬ মার্চ ১৯৭১

৩৪. 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪ খ) ২০এপ্রিল ১৯৬২
গ) ২২ মার্চ ১৯৫৮ ঘ) ২৩ মার্চ ১৯৬৬

৩৫. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কতজনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়?
ক) ৩৫ জন খ) ৪৪ জন
গ) ৫৪জন ঘ) ২৪জন

৩৬. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে ও কোথায় ৬ দফা ঘোষণা করেন?
ক) ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬ খ) ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
গ) ২৩ মার্চ ১৯৬৬ ঘ) ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

৩৭. জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়–
ক) ১৯৬৯ খ) ১৯৬৮
গ) ১৯৬৬ ঘ) ১৯৬৭

৩৮. শহীদ আসাদ দিবস কবে?
ক) ২০ ফেব্রুয়ারি খ) ২০ জানুয়ারি
গ) ৭ মার্চ ঘ) ৩০ জানুয়ারি

৩৯. আসাদ গেটের পটভূমির সাথে জড়িত সন:
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫২
গ) ১৯৬৯ ঘ) ১৯৭১

৪০. 'শহীদ আসাদ দিবস' পালিত হয় কবে?
ক) ১৫ জানুয়ারি খ) ২০ জানুয়ারি
গ) ২৫ জানুয়ারি ঘ) ৩০ জানুয়ারি

৪১. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন ছিল?
ক) ২৫০টি খ) ২৭৫টি
গ) ৩০০টি ঘ) ৩১০টি

৪২. আসাদ কবে শহীদ হন?
ক) ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি
খ) ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ) ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি

৪৩. পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থান কত সালে হয়?
ক) ১৯৪৮ সালে খ) ১৯৫২ সালে
গ) ১৯৬৯ সালে ঘ) ১৯৭১ সালে

৪৪. গণঅভ্যুত্থান দিবস কবে পালিত হয়?
ক) ২৪ জানুয়ারি খ) ৭ নভেম্বর
গ) ৭ মার্চ ঘ) ৯ ডিসেম্বর

৪৫. 'সর্বদলীর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গণঅভ্যুত্থানে কত দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে?
ক) এগার দফা খ) একুশ দফা
গ) ছয় দফা ঘ) আঠার দফা

৪৬. সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়?(৩৬ তম বিসিএস)
ক) ৩১ জানুয়ারি ১৯৫২ খ) ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২
গ) ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ঘ) ২০ জানুয়ারি ১৯৫২

৪৭. **বাংলাভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?** (৩৬ তম বিসিএস)
ক) ৯ মে ১৯৫৪ খ) ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩
গ) ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

৪৮. **পাকিস্তানের গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রথম দাবি কে উত্থাপন করেন?** (৩৫তম বিসিএস)
ক) আবদুল মতিন
খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
গ) শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক
ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৪৯. **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোন সালে স্বীকৃত হয়?** (২৬তম বিসিএস)
ক) ১৯৯৮ খ) ১৯৯৯
গ) ২০০০ ঘ) ২০০১

৫০. **পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের (Constituent Assembly) ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন?** (২৪তম বিসিএস)
ক) আবুল হাশেম খ) শেখ মুজিবুর রহমান
গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৫১. **'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১ ফেব্রুয়ারি' গানের রচয়িতা কে?** (১৯তম, ১০ম বিসিএস)
ক) আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী খ) আলতাফ মাহমুদ
গ) আবদুল লতিফ ঘ) আবদুল আলীম

৫২. **১৯৫২ সালে তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কিসের জন্ম দিয়েছিল?** (১৪তম বিসিএস)
ক) এক রাজনৈতিক মতবাদের
খ) এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের
গ) এক নতুন জাতীয় চেতনার
ঘ) এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার

৫৩. **'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'- গানটির সুরকার কে?** (১৩তম বিসিএস)
ক) আবদুল লতিফ খ) আবুদল আহাদ
গ) আলতাফ মাহমুদ ঘ) মাহমুদুন্নবী

৫৪. **১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?** (১৩তম বিসিএস)
ক) নূরুল আমীন খ) লিয়াকত আলী খান
গ) মোহাম্মদ আলী ঘ) খাজা নাজিমুদ্দীন

৫৫. **"এখানে যারা প্রাণ দিয়েছে রমনার উর্ধ্বমুখী কৃষ্ণচূড়ার নীচে সেখানে আমি কাঁদতে আসিনি" এর রচয়িতা-** (১২তম বিসিএস)
ক) জহির রায়হান খ) গাফ্ফার চৌধুরী
গ) শামসুর রাহমান ঘ) মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী

৫৬. **ঐতিহাসিক ২১-দফা দাবির প্রথম দাবিটি কি ছিল?** (২৮তম, ২১তম বিসিএস)
ক) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা
খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
গ) পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
ঘ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ

৫৭. **৬ দফা দাবি পেশ করা হয়:** (৩৬ তম বিসিএস, ১৩তম বিসিএস)
ক) ১৯৭০ সালে খ) ১৯৬৬ সালে
গ) ১৯৬৫ সালে ঘ) ১৯৬৯ সালে

৫৮. **৬-দফা দাবি কোথায় উত্থাপিত হয়?**(৩০তম, ২২তম, ১৮তম বিসিএস)
ক) ঢাকা খ) লাহোর
গ) দিল্লি ঘ) চট্টগ্রাম

৫৯. **কোন রাষ্ট্র 'বাংলা'-কে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে?**
ক) রুয়ান্ডা খ) ইরিত্রিয়া
গ) লাইবেরিয়া ঘ) সিয়েরা লিওন

৬০. **'অমর একুশে' শীর্ষক কবিতার কবির নাম কী?**
ক) আবু জাফর শামসুদ্দীন খ) হাসান হাফিজুর রাহমান
গ) আলা উদ্দিন আল-আজাদ ঘ) আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী

৬১. **বাংলা ভাষা-আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কোন সংগঠন?**
ক) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ খ) মাতৃভাষা সংগ্রাম পরিষদ
গ) তমদ্দুন মজলিস ঘ) কোনোটি নয়

৬২. **ভাষা শহীদদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-**
ক) আবদুস সালাম খ) আবুল বরকত
গ) রফিকউদ্দিন ঘ) সকলেই

৬৩. **কে ভাষা শহীদ নন?**
ক) নূর হোসেন খ) রফিক
গ) জব্বার ঘ) সালাম

৬৪. **একুশের ওপর সর্বপ্রথম কবিতা রচনা করেন-**
ক) আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী খ) আল মাহমুদ
গ) মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ঘ) মহাদেব সাহা

৬৫. **১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল-**
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৬৬. **১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন-**
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ) মাওলানা ভাসানী
গ) আতাউর রহমান খান ঘ) এ কে ফজলুল হক

৬৭. **গণতন্ত্রের মানসপুত্র বলে পরিচিত-**
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ) জওহরলাল নেহেরু
গ) মহাত্ম গান্ধী ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

৬৮. **যুক্তফ্রন্ট সরকারে শেখ মুবিবুর রহমান কোন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন?**
ক) কৃষি মন্ত্রণালয়ের খ) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের
গ) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের ঘ) আইন মন্ত্রণালয়ের

৬৯. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কত দফা ইশতেহার ঘোষণা করে?**
ক) ১১ দফা খ) ১৯ দফা
গ) ১১ দফা ঘ) ২১ দফা

৭০. **১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়লাভ করে?**
ক) মুসলিম লীগ খ) কংগ্রেস
গ) ন্যাপ ঘ) যুক্তফ্রন্ট

৭১. **পাকিস্তানে সর্বপ্রথম সামরিক শাসন জারি করেন-**
ক) জেনারেল আইয়ুব খান খ) ইস্কান্দার মীর্জা
গ) মালিক ফিরোজ খান নূন ঘ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান

৭২. **বাংলাদেশের ইতিহাসে যে ঘটনাটি আগে ঘটেছিল?**
ক) যুক্তফ্রন্ট গঠন খ) ভাষা আন্দোলন
গ) আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা
ঘ) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা

৭৩. **কাগমারি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-**
ক) ১৯৫৪ সালে খ) ১৯৫৬ সালে
গ) ১৯৫৭ সালে ঘ) ১৯৬১ সালে

৭৪. **ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন-**
ক) মওলানা ভাসানী
খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ) কমরেড মুজাফফর আহমেদ
ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৭৫. **কোনটি বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ?**
ক) লাহোর প্রস্তাব খ) ২১ দফা
গ) ৬ দফা ঘ) ১১ দফা

৭৬. **আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা হয়-**
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ) ২০ মার্চ ১৯৬৮
গ) ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ ঘ) ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৮

৭৭. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয় কখন?
ক) জানুয়ারি ১৯৬৮ খ) মার্চ ১৯৬৮
গ) এপ্রিল ১৯৬৮ ঘ) মে ১৯৬৮

৭৮. 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার' কোন আসামিকে পুলিশ হেফাজতে গুলি করে হত্যা করা হয়?
ক) আমজাদ খাঁ খ) সার্জেন্ট জহুরুল হক
গ) মকবুল ভূঁইয়া ঘ) কৃষ্ণ দুগার

৭৯. বঙ্গবন্ধুসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি কত জন ছিলেন?
ক) ১৯ জন খ) ৩৫ জন
গ) ৩৯ জন ঘ) ৫১ জন

৮০. আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'-র প্রথম দফা-
ক) রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা খ) ধর্মনিরপেক্ষতা
গ) স্বতন্ত্র মুদ্রা ঘ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

৮১. ছয় দফা কোন তারিখে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত হয়?
ক) ২৩ মার্চ ১৯৬৬ খ) ১৮ মার্চ ১৯৬৬
গ) ২১ মার্চ ১৯৫৪ ঘ) ২৩ মার্চ ১৯৬৯

৮২. 'ছয় দফা' প্রণীত হয় কোন সালে?
ক) ১৯৬০ খ) ১৯৬২
গ) ১৯৬৬ ঘ) ১৯৭০

৮৩. শহীদ শামসুজ্জোহা ছিলেন একজন-
ক) সঙ্গীত শিল্পী খ) অভিনেতা
গ) চিত্রকর ঘ) শিক্ষক

৮৪. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক?
ক) রাজশাহী খ) ঢাকা
গ) চট্টগ্রাম ঘ) জাহাঙ্গীরনগর

৮৫. ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে রচিত উপন্যাস কোনটি?
ক) অগ্নিসাক্ষী খ) চিলেকোঠার সেপাই
গ) আরেক ফাল্গুন ঘ) অনেক সূর্যের আশা

৮৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিচের কত তারিখে পূর্ব বাংলার নতুন নামকরণ 'বাংলাদেশ' করেন?
ক) ১০ ডিসেম্বর ১৯৬৯ খ) ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯
গ) ১৩ মার্চ ১৯৭০ ঘ) ২৬ মার্চ ১৯৭১

৮৭. আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত?
ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ) ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন
গ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ) ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

৮৮. 'এগার দফা' কখন ঘোষণা হয়?
ক) ১৯৬৭ খ) ১৯৬৮
গ) ১৯৬৯ ঘ) ১৯৭০

৮৯. বাংলাদেশ নামকরণ করা হয় কবে?
ক) ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯ খ) ৮ ডিসেম্বর ১৯৬৯
গ) ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৯ ঘ) ৯ ডিসেম্বর ১৯৬৮

৯০. আসাদ কবে শহীদ হন?
ক) ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারী
খ) ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি
গ) ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
ঘ) ১৯৬৯ ২৩ ফেব্রুয়ারি

৯১. আসাদ গেট কোন স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়?
ক) ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন
খ) ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন
গ) ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ
ঘ) ১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান

৯২. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রয়েছে-
ক) বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য খ) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ) বাংলাদেশ ও ফ্রান্স ঘ) যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

৯৩. হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে, কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বাড়ি আক্রমণ করে?
ক) ৭ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২৫ মার্চ, ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ২৭ মার্চ, ১৯৭১

৯৪. শুধু একটি নম্বর '৩২' উল্লেখ করলে ঢাকার একটি বিখ্যাত বাড়িকে বোঝায়। বাড়িটি কী?
ক) গণভবন
খ) ধানমন্ডি, ঢাকার সে সময়কার ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন
গ) আহসান মঞ্জিল
ঘ) বঙ্গভবন

৯৫. তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান কোন বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
ক) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খ) রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম
গ) চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র ঘ) কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র

৯৬. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল-
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৯৭. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র কবে জারি করা হয়?
ক) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৫ মার্চ, ১৯৭১

৯৮. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল-
ক) ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ১১ এপ্রিলি, ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২

৯৯. বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করা হয়-
ক) মুজিবনগর হতে খ) ঢাকা হতে
গ) খুলনা হতে ঘ) কালুরঘাট হতে

১০০. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাজধানীর নাম কী?
ক) ঢাকা খ) মেহেরপুর
গ) চট্টগ্রাম ঘ) মুজিবনগর

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	খ	৪	গ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	গ
১১	গ	১২	খ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	গ	১৯	খ	২০	ঘ
২১	ক	২২	ঘ	২৩	গ	২৪	ক	২৫	গ	২৬	খ	২৭	গ	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ঘ
৩১	খ	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ক	৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	ক	৪৩	গ	৪৪	ক	৪৫	ক	৪৬	ক	৪৭	ক	৪৮	খ	৪৯	খ	৫০	ঘ
৫১	ক	৫২	গ	৫৩	গ	৫৪	ঘ	৫৫	ঘ	৫৬	ক	৫৭	খ	৫৮	খ	৫৯	ঘ	৬০	খ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	ক	৬৬	ঘ	৬৭	ক	৬৮	ক	৬৯	ঘ	৭০	ঘ
৭১	খ	৭২	গ	৭৩	গ	৭৪	খ	৭৫	গ	৭৬	ক	৭৭	ক	৭৮	খ	৭৯	খ	৮০	ঘ
৮১	খ	৮২	গ	৮৩	ঘ	৮৪	ক	৮৫	খ	৮৬	খ	৮৭	ঘ	৮৮	গ	৮৯	ক	৯০	ক
৯১	ঘ	৯২	খ	৯৩	খ	৯৪	খ	৯৫	ঘ	৯৬	ক	৯৭	ক	৯৮	খ	৯৯	ক	১০০	ঘ

মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল কর্নেল ওসমানী সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৭ এপ্রিল তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি নিয়োগ করা হয়। জুলাই মাসের ১১-১৭ তারিখে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সেক্টর কমান্ডারদের বৈঠকে যুদ্ধের বিভিন্ন দিক ও কৌশল নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী

১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর বাংলার ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত সৈন্যসহ আপামর জনগণ পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শুরু করে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন হওয়ার পর এই প্রতিরোধ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ বা সংগ্রামে পরিণত হয়। মুজিবনগর সরকার মুক্তিবাহিনী গঠন করে এবং আমরা ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয় অর্জন করি।

মুক্তিযুদ্ধের সামরিক প্রশাসন :

- মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি : কর্ণেল (অব) এম.এ.জি ওসমানী
- সেনাবাহিনীর প্রধান (চীফ অব স্টাফ) : কর্ণেল (অব) আব্দুর রব
- বিমানবাহিনীর প্রধান ও উপ-সেনাপ্রধান : গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার

মুক্তিযুদ্ধের তেলিয়াপাড়া রণকৌশল : ১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল হবিগঞ্জ জেলার (তৎকালীন সিলেট জেলা) মাধবপুর উপজেলার তেলিয়াপাড়ায় চা বাগানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ, আনসার বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করার শপথ এবং যুদ্ধের রণকৌশল গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টর ও ৩টি ব্রিগেড ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মুক্তিবাহিনী : ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিয়োজিত বিভিন্ন নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর সমন্বয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছিল।

- মুক্তিবাহিনী বা সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ছিলেন- জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
- জেনারেল ওসমানী বাংলাদেশের সেনাপ্রধান নিযুক্ত হন- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর যে সেক্টরের অধীনে ছিল- দুই নম্বর সেক্টর
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একজন ইতালির নাগরিক মৃত্যুবরণ করেন, তার নাম- ফাদার মারিও ভেরেনজি
- মুক্তিযুদ্ধকালীন শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করে রাখা হয়েছিল- পাকিস্তানের করাচি শহরের মিয়ানওয়ালি কারাগারে
- বাংলাদেশের প্রতি প্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন পাকিস্তানের হাইকমিশন অফিস প্রধান- এম হোসেন আলী
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পান- ৮ জানুয়ারি ১৯৭২
- রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করেন- কর্ণেল এম এ জি ওসমানী
- মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর- ১০ নম্বর সেক্টর (নৌ সেক্টর)
- বাংলাদেশের যে সেক্টরে নিয়মিত কমান্ডার ছিল না- ১০ নম্বর সেক্টর
- মুক্তিযুদ্ধকালীন ফোর্স ছিল- ৩টি। কে ফোর্স, এস ফোর্স ও জেড ফোর্স

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে এবং ৬৪টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে।

সেক্টর	সেক্টর কমান্ডারগণ	এলাকা
১ নং	• মেজর জিয়াউর রহমান (এপ্রিল-জুন) • মেজর রফিকুল ইসলাম (জুন-ডিসেম্বর)	ফেনী নদী হতে দক্ষিণাঞ্চলে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পাবর্ত্য রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা।
২নং	• মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) • মেজর এ.টি.এম. হায়দার (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর নোয়াখালী এবং কুমিল্লা, বি-বাড়িয়ার আখাউড়া- ভৈরব রেল লাইন পর্যন্ত এবং ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার অংশ।
৩নং	• মেজর শফিউল্লাহ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) • মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)	আখাউড়া- ভৈরব রেললাইনের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
৪নং	• মেজর চিত্তরঞ্জন দত্ত • ক্যাপ্টেন আব্দুর রব	মৌলভীবাজার জেলা, সিলেটের দক্ষিণ অঞ্চল থেকে পূর্ব-উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি সড়ক ও সুনামগঞ্জের অংশ।
৫ নং	• মেজর মীর শওকত আলী	সিলেট-ডাউকি সড়ক থেকে সিলেটের উত্তর ও পশ্চিম এলাকা, সুনামগঞ্জ (৪ নং সেক্টরের অংশ বাদে)
৬নং	• উইং কমান্ডার এম. এ বাশার	বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলা (ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত)।
৭নং	• মেজর নাজমুল হক (এপ্রিল-আগস্ট) • মেজর কাজী নুরুজ্জামান (আগস্ট-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনা জেলা (ব্রহ্মপুত্র নদের তীর এলাকা ব্যতীত)।
৮ নং	• মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল-আগস্ট) • মেজর এম.এ. মঞ্জুর (আগস্ট-ডিসেম্বর)	বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল, রাজবাড়ী জেলা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও খুলনা অঞ্চলের অংশবিশেষ (দৌলতপুর- সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত)
৯ নং	• মেজর আব্দুল জলিল (এপ্রিল-ডিসেম্বর) • মেজর এম. এ মঞ্জুর (অতিরিক্ত দায়িত্ব ডিসেম্বর) • মেজর জয়নাল আবেদীন (বাংলা পিডিয়া)	সাতক্ষীরা-দৌলতপুর সড়কসহ খুলনা অঞ্চলের দক্ষিণাঞ্চল এবং বরিশাল বিভাগ।
১০ নং	• নিয়মিত কোন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না।**	অভ্যন্তরীন নৌ ও সমুদ্রবন্দর নৌপথ ও সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
১১ নং	• মেজর আবু তাহের (এপ্রিল- ৩ নভেম্বর পর্যন্ত) • ফ্লাইট লে: এম হামিদুল্লাহ (৩ নভেম্বর-ডিসেম্বর)	ময়মনসিংহ অঞ্চল (কিশোরগঞ্জ ব্যতিত)

** মুক্তিযুদ্ধে ১০ নং সেক্টরের কোন কমান্ডার ছিল না। নৌ যোদ্ধাগণ যখন কোন সেক্টরের এলাকায় অভিযান চালাত, তখন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিনিয়র কর্মকর্তার অধীনে তারা যুদ্ধ পরিচালনা করত।

বাংলাদেশ
মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর
৫০ ০ ৫০
কিলোমিটার
উ
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
আসাম (ভারত)
মেঘালয় (ভারত)
ত্রিপুরা (ভারত)
মিজোরাম (ভারত)
আসাম (ভারত)
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
চিন প্রদেশ (মিয়ানমার)
আরাকান (মিয়ানমার)
কর্কটক্রান্তি রেখা
সেক্টর ১
সেক্টর ২
সেক্টর ৩
সেক্টর ৪
সেক্টর ৫
সেক্টর ৬
সেক্টর ৭
সেক্টর ৮
সেক্টর ৯
সেক্টর ১০
সেক্টর ১১
পঞ্চগড়
ঠাকুরগাঁও
নীলফামারী
লালমনিরহাট
কুড়িগ্রাম
দিনাজপুর
রংপুর
গাইবান্ধা
জয়পুরহাট
নওগাঁ
বগুড়া
নবাবগঞ্জ
রাজশাহী
নাটোর
সিরাজগঞ্জ
পাবনা
শেরপুর
জামালপুর
ময়মনসিংহ
নেত্রকোনা
সুনামগঞ্জ
সিলেট
মৌলভীবাজার
টাঙ্গাইল
কিশোরগঞ্জ
হবিগঞ্জ
গাজীপুর
নরসিংদী
মানিকগঞ্জ
ঢাকা
নারায়ণগঞ্জ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া
কুষ্টিয়া
চুয়াডাঙ্গা
রাজবাড়ী
ঝিনাইদহ
ফরিদপুর
মুন্সীগঞ্জ
কুমিল্লা
শরীয়তপুর
চাঁদপুর
যশোর
নড়াইল
গোপালগঞ্জ
খুলনা
বাগেরহাট
বরিশাল
ফেনী
নোয়াখালী
সাতক্ষীরা
চট্টগ্রাম
খাগড়াছড়ি
রাঙ্গামাটি
ভোলা
পটুয়াখালী
বরগুনা
বান্দরবান
কক্সবাজার
বঙ্গোপসাগর

তথ্য কণিকা:

- মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমধর্মী সেক্টর- ১০ নং সেক্টর, নৌ সেক্টর।
- বাংলাদেশের যে সেক্টরে নিয়মিত কমান্ডার ছিল না- ১০ নম্বর সেক্টর।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন ফোর্স ছিল- ৩টি।
- এম এ জি ওসমানীকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে ঘোষণা করা হয়- তেলিয়াপাড়া হেডকোয়ার্টার, সিলেট।
- যুক্তরাজ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জন্য Steering Committee খোলেন- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন যে তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়- ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১।
- পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ দার্শনিকের নাম- গোবিন্দ চন্দ্র দেব।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশনসমূহ

অপারেশন ব্লিজ/লারকানা ষড়যন্ত্র : ১৯৭১ সালের নির্বাচনের পর ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক বাঙালিদের কিছুতেই সরকার গঠন করতে দেওয়া যাবে না। ভুট্টো সংসদে বিরোধী আসনে বসতে রাজি ছিলেন না। এবং এমন ভাব ধরত যেন তার দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকার গঠন করতে ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। ইয়াহিয়া খান চেয়েছিলেন তিনি হবেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এজন্য তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ১২ জানুয়ারি ১৯৭১ ঢাকায় দেখা করেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধ হন। জানুয়ারি মাসে জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাড়ি লারকানাতে বক শিকারে যাওয়ার পর ইয়াহিয়া খান ভুট্টোর সাথে পরিকল্পনা করে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার। এটাই লারকানা ষড়যন্ত্র। এরপর বাঙালিদের দমন করার জন্য সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে আবার সামরিক শাসন প্রত্যাবর্তন করার জন্য এক ষড়যন্ত্র করেন। এবং 'অপারেশন ব্লিজ' নামের সামরিক অভিযানের নীল নকশা প্রণয়ন করেন। যা চূড়ান্ত পরিকল্পনা করা হয় ২২ শে ফেব্রুয়ারি। পরবর্তীতে এই অপারেশন ব্লিজের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সার্চলাইট'।

অপারেশন সার্চলাইট (২৫ মার্চ, ১৯৭১) : ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দিবাগত রাত ১১.৩০ টায় শুরু করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানের সাংস্কৃতিক নাম "অপারেশন সার্চলাইট"। এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা। এই অপারেশন আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।

- ২০ মার্চ, ১৯৭১ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান ও টিক্কা খান এই পরিকল্পনা গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন এবং অনুমতি দেন কিন্তু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর কিছু রদবদল করে চূড়ান্ত অনুমোদন দেন। ২৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন।

অপারেশনের দায়িত্ব বন্টন :

- ঢাকা নগরী ও এর আশেপাশের এলাকায় হামলার নেতৃত্বে ছিলেন– মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ও বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আরবাব।
- ঢাকা ছাড়া সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে ছিল মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং অপারেশনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করে কুখ্যাত খুনী লে. জেনারেল টিক্কা খান।

অপারেশন শুরু :

- পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রথম আক্রমণ করে রাজারবাগ পুলিশ লাইন, প্রায় ১১০০ পুলিশ সদস্য মারা যায়।
- দ্বিতীয় আক্রমণ করে পিলখানায় অবস্থিত E.P.R (বর্তমান বিজিবি) সদর দপ্তরে।
- তৃতীয় আক্রমণ চালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ইকবাল হল (বর্তমান জহুরুল হক) হল। এই আক্রমণে ১০ জন শিক্ষকসহ প্রায় ৩০০ ছাত্র-ছাত্রী নিহত হয়। এছাড়াও ঐ রাতে ৭-৮ হাজার নিরীহ বাঙালিকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে।

অপারেশন জ্যাকপট : অপারেশন জ্যাকপট হচ্ছে নৌ-সেক্টর পরিচালিত স্বাধীনতা যুদ্ধের এক গেরিলা অপারেশন।

অপারেশনের সময় : ১৫ আগস্ট ১৯৭১

অপারেশন ক্লোজডোর : ১৯৭১ সালে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবৈধ অস্ত্র জমা নেওয়ার জন্য যে অভিযান চালানো হয় তাই অপারেশন ক্লোজডোর। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নিকট সর্বপ্রথম অস্ত্র জমা দেন বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় নতুন এক দেশ বাংলাদেশ। হাতে বন্দুক নিয়ে নয় 'স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল' গড়ে মুক্তিযুদ্ধে লড়েছিলেন এই দেশের ফুটবলাররা। এটিই পৃথিবীতে যুদ্ধকালীন প্রথম ফুটবল দল।

গঠন : ২৪ জুলাই, ১৯৭১

দলের মোট সদস্য : ৩৫ জন (ম্যানেজার এবং কোচসহ)

অধিনায়ক : জাকারিয়া পিন্টু

সহ-অধিনায়ক : প্রতাপ শঙ্কর হাজরা

কোচ : ননী বসাক

গোলরক্ষক : মেজর জেনারেল (অব.) নুরুন্নবী

প্রথম ম্যাচ : ২৫ জুলাই, ১৯৭১ সালে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে নদীয়া স্টেডিয়ামে নদীয়া জেলা একাডেমির বিপক্ষে এই দিনে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করা হয়।

❖ ম্যাচটি ২ – ২ গোলে ড্র হয়।

মোট ম্যাচ খেলে ১৬টি, ৯টিতে জয় লাভ, ৪টিতে হার এবং ৩টিতে ড্র হয়।

মোট অর্থ আয় : ৫ লক্ষ টাকা

স্বাধীন বাংলা ফুটবলারদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয় ২০১৬ সালে ১০ নভেম্বর।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে নিয়ে তথ্যচিত্র : মুক্তির জন্য ফুটবল (১৯ মিনিট)

❖ স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলের অধিনায়ক জাকারিয়া পিন্টুকে নিয়ে চলচ্চিত্র 'ফুটবলের রাজ'; পরিচালক– বীরজান।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কে 'অপারেশন সার্চলাইট' এর নীল নকশা তৈরি করেন?
ক) ইয়াহিয়া খান খ) ভুট্টো
গ) টিক্কা খান ঘ) মো: আলী জিন্নাহ

২. 'অপারেশন সার্চ লাইটে'র নীলনকশা করা হয়-
ক) ১৮ মার্চ, ১৯৭১ খ) ২০ মার্চ, ১৯৭১
গ) ২২ মার্চ, ১৯৭১ ঘ) ২৪ মার্চ, ১৯৭১

৩. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোথায় সংঘটিত হয়?
ক) টাঙ্গাইল খ) গাজীপুর
গ) রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৪. মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলেন-
ক) পুলিশ খ) ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট
গ) ই. পি. আর ঘ) আনসার ভিডিপি

৫. 'অপারেশন সার্চ লাইট' কোন দেশের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল?
ক) ইরাক খ) বসনিয়া
গ) আফগানিস্তান ঘ) বাংলাদেশ

৬. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বিখ্যাত গেরিলা দল 'ক্র্যাক প্লাটুন' কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) সেক্টর-৪ খ) সেক্টর-৩
গ) সেক্টর-২ ঘ) সেক্টর-১

৭. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
ক) ৯টি খ) ১০টি
গ) ১১টি ঘ) ১২টি

৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র বাংলাদেখকে কয়টি সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়?
ক) ৬০টি খ) ৬৪টি
গ) ৬৫টি ঘ) ৫৫টি

৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) ১ খ) ২
গ) ৫ ঘ) ৭

১০. নিম্নের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) রাজশাহী ঘ) সিলেট

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	খ	৪	খ	৫	ঘ
৬	গ	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	খ

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের ভূমিকা

বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা সংগ্রামে শুরু থেকেই বহির্বিশ্বের নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ ছিল। নিরস্ত্র বাংলাদেশিদের হত্যা, নির্যাতন এবং একপেশে যুদ্ধের খবর কেউ পৌঁছে দিয়েছিলেন কলম হাতে, কেউ ক্যামেরা হাতে। বিশ্ববাসীকে জানান দিয়েছিলেন নিজের কবিতায়, কেউবা গান গেয়ে। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশিদের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো ক'জন বন্ধুকে নিয়েই কিছু আলোচনা :

বীরপ্রতীক ওডারল্যান্ড

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ও সাহসী অবদান রাখার জন্য বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত ওডারল্যান্ড ছিলেন একজন ডাচ-অস্ট্রেলিয়ান কমান্ডো অফিসার। তাঁর পুরো নাম **উইলিয়াম আব্রাহাম সাইমন ওডারল্যান্ড** ঢাকায় বাটা স্যু কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার হিসেবে ওডারল্যান্ড ১৯৭০ সালের শেষ দিকে প্রথম ঢাকায় আসেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই কোম্পানি-ম্যানেজার ওডারল্যান্ড যেন নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেন নতুন এক যুদ্ধের মুখোমুখি প্রাক্তন-সৈনিক ওডারল্যান্ডকে। অপারেশন সার্চলাইটের সময় তিনি লুকিয়ে সে রাতের ভয়াবহতার কিছু ছবি তুলে পাঠান আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। আর এভাবেই তিনি বাংলাদেশিদের প্রাণের বন্ধু হয়ে ওঠেন। শুধু এ দেশের স্বাধীনতার জন্য আর নিরীহ মানুষকে হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে নিজের মানবিক তাড়নাতেই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে লড়তে থাকেন পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে। আগস্ট মাসের দিকে তিনি টঙ্গীতে বাটা কোম্পানির ভিতরে গেরিলা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য-ওষুধ এবং আশ্রয় দিয়েও তিনি সাহায্য করেছিলেন। টঙ্গী ও এর আশপাশ এলাকায় বেশ কয়েকটি সফল গেরিলা হামলার আয়োজকও ছিলেন তিনি। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি মুক্তিযুদ্ধে এ বীরোচিত ভূমিকার জন্য বীরপ্রতীক খেতাবে ভূষিত হন।

প্রাণের বন্ধু ইন্দিরা গান্ধী

ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাণের বন্ধু। বাংলাদেশে যখন নিরস্ত্র-নিরীহ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করছে পাকিস্তানি হানাদাররা তখন অসংখ্য বাংলাদেশি প্রাণ বাঁচাতে সীমান্তের ওপারে গিয়ে পেয়েছিলেন জীবনের নিরাপত্তা। ১৯৭১ সালে শরণার্থী শিবিরে মানবিক বিপর্যয় দেখতে এসেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। প্রায় এক কোটি লোক জীবন বাঁচাতে আশ্রয় নিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন এলাকায়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের সবচেয়ে আপন মানুষ হয়ে ওঠেন তিনি। সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের নিরীহ মানুষকে খাদ্য ও বাসস্থান দিয়ে সর্বোচ্চ সহায়তা করেন তিনি। ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম ভারতের রাজনীতিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী, ঐতিহ্যবাহী নেহেরু পরিবারে ১৯১৭ সালের ১৯ নভেম্বর। বাবা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং মা কমলা দেবী। সব মিলিয়ে প্রায় ১৫ বছর ভারত শাসন করেছেন ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৩৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ইন্দিরা গান্ধী বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। রবিঠাকুরই তার নাম রাখেন 'প্রিয়দর্শিনী'। ১৯৬৪ সালে বাবার মৃত্যুর পর তিনি রাজ্যসভার সদস্য হন এবং লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কেবিনেটে তথ্য ও যোগাযোগমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৬ সালে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ভারতের রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। ইন্দিরা গান্ধীকে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য ২০১১ সালের ২৫ জুলাই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সম্মাননা 'স্বাধীনতার সম্মাননা' দেওয়া হয়। ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে সম্মাননা গ্রহণ করেন তার পুত্রবধূ সোনিয়া গান্ধী।

ওবি শংকর, জর্জ হ্যারিসন ও বব ডিলান-কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- ১ আগস্ট ৭১, নিউইয়র্ক, ম্যাডিসন স্কোয়ারে
- প্রধান শিল্পী- জর্জ হ্যারিসন
- Brand দল- বিটলস
- সংগঠন- FOBANA, Federation of Bangladeshi Association in North America
- ভারতোর সেতার বাদক- রবি শঙ্কর
- মূলত রবি শঙ্করের ডাকেই জর্জ হ্যারিসন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন
- Concert For Bangladesh-এর উদ্দেশ্য ছিল-মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা

সাইমন ড্রিং

- সায়মন ড্রিং ছিলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক
- তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার খবর বহির্বিশ্বে প্রকাশ করতে সক্ষম হন।

বিদেশি সংবাদপত্রে মুক্তিযুদ্ধ :

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশী প্রচার মাধ্যম ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সংবাদিকরা সারা বিশ্বে তুলে ধরে পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞ।

- সায়মন ড্রিং ছিলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক
- তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরতার খবর বহির্বিশ্বে প্রকাশ করে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম করেন।
- ডেইলি টেলিগ্রাফ এর সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ২৬ মার্চের গণহত্যার বিবরণ বিশ্ববাসীর নজরে নিয়ে আসেন ৩০ মার্চে প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমে।
- 'গার্ডিয়ান' ৩১ মার্চ সংবাদ প্রকাশ করে 'A Massacre in Pakistan' শিরোনামে।
- ৩ এপ্রিল প্রকাশিত 'ইকোনমিস্ট' পত্রিকায় শিরোনাম ছিল- 'Unity at gunpoint'
- গার্ডিয়ানের শিরোনাম প্রচারিত হতো বিবিসিতে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়....	
জাতিসংঘের মহাসচিব	উ থান্ট (মায়ানমার)
মার্কিন প্রেসিডেন্ট	রিচার্ড নিক্সন
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স
মার্কিন নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পদগর্নি
সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
সোভিয়েত ইউনিয়ন পররাষ্ট্রমন্ত্রী	আন্দ্রেই গ্রোমিকো
ভারতের প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রেসিডেন্ট	ভি ভি গিরি
ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী	শরণ সিং
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়
জাতিসংঘে ভারতের প্রতিনিধি	সমর সেন
চীনের প্রধানমন্ত্রী	চৌ এন লাই

- মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশে অবস্থান করে– ৩ মাস।
- ভারতীয় মিত্রবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ভূখণ্ড ত্যাগ করে- ১২ মার্চ, ১৯৭২ সালে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কত লোক ভারতে আশ্রয়লাভ করে- প্রায় এক কোটি।
- মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচারের কেন্দ্রস্থল ছিল- লন্ডন।
- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বরতা যে ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে- বিবিসি।
- বাঙালি শরণার্থীদের ব্যয় নির্বাহের জন্য ভারত সরকার যে কর আরোপ করে- 'শরণার্থী সহায়তা কর'।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এক অধ্যায়। বিশেষ করে দুই পরাশক্তি- যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রাইজিং পাওয়ার (Rising Power) হিসেবে বিবেচিত ভারত ও চীনের ভূমিকা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষভাবে আলোচিত হয়ে থাকে। উল্লেখিত শক্তিসমূহের মধ্যে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল সরাসরি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক শক্তি। অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিবেচনায় বিপক্ষ শক্তি। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি মার্কিন কংগ্রেস, মার্কিন সিনেট ও সর্বস্তরের মার্কিন জনগণ এবং চীনা জনগনের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল অপরিসীম। তবে একথা সত্য যে, কোন শক্তিই কেবল আদর্শগত কারণ বা মানবিক কারণে মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন বা এর বিরোধিতা করেনি, বরং এর পিছনে ছিল প্রত্যেক শক্তিরই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট চিন্তা-ভাবনা।

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বহির্বিশ্বের যেসব শক্তি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ছিল ভারত তার মধ্যে অন্যতম। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বহির্বিশ্বে যে প্রতিক্রিয়া হয় সে প্রতিক্রিয়ায় ভারতই প্রথম দেশ- যেখানে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অত্যন্ত পজেটিভ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে ভারত এত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল যে ভারতের অবদানের কথা উল্লেখ না করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়।

শরণার্থীদের আশ্রয় দান : শরণার্থীদের আশ্রয় দান মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সহযোগিতার আরেক অধ্যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রতিদিন ২০ হাজার হতে ৪৫ হাজার অসহায় নিরস্ত্র বাঙালি ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল (২৬ মার্চ হতে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ)। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান মিলিয়ে প্রায় এক কোটির মত লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছিল। এ বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর পিছনে ভারত সরকারের বিরাট অংকের অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। উল্লেখ্য, মোট ব্যয়ের হিসাব ধরা হয়েছিল ৫৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা : মুক্তিযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিল সোভিয়েত– ভারত মিত্রতা এবং আমেরিকা সোভিয়েত বৈরিতার কারণে। কারণ এই যুদ্ধে আমেরিকা পাকিস্তানকে সাহায্য করেছিল।

মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সহায়তা

ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর : ১৯৭১ সালে ৯ আগস্ট ভারত-সোভিয়েত ২০ বছর মেয়াদি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই মৈত্রী চুক্তির ফলে ভারত সরকার পূর্ব-পাকিস্তানে চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। এবং সোভিয়েতের দেওয়া অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা হাতে পায় এবং বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো দেন : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমেরিকা ও আর্জেন্টিনার যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭১ সালের ৪, ৫ ও ১৩ ডিসেম্বর বাংলাদেশের পক্ষে ভেটো দেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে বিচারে বাঁধা : ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে 'পাকিস্তানের আর্মি অ্যাক্ট' এর আওতায় বিচারের নামে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেওয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো কর্তৃক পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব সুলতান খানকে হুঁশিয়ারি প্রদান।

অষ্টম নৌবহর প্রেরণ : আমেরিকা যখন পাকিস্তানের সাহায্যের জন্য ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর ৭ম নৌবহরে প্রেরণ করে ১৯৭১ সালে ১৩ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ৮ম নৌবহর প্রেরণ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতার সময় আমেরিকার সরকার প্রশাসনের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। কিন্তু আমেরিকার জনগণ ছিল বাংলাদেশের পক্ষে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন প্রশাসন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন:
প্রেসিডেন্ট : রিচার্ড নিক্সন
পররাষ্ট্র মন্ত্রী : উইলিয়াম রজার
নিরাপত্তা উপদেষ্টা : হেনরি কিসিঞ্জার

সরকার প্রশাসনের নেতিবাচক ভূমিকা : আমেরিকার সরকার প্রশাসনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে। বেশির ভাগই নেতিবাচক। সরকার প্রশাসন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন করেনি। এছাড়াও জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ৩ বার বাংলাদেশের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে।

আমেরিকার সপ্তম নৌবহর ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর অর্থাৎ আমাদের বিজয় যখন প্রায় নিশ্চিত এই সময় আমেরিকা তার মিত্র পাকিস্তানকে সাহায্য করার জন্য ভিয়েতনামের টাংকিং উপসাগর হতে সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে প্রেরণ করে।

- সপ্তম নৌবহরে প্রধান জাহাজ ছিল "USS Enterprise" যা ছিল ৭৫০০০ টন পারমাণবিক ক্ষমতাসম্পন্ন। যা প্রায় ৭০টির বেশি যুদ্ধ বিমান পরিবহনে সক্ষম।
- USS Enterprise এর অধিনায়ক ছিল অ্যাডমিরাল ডায়মন গর্ডন।

মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় চীনের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাতমূলক। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীনের প্রধানমন্ত্রী ঝু এনলাই চিঠির মাধ্যমে পাকিস্তানের এর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে প্রথম সমর্থন ব্যক্ত করে। ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত চীন সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু না বললেই গোপনে পাকিস্তানকে অস্ত্র গোলা-বারুদ দিয়ে সাহায্য করেছে। এছাড়াও চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চীনের প্রথম ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রশাসন :

প্রধানমন্ত্রী	এডওয়ার্ড হিথ
বিরোধী নেতা	মি. উইলসন
পররাষ্ট্র মন্ত্রী	উইলিয়াম পি. রজার

মুক্তিযুদ্ধে সাংস্কৃতিক যোদ্ধারা :
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী ও কলাকুশলীরা (এম আর আখতার মুকুল, আপেল মাহমুদ (সংগীতশিল্পী), আব্দুল জব্বার (সংগীতশিল্পী), মোহাম্মদ শাহ প্রমুখ) মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার বিপুল উৎস ছিলেন। তাদের "সাংস্কৃতিক যোদ্ধা" বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মুক্তিযুদ্ধে নারী
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই ছিল জনযুদ্ধ। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সর্বাত্মক এই যুদ্ধে শামিল হয়েছিল সমানভাবে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন, ৬-দফার জন্য লড়াই, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান সর্বত্রই ছিল নারীর উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ। নারীরা সরাসরি যুদ্ধ ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছে, আবার মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে। মুক্তিযুদ্ধে নারী মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ২০৩ জন সবচেয়ে বেশি দিনাজপুর জেলায় ২১ জন।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান

ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণ : কলকাতার গোবরা ও BLF ক্যাম্পে প্রায় ৩০০ নারী সৈয়দা সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে অস্ত্র প্রশিক্ষণে অংশে নেয়।
পুরুষের পোশাকে নারী : শিরিন বানু মিতিল, আলেয়া বেগম পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। এছাড়াও–

- গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে নারী।
- চিকিৎসা ও সেবা ক্ষেত্রে আহত মুক্তিযোদ্ধার সাহায্য করে।
- মুক্তিযুদ্ধে মায়েদের আত্মত্যাগ শহিদ রুমীর মা জাহানার ইমাম ও শহীদ আজাদের মায়ের অনুপ্রেরণা।
- মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দান, খাবার, ঔষধ ও কাপড় প্রদান।
- মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাক বাহিনী ও রাজাকারের অবস্থান এর খবর জানানো।
- নারী গবেষক ও শব্দ সৈনিক হিসেবে।

মুক্তিযুদ্ধে কয়েকজন নারী মুক্তিযোদ্ধা :
ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, তারামন বিবি, কাকন বিবি, পুষ্পরাণী, শুক্লবৈদ্য, মালতী রাণী শুক্লবৈদ্য, হীরামণি সাঁওতাল, ফারিজা খাতুন, সাবিত্রি নায়েক, রাজিয়া খাতুন।
মুক্তিযুদ্ধে বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত নারী : মুক্তিযুদ্ধে নারী বীরপ্রতীক তিনজন।

ক্যাপ্টেন ডাঃ সিতারা বেগম (বীরপ্রতীক– ১৯৭২)

জন্ম : ১৯৪৬ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ২নং সেক্টর কমান্ডার এটিএম হায়দারের বোন।
মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত খেতাব : বীরপ্রতীক (১৯৭২ সালে প্রাপ্ত)
মুক্তিযুদ্ধে অবদান : তিনি ২নং সেক্টরে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতের মেঘালয়ে ৪৮০ শয্যাবিশিষ্ট 'বাংলাদেশ ফিল্ড হাসাপাতালে' তিনি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা করতেন। এছাড়াও তিনি নিয়মিত আগরতলা হতে মেঘালয়ে ঔষধ আনার কাজ করেন।

তারামন বিবি (বীরপ্রতীক– ১৯৭৩)

জন্ম : ১৯৭৫ সালে কুড়িগ্রাম জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
মুক্তিযুদ্ধে প্রাপ্ত খেতাব : (বীরপ্রতীক- ১৯৭৩ সাল) তাকে ১৯৯৫ সালে প্রথম খুঁজে পাওয়া যায়।
মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা : তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে নিজ গ্রাম মাধবপুরে ১১নং সেক্টর কমান্ডার আবু তাহেরের নেতৃত্বে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন। মুহিব হাবিলদার নামে একজন মুক্তিযোদ্ধা তাকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উৎসাহ দেন। এ সময় তার বয়স ছিল মাত্র ১৩/১৪ বছর।
তিনি প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রান্না করতেন পরবর্তীতে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
মৃত্যু : ১লা ডিসেম্বর ২০১৮ সাল।

কাকন বিবি

কাকন বিবি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের এক বীরযোদ্ধা বীরাঙ্গণা ও গুপ্তচর। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য ১৯৯৭ সালে বীরপ্রতীক খেতাব পান, কিন্তু সরকারিভাবে গেজেট প্রকাশিত হয়নি।
জন্ম ও পরিচয় : ভারতের খাসিয়া পাহাড়ের পাদদেশে একগ্রামে। তার বাড়ি বাংলাদেশের সুনামগঞ্জের দোয়াব বাজার উপজেলা। তার আসল নাম কাঁকাত হেনিনচিতা। তিনি মুক্তিবেটি নামে পরিচিত। উপজাতি খাসিয়া। বিয়ের পর তার নাম হয় নূরজাহান বেগম।
খেতাব : বীরপ্রতীক খেতাব পান ১৯৯৭ সালে, কিন্তু গেজেট প্রকাশ হয়নি।
মুক্তিযুদ্ধে অবদান : তিনি ৫নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন। পাকবাহিনীর দ্বারা পাশবিক ভাবে নির্যাতিত হয়ে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা শুরু করেন। তিনি প্রথমে গুপ্তচর হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে তিনি প্রায় ২০টি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন।

নারী মুক্তিযোদ্ধা (বীরঙ্গনা)

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীদের হাতে নির্যাতিত নারীদের পুনর্বাসন এবং 'বীরঙ্গণা' স্বীকৃতির ব্যবস্থা করেন জাতির পিতা। স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর ২০১৪ সালের ১০ অক্টোবর নারী মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ সাল পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করেন মোট ৩৩৯ জন।

- মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ছিল– ভারত ও তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।

- মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে চীন ও যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান ছিল– বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে।
- মুক্তিযুদ্ধের সময় অধিকাংশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অবস্থান ছিল– বাংলাদেশের পক্ষে।
- ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে 'ভেটো' প্রদান করে- সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র, সেনা ও আশ্রয় দিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্য করেছিল– ভারত।
- যৌথবাহিনী গঠিত হয়েছিল– মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বয়ে।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ পেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল– চীন।

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মাধ্যমে পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার লে: জেনারেল নিয়াজীর নিকট পত্রের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধ এবং আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তদানুযায়ী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) জেনারেল নিয়াজী যৌথ কমান্ডের ইস্টার্ন প্রধান লে: জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার। বিকেল ৪টা ১৩ মিনিটে অনুষ্ঠিত আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পাক বাহিনীর ৯৩০০০ সৈন্য আত্মসমর্পণ করে। এর মধ্যে দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

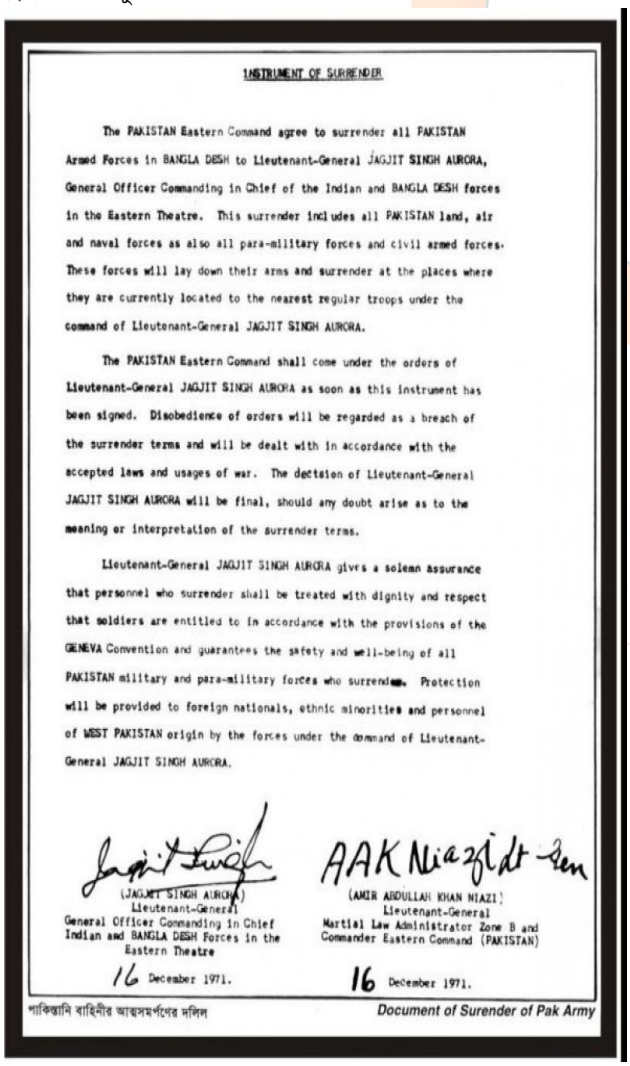

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the Eastern Theatre
16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)
16 December 1971.

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল
Document of Surender of Pak Army

- ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী গঠিত হয়- ২১ নভেম্বর ১৯৭১।
- ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন- জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা।
- পাকিস্তানি পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন- জেনারেল আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী।
- প্রথম শত্রুমুক্ত জেলা- যশোর, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- বাংলাদেশ পাক হানাদার মুক্ত হয়- ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে- ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য।
- বেসরকারি পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ দিবস পালিত হয়- ১ ডিসেম্বর।
- নিয়াজী যে দূতাবাসের সাথে আত্মসমর্পণের জন্য আলোচনা করে- মার্কিন দূতাবাস।
- যৌথবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তানের সবকটি বিমান ধ্বংস হয়ে যায়- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- যে পাক সেনানায়ক প্রথম আত্মসমর্পণ করেন- মেজর জেনারেল জামশেদ।
- বাংলাদেশে প্রথম রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে বঙ্গভবনে আসেন- ইন্দিরা গান্ধী (ভারত)।
- স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তানে বন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমান ইংল্যান্ড ও ভারত হয়ে দেশে ফিরে আসেন- ১০ জানুয়ারী, ১৯৭২।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী দেশ কোনটি?
ক) ব্রিটেন খ) ভারত
গ) রাশিয়া ঘ) যুক্তরাষ্ট্র

২. জাতিসংঘের ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন কতটি দেশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিল?
ক) ১টি খ) ২টি
গ) ৩টি ঘ) ৪টি

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের বিরোধিতা করেছিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের কোন দুইটি স্থায়ী রাষ্ট্র?
ক) যুক্তরাজ্য ও চীন খ) যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স
গ) চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ঘ) রাশিয়া ও ফ্রান্স

৪. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র-
ক) ফ্রান্স খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) চীন ঘ) ব্রিটেন

৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন–
ক) মিকাইল গর্ভাচেভ খ) নিকিটা ক্রুসেভ
গ) নিকোলাই পদগর্নি ঘ) লিওনিড ব্রিজনেভ

উত্তরমালা

১	ঘ	২	খ	৩	গ	৪	গ	৫	গ

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বীরত্বসূচক খেতাব

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ সরকারি গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব প্রদান করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের খেতাব ৪ পর্বে বিভক্ত।

খেতাব	সংখ্যা
বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন
বীরউত্তম	৬৭ জন
বীরবিক্রম	১৭৪ জন
বীরপ্রতীক	৪২৪ জন
মোট খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা	৬৭২ জন

★ ৬ জুন ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দন্ডিত ৪ খুনির বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে। তাই বর্তমান খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা- ৬৭২ জন।

- মুক্তিযুদ্ধে খেতাবপ্রাপ্ত মোট সদস্য- ৬৭২ জন ।
- প্রথম বীরউত্তম খেতাবপ্রাপ্ত- লে. কর্নেল আবদুর রব (চিফ অব স্টাফ)।
- প্রথম বীরবিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত- মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা।
- প্রথম বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- মোহাম্মদ আবদুল মতিন।
- প্রথম নারী বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- ক্যাপ্টেন ডা. সেতারা বেগম।
- খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র উপজাতীয়/ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মুক্তিযোদ্ধা- ইউ কে চিং মারমা।
- বিদেশি বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত- ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড (নেদারল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক)।

বীরশ্রেষ্ঠ পরিচিতি

ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ	জন্ম	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবী	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	১নং
	মৃত্যু	৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	রাঙামাটি জেলার নানিয়ার চরে
সিপাহী মোস্তাফা কামাল	জন্ম	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবী	সিপাহী
	সেক্টর	২নং
	মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ার দরুইন গ্রামে
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	জন্ম	১৯৪১ খ্রি. ঢাকায়; পৈত্রিক নিবাস রায়পুরা, নরসিংদী
	কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
	পদবী	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট
	সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর এশটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম 'ব্লু-বার্ড-১৬৬') ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
	মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
	সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাটিতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং জুন, ২০০৬ পূর্ণ মর্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
	চলচ্চিত্র	'অস্তিত্বে আমার দেশ' তাঁর জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র।
ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	জন্ম	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি.আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্)
	পদবী	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	৮নং
	মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	যশোরের শার্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
সিপাহী হামিদুর রহমান	জন্ম	১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহের খদ্দখালিশপুর
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবী	সিপাহী
	সেক্টর	৪নং
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১
	সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবস্যার হাতিমেরছড়া গ্রামে সমাধি ছিল। তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং ১১ ডিসেম্বর, ২০০৭ সালে ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবর স্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন 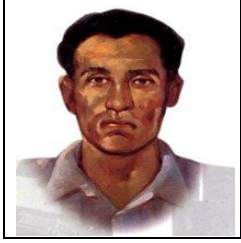	জন্ম	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
	কর্মস্থল	নৌবাহিনী
	পদবী	ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার
	সেক্টর	১০ নং
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ্রি.
	সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে/বঙ্গোপসাগরে সলিল সমাধি

ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

জন্ম	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়
কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
পদবী	ক্যাপ্টেন
সেক্টর	৭নং
মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষে শহীদ হন।
সমাধি	চাঁপাই নবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গনে।

বীরশ্রেষ্ঠদের নামে গ্রাম ও ইউনিয়ন

২০০৭ সালে বীরশ্রেষ্ঠদের নামকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে বীরশ্রেষ্ঠদের নিজ গ্রাম ও ইউনিয়নের নাম তাদের নামে করা হয়।

বীরশ্রেষ্ঠ	পূর্বনাম	বর্তমান নাম	উপজেলা ও জেলা
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	রামনগর	মতিউর নগর	রায়পুরা, নরসিংদী
সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান	খোর্দ খালিশপুর	হামিদ নগর	মহেশপুর, ঝিনাইদহ
সিপাহি মোহাম্মদ মোস্তাফা কামাল	মৌটুপী	মোস্তাফা কামাল নগর	আলীনগর, ভোলা
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিসার রুহুল আমিন	বাগপাঁচড়া	রুহুল আমিন নগর	সোনাইমুড়ী, নোয়াখালী
ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ	সালামতপুর	রউফ নগর	মধুখালী, ফরিদপুর
ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	মহিষখোলা	নূর মোহাম্মদ নগর	সদর, নাড়াইল

বি.দ্র. : বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের গ্রামের নাম তার দাদার নামে, তার ইউনিয়ন আগরপুর বদলে মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইউনিয়ন করা হয়েছে।

- দুজন মহিলা বীরপ্রতীক হলেন- তারামন বিবি ও ডা. সেতারা বেগম।
- মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বিদেশি বীরপ্রতীক- নেদারল্যান্ড জন্মগ্রহণকারী অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক ডব্লিউ এ এস ওডারল্যান্ড (১ মে, ২০০১ মৃত্যুবরণ করেন)।
- সর্বকনিষ্ঠ খেতাবধারী মুক্তিযোদ্ধা- শহীদুল ইসলাম বীর প্রতীক (মুক্তিযুদ্ধকালে বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর; ২৫ মে, ২০০৯ মৃত্যুবরণ করেন)।
- ডা. সেতারা বেগম সেনাবাহিনীতে যে পদে ছিলেন-ক্যাপ্টেন।
- তারামন বিবি যে সেক্টরে যুদ্ধ করেন- ১১নং।
- তারামন বিবিকে সরকার যে বাড়ি দান করে তা অবস্থিত কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলায়।
- দেশের একমাত্র পাহাড়ি আদিবাসি বীর বিক্রম- ইউ কে চিং মারমা (মৃত্যু ২০১৫)।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য বিষয়াবলি

- মুক্তিযুদ্ধকালীন নিজস্ব ডাকটিকিট প্রবর্তন করা হয়- ২৯ জুলাই, ১৯৭১।
- প্রথম ডাকটিকিট প্রকাশ করে- মুজিবনগর সরকার।
- বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকিট-এর ডিজাইনার ছিলেন- বিমান মল্লিক।
- ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার যে কয় প্রকার ডাকটিকিট প্রকাশ করে- ৮ প্রকার। যথা: ১০ পয়সা, ২০ পয়সা, ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা ও ১০ টাকা মূল্যের।
- বাংলাদেশের প্রথম ৮টি ডাকটিকিট একযোগে প্রকাশিত হয়- মুজিবনগর, কলকাতা ও লন্ডন।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২।
- স্বাধীনতার পর প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- বিপি চিতনিশ।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটের মূল্য ছিল- ২০ পয়সা।
- স্বাধীনতার পর প্রকাশিত প্রথম স্মারক ডাকটিকিটে ছবি ছিল- কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের।
- ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা দিবস প্রকাশিত ডাকটিকিটের প্রতীক ছিল- সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে আগুনের ফুলকি।
- ১৯৭২ সালের স্বাধীনতা দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- নিতুন কুণ্ডু।
- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসে যে কয় ধরনের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়- ৩ ধরনের (৭৫ পয়সা ৬০ পয়সা ও ২০ পয়সা)।
- ১৯৭২ সালের বিজয় দিবসের ডাকটিকিটের ডিজাইনার ছিলেন- কে জি মোস্তফা।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়

- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়- ২০০১ সালের ২৩ অক্টোবর।
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নাম- Ministry of Liberation War Affairs.
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রথম প্রতিমন্ত্রী- অ্যাডভোকেট রেদোয়ান আহমেদ।
- মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা- বাংলাদেশ ফ্রিডম ফাইটার্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল (জামুকা)।
- বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রকাশনার নাম-মুক্তিবার্তা।

স্বাধীন বাংলা ফুটবল

- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দল গঠিত হয়- ১৯৭১ সালে।
- স্বাধীন বাংলা ফুটবল দলকে বাফুফে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেয়- ৪ জানুয়ারি, ২০০৯।

সপ্তম নৌ-বহর

- সপ্তম নৌবহরের কয়েকটি জাহাজের সমন্বয়ে গঠন করা হয়- 'টাস্কফোর্স- ৭৪'।
- স্বাধীনতাযুদ্ধকালে ভিয়েতনামের টংকিং উপসাগরে অবস্থানরত মার্কিন সপ্তম নৌবহর যে কারণে বঙ্গোপসাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সহায়তা করার জন্য; ৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ

দেশ/সংস্থা	পদ	পদকর্তা
জাতিসংঘ	মহাসচিব	উ থান্ট
ভারত	প্রেসিডেন্ট	বরাহগিরি ভেঙ্কট গিরি
	প্রধানমন্ত্রী	ইন্দিরা গান্ধী
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	শরণ সিং
	জাতিসংঘ নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি	সমর সেন
	পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী	অজয় মুখোপাধ্যায়
সোভিয়েত ইউনিয়ন	প্রেসিডেন্ট	নিকোলাই পদগর্নি
	প্রধানমন্ত্রী	আলেক্সেই কোসিগিন
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	আন্দ্রেই গ্রোমিকো
যুক্তরাষ্ট্র	প্রেসিডেন্ট	রিচার্ড নিক্সন
	পররাষ্ট্রমন্ত্রী	উইলিয়াম পি রজার্স
	নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা	হেনরি কিসিঞ্জার
চীন	প্রেসিডেন্ট	দোং বিয়ু
	প্রধানমন্ত্রী	ঝু এনলাই

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় খেতাব কোনটি?
ক) বীর শ্রেষ্ঠ খ) বীর প্রতীক
গ) বীর বিক্রম ঘ) বীর উত্তম

২. বাংলাদেশে মোট রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা কত?
ক) ৬৮ জন খ) ১৭৫ জন
গ) ৪২৬ জন ঘ) ৬৭২ জন

৩. বাংলাদেশের কোনো জীবিত ব্যক্তিকে প্রদত্ত সর্বোচ্চ বীরত্বসূচক পদক কী?
ক) বীর শ্রেষ্ঠ খ) বীর উত্তম
গ) বীর প্রতীক ঘ) বীর বিক্রম

৪. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ছিলেন–
ক) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট খ) ক্যাপ্টেন
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার

৫. 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একজন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা হলেন-
ক) জাহানারা ইমাম খ) কাঁকন বিবি
গ) ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী ঘ) তারামন বিবি

উত্তরমালা

১	ক	২	ঘ	৩	খ	৪	ঘ	৫	ঘ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি

মহাদেশ	দেশ	তারিখ
এশিয়া	ভুটান	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	ভারত	৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	ইন্দোনেশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	ইরাক	২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	পাকিস্তান	২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪
ইউরোপ	পূর্ব জার্মানি	১১ জানুয়ারি, ১৯৭২
	পোল্যান্ড	১২ জানুয়ারি, ১৯৭২
	নরওয়ে	৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	ইতালি ফ্রান্স	১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
আফ্রিকা	সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মরিশাস	২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	গাম্বিয়া	২ মার্চ, ১৯৭২
	গ্যাবন আলজেরিয়া	৬ এপ্রিল, ১৯৭২
উত্তর আমেরিকা	বার্বাডোস	২০ জানুয়ারি, ১৯৭২
	কানাডা	১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৪ এপ্রিল, ১৯৭২
	মেক্সিকো	১০ মে, ১৯৭২
দক্ষিণ আমেরিকা	ভেনেজুয়েলা	২ মে, ১৯৭২
	মেক্সিকো	১১ মে, ১৯৭২
	ব্রাজিল	১৫ মে, ১৯৭২
	আর্জেন্টিনা	২৫ মে, ১৯৭২

- প্রথম দেশ হিসেবে ভুটান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে-৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।
- পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়- ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
- ইরাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ৮ জুলাই, ১৯৭২।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম আমেরিকান দেশ-বার্বাডোস।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ- পোল্যান্ড।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ- ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২)।
- সেনেগাল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে- ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২।
- বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ- পূর্ব পোল্যান্ড
- চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়- ২১ আগস্ট, ১৯৭৫।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. কোন দেশ বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে?
ক) ভুটান খ) ভারত
গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) যুক্তরাজ্য

২. ভুটান কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
ক) ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
গ) ৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ) ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২

৩. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম-
ক) ভারত খ) রাশিয়া
গ) ভুটান ঘ) ইরান

৪. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি?
ক) যুক্তরাজ্য খ) পূর্ব জার্মানি
গ) স্পেন ঘ) গ্রিস

৫. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব মুসলিম দেশ কোনটি?
ক) ইন্দোনেশিয়া খ) ইরাক
গ) মালদ্বীপ ঘ) পাকিস্তান

উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	ক	৪	খ	৫	খ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য ও চলচ্চিত্র

নাম	পরিচালক	সন
হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৮৪
আগামী	মোরশেদুল ইসলাম	১৯৮৪
স্মৃতি ৭১	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৯৫
একাত্তরের যীশু	নাসিরুদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু	১৯৯৪

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চিত্র

নাম	পরিচালক	সন
স্টপ জেনোসাইড	জহির রায়হান	১৯৭১
এ স্টেট ইজ বর্ন	জহির রায়হান	১৯৭২
ডেডলাইন বাংলাদেশ	গীতা মেহতা	১৯৭১
দ্যা লিবারেশন ফাইটার্স	আলমগীর কবির	১৯৭১
স্মৃতি একাত্তর	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৭১
মুক্তির গান	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	১৯৯৫
মুক্তির কথা	তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	১৯৯৯
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ	২০০৪

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র

নাম	পরিচালক	সন
ওরা এগারজন	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭২
সংগ্রাম	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৭৪
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	১৯৭২
বাঘা বাঙালি	আনন্দ	১৯৭২
অরুণোদয়ের অগ্নিসাক্ষী	সুভাষ দত্ত	১৯৭২
জয়বাংলা	ফখরুল আলম	১৯৭২
আমার জন্মভূমি	আলমগীর কুমকুম	১৯৭৩
ধীরে বহে মেঘনা	আমগীর কবির	১৯৭৩
আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান	১৯৭৩
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	১৯৭৪
মেঘের অনেক রঙ	হারুনুর রশিদ	১৯৭৬
নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল	১৯৭৯
কলমিলতা	শহীদুল হক খান	১৯৮১
আগুনের পরশমনি	হুমায়ূন আহমেদ	১৯৯৪
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	১৯৯৭
মাটির ময়না	তারেক মাসুদ	২০০২
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ	২০০৪
জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ	২০০৪
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম	২০১১
গেরিলা	নাসিরউদ্দিন ইউসুফ	২০১১

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ও লেখকের নাম

নাম	লেখকের নাম
অবরুদ্ধ নয় মাস	আতাউর রহমান খান
অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা	মেজর এম এ জলিল
আমি বীরঙ্গনা বলছি	নীলামা ইব্রাহিম
আমরা বাংলাদেশী না বাঙালি	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম
বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম
একাত্তরের নিশান ফেরারী সূর্য	রাবেয়া খাতুন
যাপিত জীবন	সেলিনা হোসেন
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির
একাত্তরের চিঠি (পত্রসংকলন)	গ্রামীণফোন ও প্রথম আলো
দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ	অ্যান্থনী মাসকারেনহাস
লিগ্যাসি অব ব্লাড	অ্যান্থনী মাসকারেনহাস
একাত্তরের বিজয় গাঁথা	মেজর রফিকুল ইসলাম
মা	আনিসুল হক
এ গোল্ডেন এজ	তাহমিমা আনাম
সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড	অ্যালেন গিন্সবার্গ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

গ্রন্থ	লেখক
বিধ্বস্ত রোদে ঢেউ	সরদার জয়েনউদ্দিন
মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাস সমগ্র	আমজাদ হোসেন
রাইফেল রোটি আওরাত	আনোয়ার পাশা
আগুনের পরশমনি	হুমায়ূন আহমেদ
শ্যামল ছায়া	হুমায়ূন আহমেদ
উপমহাদেশ	আল মাহমুদ
জলাংগী	শওকত ওসমান
জন্ম যদি তবে বঙ্গে (গল্প)	শওকত ওসমান
নেকড়ে অরণ্য	শওকত ওসমান
দুই সৈনিক	শওকত ওসমান
খাঁচায়	রশীদ হায়দার
দেয়াল	আবু জাফর শামসুদ্দিন
নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন	সৈয়দ শামসুল হক

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান

গান	গীতিকার	সুরকার
এক নদী রক্ত পেরিয়ে	খান আতাউর রহমান	খান আতাউর রহমান
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব	গোবিন্দ হালদার	আপেল মাহামুদ
সালাম সালাম হাজার সালাম	ফজলে খোদা	আবদুল জব্বার
একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সোনার গাঁয়	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	আনোয়ার পারভেজ
এ পদ্মা এই মেঘনা এই যমুনা সুরমা নদী তটে	আবু জাফর	আবু জাফর
একতারা তুই দেশের কথা বলরে এবার বল	গাজী মাযহারুল আনোয়ার	সত্য সাহা
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে	গোবিন্দ হালদার	গোবিন্দ হালদার
পদ্মা মেঘনা যমুনা	গোবিন্দ হালদার	সমর দাস
সবকটি জানালা খুলে দাও না	নজরুল ইসলাম বাবু	নজরুল ইসলাম বাবু
দুর্গম গিরি কান্তার	কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম
জনতার সংগ্রাম চলবেই	সিকান্দার আবু জাফর	শেখ লুৎফর রহমান
সোনায় মোড়ানো বাংলা	মকসুদ আলী খান (সাঁই)	মকসুদ আলী খান (সাঁই)
ভয় কি মরণে	মুকুন্দ দাস	মুকুন্দ দাস
বাংলার হিন্দু বাংলার বৌদ্ধ	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	সমর দাস

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
ক) শঙ্খনীল কারাগার খ) কাঁটাতারের প্রজাপতি
গ) জাহান্নাম হইতে বিদায় ঘ) আর্তনাদ

২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা কোনটি?
ক) একাত্তরের দিনগুলি খ) এইসব দিনরাত্রি
গ) নূরুলদীনের সারা জীবন ঘ) সৎ মানুষের খোঁজে

৩. মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা কাব্যগ্রন্থ কোনটি?
ক) নিষিদ্ধ লোবান খ) নেকড়ে অরণ্য
গ) রাত্রিশেষ ঘ) বন্দী শিবির থেকে

৪. 'সব ক'টি জানালা খুলে দাও না' এর গীতিকার কে?
ক) মরহুম আলতাফ মাহমুদ
খ) মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু
গ) ড. মনিরুজ্জামান
ঘ) মরহুম ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

৫. মার্কিন কোন কবি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতাটি রচনা করেছিলেন?
ক) ওয়াল্ট হুইটম্যান খ) অ্যালেন গিনসবার্গ
গ) উইলিয়াম কার্লোস উইলিয়াম ঘ) রবার্ট ফ্রস্ট

উত্তরমালা

১	গ	২	ক	৩	ঘ	৪	খ	৫	খ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য	স্থান	স্থপতি
জাতীয় স্মৃতিসৌধ	সাভার	সৈয়দ মাইনুল হোসেন
জাগ্রত চৌরঙ্গী	গাজীপুর চৌরাস্তা	আবদুর রাজ্জাক
বিজয়োল্লাস	আনোয়ার পাশা ভবন	শামীম শিকদার
বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ	মিরপুর, ঢাকা	মোস্তফা হারুন কুদ্দুস
স্বাধীনতা	বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা	হামিদুজ্জামান খান
মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ	মেহেরপুর	তানভীর কবীর
স্বোপার্জিত স্বাধীনতা	টিএসসি সড়ক	শামীম শিকদার
অপরাজেয় বাংলা	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
সংশপ্তক	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	হামিদুজ্জামান খান
মুক্ত বাংলা	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়	রশিদ আহমেদ
সাবাস বাংলাদেশ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	নিতুন কুন্ডু
চেতনা-৭১	পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া	মোহাম্মদ ইউসুফ
রক্তসোপান	রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, গাজীপুর	
বিজয়'৭১	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	খন্দকার বদরুল ইসলাম

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর : LIBERATION WAR MUSEUM

অবস্থান : এফ-১১/এ-বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
প্রতিষ্ঠা : ২২ মার্চ, ১৯৯৬ (সেগুন বাগিচা)
ভিত্তি প্রস্তর : ৪ ঠা মে, ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক।

উদ্বোধন : ১৬ এপ্রিল, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

- জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র- চীন।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি- হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী, ১৯৮৬ সালে, ৪১তম অধিবেশনে।
- জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে প্রথম বাংলাদেশি সভাপতি- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী, ২০০১ সালের জুন মাসের জন্য ।
- বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদ (স্বস্তি পরিষদ) এর অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে- ২বার। যথা- ক) ১৯৭৯-১৯৮০ সালে খ) ২০০০-২০০১ সালে।
- জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলায় ভাষণ দেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, ২৯তম অধিবেশনে।
- জাতিসংঘ শান্তিমিশনে বাংলাদেশের অবস্থান- ৪র্থ (২৯ মে, ২০১৭)।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে প্রথম অংশগ্রহণ করে- ১৯৮৮ সালে, UNIIMOG-এ।
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যাক পুলিশ কর্মরত রয়েছে- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর।
- বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম শান্তিমিশনে অংশগ্রহণ করে-১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার শান্তিমিশন UNTAG-তে।
- বাংলাদেশের প্রথম নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্বে দেন- এস.পি মিলি বিশ্বাস।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন- বেনিন, ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে- ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য- ১৩৬তম।

বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য পদ লাভ

বাংলাদেশ কর্তৃক বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য পদ লাভের তারিখ নিম্নরূপ–

- কমনওয়েলথ (Commonwealth)-১৮ এপ্রিল, ১৯৭২
- জাতিসংঘ (UN) এর স্থায়ী পর্যবেক্ষক- ১৭ অক্টোবর, ১৯৭২
- জাতিসংঘ (UN) এর পূর্ণ সদস্যপদ- ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
- আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF)- ১৭ জুন, ১৯৭২
- পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)- ১৭ আগস্ট, ১৯৭২
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IDA)- ১৭ আগস্ট, ১৯৭২
- আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)- ১৮ জুন, ১৯৭৬
- পুঁজি বিনিয়োগজনিত বিরোধ নিষ্পত্তির আন্তর্জাতিক কেন্দ্র (ICSID)- ২৬ এপ্রিল, ১৯৮০
- বহুপাক্ষিক বিনিয়োগ গ্যারান্টি সংস্থা (MIGA)- ১২ এপ্রিল, ১৯৮৮।
- জাতিসংঘ শিক্ষা বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO)- ২৭ অক্টোবর, ১৯৭২।
- জাতিসংঘের উন্নয়ন ও বাণিজ্য কর্মসূচি (UNCTAD)- 20 মে ১৯৭২।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)- ১ জানুয়ারী, ১৯৯৫।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)- ১৭ মে, ১৯৭২।
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO)- ২২ জুন, ১৯৭২।
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)- ১২ নভেম্বর, ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (IAEA)- ১৯৭২।
- এসকাপ (ESCAP)- ১৭ এপ্রিল, ১৯৭৩।
- অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা (ECO)- ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২।
- জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (NAM)- ১৯৭২।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪।
- ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (IDB)- ১৯৭৪।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB)- ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা (Interpol)- ১৪ অক্টোবর, ১৯৭৬।
- রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট- ৩১ মার্চ, ১৯৭৩।
- আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)- ২৮ জুলাই, ২০০৬।
- বিশ্ব ডাক সংস্থা- ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (ICC)- ১৭ জুলাই, ১৯৯৮।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর সহযোগী সদস্য-২৬ জুলাই, ১৯৭৭।
- আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (ICC) এর পূর্ণ সদস্য- ২৬ জুন, ২০০০।
- ফিফা (FIFA)- ১৯৭৪।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (IOC)- ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮০।

বাংলাদেশ বিভিন্ন সংস্থায় যত তম সদস্য

- পুর্নগঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাংক (IBRD)- ১৮৮তম।
- জাতিসংঘ (UN)- ১৩৬তম।
- আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (IDA)- ১০৯তম।
- আন্তর্জাতিক পুঁজি বিনিয়োগ সংস্থা (IFC)- ১০৫তম।
- কমনওয়েলথ (Commonwealth)- ৩২তম।
- ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (OIC)- ৩২তম।
- আসিয়ান রিজিওনাল ফোরাম (ARF)- ২৬তম।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত- ১১১তম।

বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

- সার্কভুক্ত সকল দেশের দূতাবাস বাংলাদেশে রয়েছে।
- বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন আছে- নিউইয়র্ক ও জেনেভায় জাতিসংঘের সদরদপ্তরে।
- বাংলাদেশের সাথে দেশের কূটনেতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই- ইসরাইলের।
- বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে কিন্তু কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই- তাইওয়ানের।
- টুয়েসডে গ্রুপ- বাংলাদেশে নিযুক্ত ১৪টি দাতা দেশের রাষ্ট্রদূত/হাই কমিশনারদের সংগঠন। প্রতি মঙ্গলবার এ গ্রুপটি বৈঠক করে বলে এটি 'টুয়েসডে গ্রুপ' নামে পরিচিত।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

১. মুজিবনগর স্মৃতিসৌধের স্থপতি কে?
ক) তানভীর কবীর খ) সেয়দ আবদুল্লাহ খালেদ
গ) হামিদুর রহমান ঘ) মঈনুল হোসেন **উ: ক**

২. 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
ক) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খ) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ) কুলনা বিশ্ববিদ্যালয় **উ: গ**

৩. 'অপরাজেয় বাংলা' ভাস্কর্যের স্থপতি কে?
ক) লুই কান খ) নিতুন কুণ্ডু
গ) শামীম শিকদার ঘ) সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ **উ: ঘ**

৪. 'শিখা অনির্বাণ' ও 'শিখা চিরন্তন' অবস্থিত যথাক্রমে–
ক) ঢাকা সেনানিবাসে ও সোহারাওয়ার্দী উদ্যানে
খ) সোহারাওয়ার্দী উদ্যানে ও ঢাকা সেনানিবাসে
গ) ঢাকা সেনানিবাসে ও চট্টগ্রাম সেনানিবাসে
ঘ) সাভার স্মৃতিসৌধ ও বগুড়া সেনানিবাসে **উ: ক**

৫. মুক্তিযুদ্ধের জাদুঘর ঢাকা কোন এলাকায় অবস্থিত?
ক) সেগুনবাগিচা খ) আগারগাঁও
গ) তেজগাঁও ঘ) কাঁঠাল বাগান **উ: খ**

Teacher's Work

১. কত তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেয়া হয়?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ খ. ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
গ. ১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮ ঘ. ৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ **উত্তর: খ**

২. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ এর সমাধিস্থল কোন জেলায়?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. রাঙ্গামটি খ. খাগড়াছড়ি
গ. চট্টগ্রাম ঘ. ফরিদপুর **উত্তর: ক**

৩. UNESCO কত সালে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. ১৯৯৭ খ. ১৯৯৯
গ. ২০০০ ঘ. ২০০১ **উত্তর: খ**

৪. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফার ২য় দফাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (১ম পর্যায়)–২০২২]
ক. বৈদেশিক বাণিজ্য খ. মুদ্রা বা অর্থ
গ. রাজস্ব কর ঘ. কেন্দ্রীয় সরকার **উত্তর: ঘ**

৫. সম্প্রতি 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছে?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (২য় পর্যায়)–২০২২]
ক. দুবাই খ. প্যারিস
গ. নিউইয়র্ক ঘ. ফ্লোরিডা **উত্তর: গ**
ব্যাখ্যা : ৬ মে, ২০২২ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ারে 'গোল্ডেন জুবিলি বাংলাদেশ কনসার্ট' অনুষ্ঠিত হয়।

৬. 'একাত্তরের দিনগুলি' কার রচিত?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. হাসান আজিজুল হক খ. সৈয়দ শামসুল হক
গ. হুমায়ুন আজাদ ঘ. জাহানারা ইমাম **উত্তর: ঘ**

৭. মুক্তিযুদ্ধকালে জর্জ হ্যারিসন আয়োজিত কনসার্টের নাম কী ছিল?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. কনসার্ট ১৯৭১ খ. কনসার্ট ফর বাংলাদেশ
গ. কান্ট্রি কনসার্ট ঘ. লিবারেশন কনসার্ট **উত্তর: খ**

৮. কোন সালের প্রভাতফেরীতে সর্বপ্রথম 'একুশের গান' আমার ভাইয়ের রক্তে ..... গানটি গাওয়া হয়?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ১৯৬২ খ. ১৯৫২
গ. ১৯৫৪ ঘ. ১৯৫৯ **উত্তর: গ**

৯. শেখ মুজিবুর রহমানকে কত সালে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. ১৯৬৯ খ. ১৯৭১
গ. ১৯৫২ ঘ. ১৯৬৬ **উত্তর: ক**

১০. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান কোনটি?
[প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা (৩য় পর্যায়)–২০২২]
ক. চরমপাঠ খ. চরমপত্র
গ. সংবাদপত্র পরিক্রমা ঘ. বজ্রসাহস **উত্তর: খ**

১১. ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১০]
ক. নূরুল আমীন খ. খাজা নাজিম উদ্দিন
গ. মোহাম্মদ আলী ঘ. লিয়াকত আলী খান **উত্তর: খ**

১২. ঐতিহাসিক 'একুশে ফেব্রুয়ারি' বাংলা কত তারিখ ছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. ৩১ পৌষ খ. ২৯ মাঘ
গ. ৯ মাঘ ঘ. ৮ ফাল্গুন **উত্তর: ঘ**

১৩. "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"র রচয়িতা-[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০১]
ক. শামসুর রাহমান খ. আলতাফ মাহমুদ
গ. হাসান হাফিজুর রহমান ঘ. আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী **উ: ঘ**

১৪. পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্ট কত সালে গঠন করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১২]
ক. ১৯৫৩ সালে খ. ১৯৫৪ সালে
গ. ১৯৫৫ সালে ঘ. ১৯৫৬ সালে **উত্তর: ক**

১৫. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করেছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ২৮০টি খ. ২২৩টি
গ. ১৭১টি ঘ. ২৩৯টি **উত্তর: খ**

১৬. বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয় দফা' ঘোষিত হয় কবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ১৯৬৫ সালের ২৩ জুন
খ. ১৯৫২ সালের ২১ সেপ্টেম্বর
গ. ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি
ঘ. ১৯৪৮ সালের ২৩ জুন **উত্তর: গ**

১৭. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের কতটি আসন পায়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ১৬৭ খ. ১৬২
গ. ২৯৮ ঘ. ৩০০ **উত্তর: ক**

১৮. কে 'অপারেশন সার্চলাইট' এর নীলনাকশা তৈরি করেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ইয়াহিয়া খ. ভুট্টো
গ. টিক্কা খান ঘ. মোঃ আলী জিন্নাহ **উত্তর: গ**

১৯. ১৯৭১ সালের ঢাকা শহরে 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিচালনার মূল দায়িত্বে ছিলেন-
ক. জেনারেল ইয়াহিয়া খান খ. জেনারেল রাও ফরমান আলী
গ. জেনারেল জিয়াউর রহমান ঘ. জেনারেল টিক্কা খান **উত্তর: খ**

২০. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল কবে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. ২৬ মার্চ, ১৯৭১ খ. ১১ এপ্রিল, ১৯৭১
গ. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ. ১০ এপ্রিল, ১৯৭২ **উত্তর: ক**

২১. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ঘোষণাপত্র পাঠ করেন কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০৯]
ক. অধ্যাপক ইউসুফ আলী খ. তাজউদ্দীন আহমদ
গ. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ. এম মনসুর আলী **উত্তর: ক**

২২. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. এইচ এম কামরুজ্জামান খ. সৈদয় নজরুল ইসলাম
গ. তাজউদ্দীন আহমদ ঘ. এম মনসুর আলী **উত্তর: ঘ**

২৩. মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. তাজউদ্দীন আহমদ
খ. খন্দকার মোশতাক আহমেদ
গ. এ এইচ এম কামরুজ্জামান
ঘ. এম মনসুর আলী **উত্তর: গ**

২৪. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টর কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত হয়েছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৫]
ক. ১ নং সেক্টর খ. ১০ নং সেক্টর
গ. ৯ নং সেক্টর ঘ. ১১ নং সেক্টর **উত্তর: খ**

২৫. বাংলাদেশের বীরত্বসূচক উপাধিগুলোর মধ্যে কোনটির স্থান মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. বীর বিক্রম খ. বীরশ্রেষ্ঠ
গ. বীর উত্তম ঘ. বীর প্রতীক **উত্তর: গ**

২৬. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবী কী ছিল? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. হাবিলদার খ. সিপাহী
গ. ল্যান্স নায়েক ঘ. ক্যাপ্টেন **উত্তর: খ**

২৭. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলা 'বীর প্রতীক' উপাধি পান? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ১ জন খ. ২ জন
গ. ৩ জন ঘ. কেউ না **উত্তর: খ**

২৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশি নাগরিক ওডারল্যান্ড কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ০১]
ক. জার্মানি খ. হল্যান্ড
গ. অস্ট্রেলিয়া ঘ. নিউজিল্যান্ড **উত্তর: খ**

২৯. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৮]
ক. কফি আনান খ. উ থান্ট
গ. দ্যাগ হ্যামারশোল্ড ঘ. বুট্রোস ঘালি **উত্তর: খ**

৩০. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ছিলেন- [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. Mikhail Gorbachev খ. Nikita Khrushchev
গ. Nikolai Podgorny ঘ. Leonid Brezhnev **উত্তর: গ**

৩১. 'Stop Genocide' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. চাষী নজরুল ইসলাম খ. হুমায়ূন আহমেদ
গ. জহির রায়হান ঘ. তারেক মাসুদ **উত্তর: গ**

৩২. জাতীয় স্মৃতিসৌধটি কবে উদ্বোধন করা হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি
খ. ১৯৮১ সালের ২৬ মার্চ
গ. ১৯৮২ সালের ১৬ ডিসেম্বর
ঘ. ১৯৮৩ সালের ২৬ মার্চ **উত্তর: গ**

৩৩. 'অপরাজেয় বাংলা'র ভাস্কর কে?[প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ. শিক্ষক : ১৩]
ক. শিল্পী হামিদুজ্জামান খান
খ. ভাস্কর নভেরা আহমদে
গ. সৈয়দ আবদুল্লাহ খালেদ
ঘ. ভাস্কর শামীম শিকদার **উত্তর: গ**

৩৪. মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় কোন সালে গঠিত হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৩]
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ২০০০ সালে
গ. ২০০১ সালে ঘ. ২০০২ সালে **উত্তর: গ**

৩৫. মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? [প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক : ১৯]
ক. ১৭ মার্চ, ১৯৯২ খ. ২৫ মার্চ, ১৯৯০
গ. ২২ মার্চ, ১৯৯৬ ঘ. ৭ মার্চ, ১৯৯৫ **উত্তর: গ**

Student's Work

১. **বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হলো-**
ক) আঞ্চলিকতা খ) ধর্ম
গ) রাজনীতি ঘ) ভাষা ও সংস্কৃতি

২. **পাকিস্তানে —% বাংলাভাষী ছিল।**
ক) ৭ খ) ৫৬
গ) ৪৮ ঘ) ৬৬

৩. **ভাষা আন্দোলনের একজন পথপ্রদর্শক হিসেবে খ্যাত-**
ক) জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা খ) জিতেন ঘোষ
গ) মুহম্মদ আবদুল হাই ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৪. **ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলার ইতিহাসে কী জন্য বিখ্যাত?**
ক) কবি খ) স্বাধীনতা সংগ্রামী
গ) বিশিষ্ট লেখক
ঘ) বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত প্রাণ

৫. **পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক পরিষদের ধারা বিবরণীতে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দাবি কে প্রথম করেছিলেন?**
ক) আবুল হাশেম খ) শেখ মুজিবুর রহমান
গ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

৬. **১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে কে বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন?**
ক) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত খ) আবুল কাশেম
গ) মওলানা ভাসানী ঘ) যোগেশচন্দ্র ঘোষ

৭. **ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়-**
ক) ১৯৪৭ সালে খ) ১৯৫০ সালে
গ) ১৯৫১ সালে ঘ) ১৯৫২ সালে

৮. **রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে কোন সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?**
ক) তমদ্দুন মজলিস খ) ভাষা পরিষদ
গ) মাতৃভাষা পরিষদ ঘ) আমরা বাঙালি

৯. **তমদ্দুন মজলিস কোন সনে প্রতিষ্ঠিত?**
ক) ১৯৪৬ সালে খ) ১৯৪৭ সালে
গ) ১৯৪৮ সালে ঘ) ১৯৫০ সালে

১০. **'তমদ্দুন মজলিস' কে প্রতিষ্ঠা করেন?**
ক) হাজী শরিয়তউল্লাহ খ) এ কে ফজলুল হক
গ) আবুল কাশেম ঘ) হামিদ খান ভাসানী

১১. **বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে প্রথম ধর্মঘট কখন হয়?**
ক) ৭ মার্চ, ১৯৫৭ খ) ১১ মার্চ, ১৯৪৭
গ) ১১ মার্চ, ১৯৪৮ ঘ) ১৭ মার্চ, ১৯৪৯

১২. **১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে তৎকালীন পাকিস্তানের একজন নেতা ঘোষণা করেন 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।' কে এই নেতা?**
ক) খাজা নাজিমউদ্দীন খ) লিয়াকত আলী খান
গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘ) আইয়ুব খান

১৩. **কত সালে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়?**
ক) ১৮৪৭ সালে খ) ১৯৫০ সালে
গ) ১৯৫২ সালে ঘ) ১৯২০ সালে

১৪. **ভাষা আন্দোলনের সময় 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' এর সভাপতি কে ছিলেন?**
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) আবদুল মতিন
গ) আকরাম খাঁ ঘ) মহিউদ্দিন আহমেদ

১৫. **১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন-**
ক) নূরুল আমিন খ) আতাউর রহমান
গ) খাজা নাজিমউদ্দীন ঘ) আবু হোসেন সরকার

১৬. **'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' কোন সালে গঠিত হয়?**
ক) ১৯৪৮ খ) ১৯৫০
গ) ১৯৫২ ঘ) ১৯৫৪

১৭. **রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক কে ছিলেন?**
ক) আবদুল মতিন খ) সৈয়দ নুরুল আলম
গ) ডাক্তার গোলাম মাওলা ঘ) কাজী গোলাম মাহবুব

১৮. **'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়?**
ক) ৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২ খ) ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২
গ) ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২ ঘ) ২০ জানুয়ারি, ১৯৫২

১৯. **ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?**
ক) খাজা নাজিমউদ্দীন খ) নুরুল আমিন
গ) লিয়াকত আলী খান ঘ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

উত্তরমালা

১	ঘ	২	খ	৩	ঘ	৪	ঘ	৫	ঘ	৬	ক	৭	ক	৮	ক	৯	খ	১০	গ
১১	গ	১২	গ	১৩	ক	১৪	গ	১৫	গ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	ক		

১. **১৯৫২ সালে পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?**
ক) খাজা নাজিমউদ্দীন খ) নূরুল আমিন
গ) আতাউর রহমান খান ঘ) আবু হোসেন সরকার

২. **জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক রচিত 'বায়ান্ন দিনগুলো'তে কারাগারে অনশনরত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী কে ছিলেন?**
ক) আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ খ) মহিউদ্দিন আহমদ
গ) মওলানা ভাসানী ঘ) খান সাহেব ওসমান আলী

৩. **৫২-এর ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কে ছিলেন?**
ক) ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
খ) ড. মাহমুদ হাসান
গ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ঘ) ড. ফজলুল হালিম চৌধুরী

৪. **১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা সাল কত ছিল?**
ক) ১৩৫৮ খ) ১৩৫৯
গ) ১৩৭০ ঘ) ১৩৭১

৫. **১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে বুকের রক্ত নিয়ে মাতৃভাষার মান রক্ষা করেন শহীদ জব্বার, রফিক, বরকত, সালাম; ঐ দিনটি ছিল ফাল্গুন মাসের-**
ক) ৬ তারিখ খ) ৮ তারিখ
গ) ১০ তারিখ ঘ) ১২ তারিখ

৬. **১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা কত তারিখ ছিল?**
ক) ৮ ফাল্গুন খ) ৯ মাঘ
গ) ৩১ পৌষ ঘ) ২৯ মাঘ

৭. **১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল-**
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৮. রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন অংকুরিত হয় ১৯৪৭ সালে, মহীরুহে পরিণত হয়-
ক) ১৯৪৮ সালে খ) ১৯৪৯ সালে
গ) ১৯৫১ সালে ঘ) ১৯৫২ সালে

৯. ১৯৫২ সালের তৎকালীন ভাষা আন্দোলন কিসের জন্ম দিয়েছিল?
ক) এক রাজনৈতিক মতবাদের
খ) এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের
গ) এক নতুন জাতীয় চেতনার
ঘ) এক নতুন সমাজ ব্যবস্থার

১০. ২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ দিবস পালিত হয় —— সালে।
ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৩
গ) ১৯৫৪ ঘ) ১৯৫৫

১১. কত সালে বাংলা ভাষাকে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়?
ক) ১৯৫২ খ) ১৯৫৪
গ) ১৯৫৬ ঘ) ১৯৬২

১২. বাংলা ভাষাকে পাকিস্তান গণপরিষদ কোন তারিখে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
ক) ৯ মে, ১৯৫৪ খ) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩
গ) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৬ ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২

১৩. সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন কত সালে পাস হয়?
ক) ১৯৮৭ খ) ১৯৮৮
গ) ১৯৮৯ ঘ) ১৯৫৬

১৪. ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয় কত সালের কত তারিখে?
ক) ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ) ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯
গ) ১৯ নভেম্বর, ১৯৯৯ ঘ) ২০ নভেম্বর, ১৯৯৯

১৫. সম্প্রতি ভারতের কোন রাজ্যে বাংলা ভাষাকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে?
ক) আসাম খ) মিজোরাম
গ) ত্রিপুরা ঘ) ঝাড়খণ্ড

১৬. কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?
ক) লাইবেরিয়া খ) নামিবিয়া
গ) হাইতি ঘ) সিয়েরালিওন

১৭. কোনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস?
ক) ১৬ ডিসেম্বর খ) ২৬ মার্চ
গ) ২১ ফেব্রুয়ারি ঘ) ১৪ এপ্রিল

১৮. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি ঘোষণা করেছে?
ক) UNICEF খ) IMF
গ) UNDP ঘ) UNESCO

১৯. UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?
ক) ১৮ নভেম্বর, ১৯৯৯ খ) ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৯
গ) ১৯ নভেম্বর, ২০০১ ঘ) ২০ নভেম্বর, ২০০১

২০. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের উদ্দেশ্য-
ক) ভাষা অধিকার
খ) মাতৃভাষার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
গ) মাতৃভাষার বিদেশে প্রচার
ঘ) মাতৃভাষার জনপ্রিয়তা

২১. ইউনেস্কোর কততম সম্মেলনে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়?
ক) ৩০তম খ) ৩১তম
গ) ৩২তম ঘ) ৩৩তম

২২. ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল-
ক) ধানের শীষ খ) নৌকা
গ) লাঙ্গল ঘ) বাইসাইকেল

২৩. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন ছিল
ক) ২৫০টি খ) ২৭৫টি
গ) ৩০০টি ঘ) ৩০৯টি

২৪. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসন লাভ করে?
ক) ২৮০টি খ) ২২৩টি
গ) ২৯৮টি ঘ) ১৭১টি

২৫. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়লাভ করে?
ক) মুসলিম লীগ খ) কংগ্রেস
গ) ন্যাপ ঘ) যুক্তফ্রন্ট

২৬. পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম কী?
ক) এ.কে ফজলুল হক খ) চৌধুরী খালিকুজ্জামান
গ) মুহাম্মদ আলী ঘ) ইস্কান্দার মীর্জা

২৭. শেখ মুজিবুর রহমান যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য হন কত বছর বয়সে?
ক) ৩৪ খ) ৩৬
গ) ৪১ ঘ) ৫০

২৮. ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন?
ক) কৃষি ও খাদ্য খ) শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম
গ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ঘ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক

২৯. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের কৃষি মন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) হাজী দানেশ খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ) মাওলানা আতাহার আলী
ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৩০. ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্ত ছিলেন না-
ক) শেরে বাংলা এ.কে ফজলুর হক
খ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
গ) নবাব স্যার সলিমুল্লাহ
ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৩১. ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন?
ক) শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়
খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
গ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঘ) কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়

৩২. আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক 'ছয় দফা'র প্রথম দফা-
ক) রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা খ) ধর্মনিরপেক্ষতা
গ) স্বতন্ত্র মুদ্রা ঘ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন

৩৩. ছয়' দফা আন্দোলনের প্রথম শহীদ কে?
ক) শামসুজ্জোহা খ) মনু মিয়া
গ) রফিক ঘ) সালাম

৩৪. ছয় দফা দিবস কবে?
ক) ২৩ ফেব্রুয়ারি খ) ৭ মার্চ
গ) ১৭ এপ্রিল ঘ) ৭ জুন

৩৫. বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফার ২য় দফাটি নিচের কোনটির সাথে সম্পর্কিত?
ক) বৈদেশিক বাণিজ্য খ) মুদ্রা বা অর্থ
গ) রাজস্ব কর ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার

৩৬. ঐতিহাসিক 'ছয় দফা দাবিতে' যে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল না-
ক) শাসনতান্ত্রিক কাঠামো খ) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা
গ) স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থা ঘ) বিচার ব্যবস্থা

৩৭. ১৯৬৬ সালের ৬ দফার ক'টি দফা অর্থনীতি বিষয়ক ছিল?
ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ৬টি

৩৮. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দুইটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থা চালুর দাবি ছয় দফার কোন দফাতে ছিল?
ক) ২য় খ) ৩য়
গ) ৪র্থ ঘ) ৫ম

উত্তরমালা

১	খ	২	খ	৩	ক	৪	ক	৫	খ	৬	ক	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	খ
১১	গ	১২	ক	১৩	ক	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	খ	২০	ক
২১	ক	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	ঘ	২৬	ক	২৭	ক	২৮	গ	২৯	খ	৩০	গ
৩১	ক	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	ঘ	৩৫	ঘ	৩৬	ঘ	৩৭	ক	৩৮	খ				

২১. ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) আতাউর রহমান খান খ) নুরুল আমিন
গ) খাজা নাজিমউদ্দীন ঘ) আবু হোসেন সরকার

২২. বাংলা একাডেমি মূল ভবনের নাম কী ছিল?
ক) বর্ধমান হাউজ খ) বাংলা ভবন
গ) আহসান মঞ্জিল ঘ) চামেলি হাউজ

২৩. ভাষা আন্দোলনের ফলে কোন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়েছিল?
ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় খ) বাংলা একাডেমি
গ) এশিয়াটিক সোসাইটি ঘ) নজরুল ইনস্টিটিউট

২৪. বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক কে?
ক) প্রফেসর আবদুল হাই খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ) কাজী মোতাহার হোসেন ঘ) ড. মযহারুল ইসলাম

২৫. বাংলা একাডেমি কত সালে হীরক জয়ন্তী উদযাপন করেছিল?
ক) ২০১২ সালে খ) ২০১৩ সালে
গ) ২০১৪ সালে ঘ) ২০১৫ সালে

২৬. বাংলা একাডেমির মূল মিলয়াতনটি কার নামে?
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) শামসুর রাহমান
গ) ভাষা শহীদ বরকত ঘ) আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ

২৭. 'নজরুল স্মৃতিকক্ষ' কোথায় নির্মাণ করা হয়েছে?
ক) বাংলা একাডেমিতে খ) চারুকলা ইনস্টিটিউটে
গ) কলাভবনে ঘ) ময়মনসিংহে

২৮. 'একুশে গ্রন্থমেলা'র আয়োজক সংস্থার নাম কী?
ক) শিল্পকলা একাডেমি খ) গ্রন্থগার অধিদপ্তর
গ) শিক্ষা অধিদপ্তর ঘ) বাংলা একাডেমি

২৯. কোন পত্রিকাটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত?
ক) লোকায়াত খ) উত্তরাধিকার
গ) নতুন দিগন্ত ঘ) সুন্দরম

৩০. বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ষাণ্মাসিক পত্রিকা কোনটি?
ক) বাংলা জার্নাল খ) কিশোর জার্নাল
গ) উত্তরাধিকার ঘ) ধানশালিকের দেশ

৩১. নিচের কোন পত্রিকাটি শিশু কিশোর পত্রিকা হিসেবে পরিচিত?
ক) নবারুণ খ) উন্মাদ
গ) অগত্যা ঘ) ধানশালিকের দেশ

৩২. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির রচয়িতা-
ক) শামসুর রাহমান খ) আলতাফ মাহমুদ
গ) হাসান হাফিজুর রহমান ঘ) আবদুল গফফার চৌধুরী

৩৩. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' রচনাটি–
ক) আবুল হাসানের একটি কবিতা ও গান
খ) সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী রচিত কবিতা পরে গান
গ) আল মাহমুদের একটি কবিতা
ঘ) আলতাফ মাহমুদ রচিত কবিতা ও গান

৩৪. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির প্রথম সুরকার কে?
ক) আবদুল লতিফ খ) আলতাফ মাহমুদ
গ) আজাদ রহমান ঘ) খন্দকার নুরুল আলম

৩৫. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি কোন সালে প্রথম গাওয়া হয়?
ক) ১৯৫১ খ) ১৯৫২
গ) ১৯৫৩ ঘ) ১৯৫৪

৩৬. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির বর্তমান সুরটির সরকার কে?
ক) আলতাফ মাহমুদ খ) আবদুল লতিফ
গ) আবদুল গফফার চৌধুরী ঘ) সমর দাস

৩৭. 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটির সুরকার কে?
ক) আব্দুল আহাদ খ) আব্দুল আলীম
গ) আলতাফ মাহমুদ ঘ) বুলবুল চৌধুরী

৩৮. 'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়'- গানটির রচয়িতা ও সুরকার কে?
ক) গফফার চৌধুরী খ) আবদুল করিম
গ) আবদুল লতিফ ঘ) লুৎফর রহমান

৩৯. 'সালাম সালাম হাজার সালাম' গানটির গায়ক কে?
ক) আব্দুল জব্বার খ) আবদুল হাদী
গ) মাহমুদুননবী ঘ) কুরশীদ আলম

৪০. কোন গ্রন্থটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল?
ক) একুশে ফেব্রুয়ারি
খ) পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি
গ) একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন
ঘ) রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস

৪১. 'একুশে ফেব্রুয়ারি' প্রথম সংকলনের সম্পাদক কে?
ক) হাসান আজিজুল হক খ) আহসান হাবীব
গ) আবুল হোসেন ঘ) হাসান হাফিজুর রহমান

৪২. বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?
ক) অগ্নিসাক্ষী খ) চিলেকোঠার সেপাই
গ) আরেক ফাল্গুন ঘ) অনেক সূর্যের

৪৩. ভাষা আন্দোলনভিত্তিক নাটক কোনটি?
ক) কবর খ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ) জপ্তিস ও বিবিধ বেলুন ঘ) ওরা কদম আলী

৪৪. পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র কবে প্রথম প্রবর্তিত হয়?
ক) ১৯৪৭ খ) ১৯৫২
গ) ১৯৫৪ ঘ) ১৯৫৬

৪৫. পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
ক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ খ) লিয়াকত আলী খান
গ) খাজা নাজিমুদ্দিন ঘ) ইস্কান্দার মির্জা

৪৬. ১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন?
ক) শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম খ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক
গ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন ঘ) কৃষি ও খাদ্য

৪৭. ঐতিহাসিক 'কাগমারী সম্মেলনে' নেতৃত্বদানকারী নেতার নাম কী?
ক) স্যার সলিমুল্লাহ খ) শহিদ তিতুমীর
গ) মওলানা ভাসানী ঘ) সোহরাওয়ার্দী

৪৮. কাগমারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়-
ক) রোজ গার্ডেনে খ) সিরাজগঞ্জে
গ) সন্তোষে ঘ) সুনামগঞ্জে

৪৯. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা কে?
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
গ) শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক
ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

৫০. প্রাক্তন-পাকিস্তানকে বিদায় জানাতে 'আসসালামু আলাইকুম' জানিয়েছিলেন কে?
ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
খ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
গ) শেখ মুজিবুর রহমান
ঘ) শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক

৫১. কোন সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হয়?
ক) ১৯৫৪ খ) ১৯৫৬
গ) ১৯৫৮ ঘ) ১৯৬৫

৫২. তৎকালনি পাকিস্তানের শিক্ষা আন্দোলন হয় কত সালে?
ক) ১৯৫৬ খ) ১৯৬২
গ) ১৯৬৬ ঘ) ১৯৬৮

৫৩. বাংলাদেশের শিক্ষা দিবস কোন তারিখে?
ক) ১২ মে খ) ১৭ সেপ্টেম্বর
গ) ১৮ জুন ঘ) ২১ আগস্ট

৫৪. 'তাসখন্দ চুক্তি' কখন স্বাক্ষরিত হয়?
ক) ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর
খ) ১৯৬৫ সালের ১০ ডিসেম্বর
গ) ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি
ঘ) ১৯৬৬ সালের ৩০ জানুয়ারি

৫৫. তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষরকারী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) জওহরলাল নেহেরু খ) লাল বাহাদুর শাস্ত্রী
গ) মোরারজি দেশাই ঘ) ইন্দিরা গান্ধী

৫৬. বাঙালির মুক্তির 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?
ক) ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪ খ) ২২ মার্চ, ১৯৫৮
গ) ২০ এপ্রিল, ১৯৬২ ঘ) ২৩ মার্চ, ১৯৬৬

৫৭. ছয়-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন-
ক) মওলানা ভাসানী খ) কমরেড মুজফফর আহমদ
গ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

উত্তরমালা

২১	গ	২২	ক	২৩	খ	২৪	ঘ	২৫	ঘ	২৬	ঘ	২৭	ক	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	ঘ
৩১	ঘ	৩২	ঘ	৩৩	খ	৩৪	ক	৩৫	ঘ	৩৬	ক	৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	ক	৪০	ক
৪১	ঘ	৪২	গ	৪৩	ক	৪৪	ঘ	৪৫	ঘ	৪৬	ক	৪৭	গ	৪৮	গ	৪৯	খ	৫০	খ
৫১	গ	৫২	খ	৫৩	খ	৫৪	গ	৫৫	খ	৫৬	ঘ	৫৭	গ						

১. ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি প্রথম শহীদ-
ক) রফিক খ) সালাম
গ) বরকত ঘ) জব্বার

২. ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদ আবুল বরকতের ডাক নাম কী ছিল?
ক) খোকা খ) আবাই
গ) আবু ঘ) আবুল

৩. ভাষা শহীদদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-
ক) আব্দুল সালাম খ) আবুল বরকত
গ) রফিক উদ্দিন ঘ) সকলেই

৪. ভাষার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের নাম উল্লেখ করুন-
ক) ইকবাল খ) আসাদ
গ) সালাম ঘ) নূর হোসেন

৫. কে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শহীদ নন?
ক) সালাম খ) জব্বার
গ) আসাদ ঘ) বরকত

৬. কে ভাষা শহীদ নন?
ক) নূর হোসেন খ) রফিক
গ) জব্বার ঘ) সালাম

৭. ১৯৫২ সনে ভাষা আন্দোলনে প্রথম শহীদ মিনার তৈরি হয় কবে?
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি
গ) ২৪ ফেব্রুয়ারি ঘ) ২৬ ফেব্রুয়ারি

৮. ঢাকায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার কে উন্মোচন করেন?
ক) শহীদ শফিউর রহমানের বাবা
খ) শহীদ জব্বারের বাবা
গ) শহীদ বরকতের মা
ঘ) শহীদ সালামের বাবা

৯. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের স্থপতি কে?
ক) হামিদুর রহমান খ) শামীম শিকদার
গ) আমিনুল ইসলাম ঘ) নিতুন কুণ্ডু

১০. কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের নকশা কোন শিল্পীর?
ক) শামীম সিকদার খ) হামিদুর রহমান
গ) জয়নুল আবেদীন ঘ) কামরুল হাসান

১১. নিচের কোন স্থান অন্য স্থান হতে আলাদা?
ক) মুজিবনগর খ) থিয়েটার রোড, কলকাতা
গ) রেসকোর্স ময়দান ঘ) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার

১২. দেশের সর্বোচ্চ (৭১ ফুট) শহীদ মিনারের নকশা কে করেন?
ক) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার
খ) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার
গ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার
ঘ) বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার

১৩. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের নকশা কে করেন?
ক) শিল্পী ফণিভূষণ খ) শিল্পী মুর্তজা বশীর
গ) শিল্পী নিতুন কুণ্ডু ঘ) শিল্পী মৃণাল হক

১৪. বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার স্থাপতি হয় কোন দেশে?
ক) অস্ট্রেলিয়া খ) যুক্তরাজ্য
গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) চীন

১৫. বাংলাদেশের বাইরে কোন মুসলিম দেশে সর্বপ্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়?
ক) বাহরাইনে খ) সংযুক্ত আরব আমিরাতে
গ) মিশরে ঘ) ওমানে

১৬. বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্যের নাম কি?
ক) ভাষার কথা খ) ভাষার স্বাধীনতা
গ) মোদের আশা ঘ) মোদের গর্ব

১৭. ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য কোনটি?
ক) অপরাজেয় বাংলা খ) অঙ্গীকার
গ) মোদের গর্ব ঘ) দুরন্ত

১৮. অমর একুশে ভাস্কর্যটি কোথায় অবস্থিত?
ক) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে খ) খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে
গ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘ) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

১৯. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিতত?
ক) ঢাকা খ) বেইজিং
গ) নিউইয়র্ক ঘ) প্যারিস

২০. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কোথায় অবস্থিত?
ক) সেগুন বাগিচায় খ) জাতিসংঘ ভবনে
গ) মতিঝিলে ঘ) বাংলা একাডেমি

২১. ১৯৫৪ সালের পূর্ব বাংলায় নির্বাচনের মূলমন্ত্র কী ছিল?
ক) স্বাধীনতা খ) ক্ষমতার পরিবর্তন
গ) পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ঘ) অর্থনৈতিক মুক্তি

২২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কোন দল জয়লাভ করে?
ক) মুসলিম লীগ খ) কংগ্রেস
গ) ন্যাপ ঘ) যুক্তফ্রন্ট

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	খ	৪	গ	৫	গ	৬	ক	৭	খ	৮	ক	৯	ক	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	খ	১৪	খ	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	ক	২০	ক
২১	গ	২২	ঘ																

১. কত সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে?
ক) ১৯৯৮ খ) ১৯৯৯
গ) ২০০০ ঘ) ২০০১

২. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস প্রথম বছরের কতটি দেশ পালন করেছে?
ক) ১৭৬ খ) ১৭৮
গ) ১৮৮ ঘ) ১৯০

৩. আন্তর্জাতিক মাতৃভাসা দিবস স্মরণে দেশের বাইরে বিশ্বের প্রথম স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয় অস্ট্রেলিয়ার কোন নগরীতে?
ক) ব্রিজবেন খ) পার্থ
গ) সিডনি ঘ) মেলবোর্ন

৪. কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা 'একুশে পদক-২০০৩' লাভ করে?
ক) UNICEF খ) LMF
গ) UNDP ঘ) UNESCO

৫. আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন হয় কবে?
ক) ১৫ মার্চ, ১৯৯৯ সালে খ) ১৫ মার্চ, ২০০০ সালে
গ) ১৫ মার্চ, ২০০১ সালে ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০০২ সালে

৬. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়নে কোন প্রতিষ্ঠানটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছে?
ক) শিল্পকলা একাডেমি খ) শিশু একাডেমি
গ) এমিয়াটিক সোসাইটি ঘ) বাংলা একাডেমি

৭. বাঙলা একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয় কখন?
ক) ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ) ৩ ডিসেম্বর, ১৯৫৫
গ) ২১ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৮. পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?
ক) ১৯৫২ সালে খ) ১৯৫৪ সালে
গ) ১৯৫৬ সালে ঘ) ১৯৫৭ সালে

৯. ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার কয়টি দফা ছিল?
ক) ১০ দফা খ) ১৬ দফা
গ) ২১ দফা ঘ) ২৬ দফা

১০. ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবির প্রথম দাবি কী ছিল?
ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
খ) পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ
গ) বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা
ঘ) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্বের উচ্চেদে সাধন

উত্তরমালা

১	গ	২	গ	৩	গ	৪	ঘ	৫	গ	৬	ঘ	৭	খ	৮	খ	৯	গ	১০	গ

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন? (৩৫তম বিসিএস)
ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ) জেনারেল এম.এ.জি ওসমানী
গ) কর্নেল শফিউল্লাহ ঘ) মেজর জিয়াউর রহমান

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? (৩৩তম, ২৯তম বিসিএস)
ক) শেখ মুজিবুর রহমান খ) জেনারেল আতাউল গণি ওসমানী
গ) তাজউদ্দীন আহমদ ঘ) ক্যাপটেন মনসুর আলী

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল? (২৯তম, ২৩তম, ২২তম, ২০তম, ১১তমও ১০ম বিসিএস)
ক) ৪টি খ) ৭টি
গ) ১১টি ঘ) ১৪টি

৪. মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) তিন নম্বর সেক্টর খ) দুই নম্বর সেক্টর
গ) চার নম্বর সেক্টর ঘ) এক নম্বর সেক্টর

৫. বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতিদানকারী দেশ কোনটি? (২৯তম বিসিএস)
ক) ভুটান খ) শ্রীলঙ্কা
গ) মিয়ানমার ঘ) রাশিয়া

৬. কোন আরব দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে? (২২তম, ১০ম বিসিএস)
ক) ইরাক খ) মিশর
গ) কুয়েত ঘ) জর্ডান

৭. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম- (১৭তম বিসিএস)
ক) ভারত খ) রাশিয়া
গ) ভুটান ঘ) নেপাল

৮. স্বাধীন বাংলাদেশকে কখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতিদান করে? (১৬তম বিসিএস)
ক) ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ খ) ২৪ জানুয়ারি, ১৯৭২
গ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ঘ) ৪ এপ্রিল, ১৯৭২

৯. মুক্তিযুদ্ধকালীন কোন তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়? (৩৬তম বিসিএস)
ক) ২৫ মার্চ ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

১০. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে? (২২তম বিসিএস)
ক) জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গণি ওসমানী
খ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
গ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

১১. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমপর্ণ করেন? (২০তম বিসিএস)
ক) রমনা পার্কে খ) পল্টন ময়দানে
গ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঘ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

১২. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম ইউরোপীয় দেশ কোনটি? (৩৬ তম বিসিএস)
ক) যুক্তরাজ্য খ) পূর্ব জার্মানি
গ) স্পেন ঘ) গ্রিস

১৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন? (২৭ তম বিসিএস)
ক) ৭ জন খ) ৬৭ জন
গ) ১৭৫ জন ঘ) ৪২৪ জন

১৪. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়? (২৭তম বিসিএস)
ক) ৫ জন খ) ৭ জন
গ) ২ জন ঘ) ৬ জন

১৫. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কতজনকে বীর উত্তম উপাধিতে ভূষিত করা হয়? (২৪তম, ২০তম বিসিএস)
ক) ২৫৭ জন খ) ১৬৩ জন
গ) ৪৪ জন ঘ) ৬৯ জন (বর্তমান- ৬৭ জন)

১৬. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীরের কবর– (২৪তম বিসিএস)
ক) নাটোর খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

১৭. মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব দেয়া হয়? (১৮তম, ১৩তম বিসিএস)
ক) ৯জন খ) ৭জন
গ) ৮জন ঘ) ১০জন

১৮. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবি কি ছিল? (১৪তম, ১৩তম বিসিএস)
ক) সিপাহী খ) ল্যান্স নায়েক
গ) হাবিলদার ঘ) ক্যাপ্টেন

উত্তরমালা

১	ক	২	খ	৩	গ	৪	খ	৫	ক	৬	ক	৭	ক	৮	ঘ	৯	গ	১০	খ
১১	গ	১২	খ	১৩	ঘ	১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	খ	১৭	খ	১৮	ক				

১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর কোন সেক্টরের আওতাধীন ছিল?
ক) ৬নং খ) ৭নং
গ) ৮নং ঘ) ৯নং

২. মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) ১নং সেক্টর খ) ২নং সেক্টর
গ) ৩নং সেক্টর ঘ) ৪নং সেক্টর

৩. সিলেট ও মৌলভীবাজার জেলার কিছু অংশ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের যে সেক্টরটি গঠিত হয়:
ক) ৫নং খ) ৪নং
গ) ৩নং ঘ) ২নং

৪. মীর শওকত আলী মুক্তিযুদ্ধের কত নম্বর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন?
ক) ৫ খ) ১০
গ) ২ ঘ) ৭

৫. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?
ক) বিটলস খ) বি-গিস
গ) পিঙ্ক ফ্লয়েড ঘ) ডিপ পারপল

৬. রবি শংকর একজন বিখ্যাত-
ক) সেতারবাদক খ) গায়ক
গ) স্বরোদবাদ ঘ) বেহালাবাদক

৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত ফাদার মারিওভেরেনজি ছিলেন-
ক) অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক খ) ফ্রান্সের নাগরিক
গ) ব্রিটিশ নাগরিক ঘ) ইতালির নাগরিক

৮. ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মূলে যে প্রেরণা ছিল তা কোনটি?
ক) বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ খ) বাঙালি জাতীয়তাবাদ
গ) পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ ঘ) সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ

৯. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ বুদ্ধিজীবী কে?
ক) অধ্যাপক নীলিমা ইব্রাহীম খ) মুনীর চৌধুরী
গ) অধ্যাপক শামসুজ্জোহা ঘ) জাহানারা ইমাম

১০. পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে শহীদ দার্শনিকের নাম-
ক) ড.জি সি দেব খ) মুনীর চৌধুরী
গ) রাশিদুল হাসান ঘ) বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

১১. ভুটান কত তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
ক) ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ) ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ) ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ) ১৩ জানুয়ারি ১৯৭২

১২. বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী দ্বিতীয় দেশের নাম কী?
ক) ভুটান খ) নেপাল
গ) ভারত ঘ) রাশিয়া

১৩. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ কোনটি?
ক) বুলগেরিয়া খ) পোল্যান্ড
গ) চীন ঘ) ব্রিটেন

১৪. কার সমাধি বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় অবস্থিত?
ক) বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
খ) বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল
গ) বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন
ঘ) বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান

১৫. সর্বকনিষ্ঠ খেতাব প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা-
ক) হামিদুর রহমান খ) নূর মোহাম্মদ শেখ
গ) মতিউর রহমান ঘ) শহিদুল ইসলাম লালু

১৬. দেশের একমাত্র আদিবাসী বীরবিক্রমের নাম কি?
ক) আশুতোষ চাকমা খ) অংশু মারমা
গ) মং প্রু ঘ) ইউ কে চিং

১৭. কোন নারী মুক্তিযোদ্ধা সর্বপ্রথম বীরপ্রতীক খেতাব পান?
ক) তারামন বিবি খ) ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম
গ) বেগম সুফিয়া কামাল ঘ) জাহানারা ইমাম

১৮. মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন ও আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বসূচক খেতাব নিচের কোন তারিখে দেয়া হয়?
ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩ খ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২
গ) ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৩ ঘ) ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২

১৯. নিচের কোনটি সুফিয়া কামাল লিখেছেন?
ক) নূরজাহান খ) একাত্তরের কথা
গ) রাজকুমারী ঘ) একাত্তরের ডায়েরী

২০. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র 'লিবারেশন ফাইটার্স'-এর পরিচালক কে?
ক) জহির রায়হান খ) তারেক মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ
গ) আলমগীর কবির ঘ) ব্রায়ান টাগ

২১. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র 'গেরিলা' এর পরিচালক কে?
ক) নাসিরউদ্দিন ইউসুফ খ) শহীদুল ইসলাম
গ) হুমায়ূন আহমেদ ঘ) চাষী নজরুল ইসলাম

২২. "Bangladesh: A legacy of Blood"-এর লেখক-
ক) মার্ক টেইলর খ) মার্ক টোয়াইন
গ) অ্যান্থনি মাসকারেনহাস ঘ) এদের কেহ না

২৩. 'জয় বাংলা বালার জয়' গানটির গীতিকার কে?
ক) আনোর পারভেজ খ) আব্দুল গাফফার চৌধুরী
গ) বেগম সুফিয়া কামাল ঘ) গাজী মাজহারুল আনোয়ার

২৪. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের উপর ভিত্তি করে যে ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে তার নাম কি?
ক) অস্তিত্বে আমার দেশ খ) ওরা এগার জন
গ) জন্মভূমি ঘ) আলোর মিছিল

২৫. নিচের কোন বিদেশী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ প্রণোদনামূলক সাহিত্য রচনা করেছেন?
ক) চিনুয়া আচেবি খ) অ্যালেন গিন্সবার্গ
গ) জন লেলন ঘ) কার্পেন্তিয়ার

২৬. মুক্তিযুদ্ধের উপর রচিত কবিতা 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'-এর রচয়িতা কে?
ক) খলিল জিবরান খ) রবার্ট ফ্রস্ট
গ) ওয়াল্ট হোয়াইটম্যান ঘ) অ্যালেন গিনসবার্গ

২৭. কোনটি মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস?
ক) ৭১ এর দিনগুলি খ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
গ) আগুনের পরশমণি ঘ) চিলে কোঠার সেপাই

২৮. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন?
ক) মেজর জিয়া খ) কর্নেল শফিউল্লাহ
গ) নুরুদ্দিন খান ঘ) এমএজি ওসমানী

২৯. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম. এ. জি ওসমানীর বাড়ী কোন জেলায় ছিল?
ক) বরিশাল খ) সিলেট
গ) চট্টগ্রাম ঘ) দিনাজপুর

৩০. মুক্তিযুদ্ধে উপ-সর্বাধিনায়ক কে ছিলেন?
ক) জিয়াউর রহমান খ) এ কে খন্দকার
গ) আবদুর রব ঘ) খালেদ মোশাররফ

৩১. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
ক) তাজউদ্দীন আহমদ খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) কমরেড মনি সিংহ ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৩২. স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র প্রথম কোথায় থেকে প্রচার শুরু করে?
ক) কুষ্টিয়া খ) মেহেরপুর
গ) বেনাপোল ঘ) কালুরঘাট

৩৩. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
ক) ৯টি খ) ১০টি
গ) ১১টি ঘ) ১২টি

৩৪. নিম্নের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) রাজশাহী ঘ) সিলেট

৩৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) তিন নম্বর সেক্টর খ) দুই নম্বর সেক্টর
গ) চার নাম্বর সেক্টর ঘ) এক নম্বর সেক্টর

৩৬. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মুজিবনগর' কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক) ২ নং সেক্টর খ) ৮ নং সেক্টর
গ) ১০ নং সেক্টর ঘ) ১১ নং সেক্টর

৩৭. মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী কত নম্বর সেক্টরে অন্তর্ভূক্ত ছেল?
ক) ১১ খ) ৫
গ) ৭ ঘ) ৯

৩৮. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-পথ কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) ৩ নং খ) ৭ নং
গ) ১০ নং ঘ) ১১ নং

৩৯. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টর কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত হয়েছিল?
ক) ১১ নং সেক্টর খ) ১ নং সেক্টর
গ) ১০ নং সেক্টর ঘ) ৯ নং সেক্টর

৪০. --- was not a sector commander in the war of Independence in 1971?
ক) Major C.R. Datta খ) Major M.A Monjor
গ) Major Hafiz ঘ) Wing Commander Basher

৪১. সেক্টর-৩ এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন-
ক) মেজর এন.এম. নুরুজ্জামান খ) মেজর শওকত আলী
গ) মেজর কাজী নুরুজ্জামান ঘ) মেজর এম এ জলিল

৪২. মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিগেড আকারে মোট কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৪৩. ১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা-
ক) মুক্তিবাহিনী খ) পাকিস্তানি সেনা
গ) ভারতীয় সেনা ঘ) ইন্দো-বাংলা যৌথবাহিনী

৪৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জেড ফোর্স ব্রিগেডের প্রধান কে ছিলেন?
ক) আতাউল গণি ওসমানী খ) কে. এম শফিউল্লাহ
গ) জিয়াউর রহমান ঘ) খালেদ মোশাররফ

৪৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সর্বমোট কতজনকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করা হয়?
ক) ৬৮ জন খ) ১৭৫ জন
গ) ৪২৬ জন ঘ) ৬৭২ জন

৪৬. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবসহ অন্যান্য খেতাবগুলো-
ক) বীর উত্তম খ) বীর বিক্রম
গ) বীর প্রতীক ঘ) বর্ণিত সবকয়টি

৪৭. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বীরত্ব খেতাব-
ক) বীর শ্রেষ্ঠ খ) বীর প্রতীক
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর বিক্রম

৪৮. বাংলাদেশের বীরত্বসূচক উপাধিগুলোর মধ্যে কোনটির স্থান মর্যদার দিক থেকে দ্বিতীয়?
ক) বীর বিক্রম খ) বীর শ্রেষ্ঠ
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর প্রতীক

৪৯. বীরশ্রেষ্ঠ পদক প্রাপ্তদের সংখ্যা কত?
ক) সাত খ) আট
গ) ছয় ঘ) পাঁচ

৫০. বাংলাদেশের বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশেষ্ঠ' খেতাব দেওয়া হয়?
ক) ৯ জন খ) ৭ জন
গ) ৮ জন ঘ) ১০ জন

৫১. মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত নারী মুক্তিযোদ্ধা কে?
ক) বেগম সুফিয়া কামাল খ) সেতারা বেগম
গ) আঞ্জুমান আরা ঘ) ড. নীলিমা ইব্রাহিম

৫২. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে কত জন 'বীর বিক্রম' উপাধি লাভ করেছিলেন?
ক) ১০০ জন খ) ১২৫ জন
গ) ১৫০ জন ঘ) ১৭৪ জন

৫৩. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন?
ক) ৭ জন খ) ৬৮ জন
গ) ১৭৫ জন ঘ) ৪২৪ জন

৫৪. এদের মধ্যে কে বীরশ্রেষ্ঠ?
ক) কামাল উদ্দীন খ) মুন্সী আ. ওহিম
গ) নূরুল ইসলাম ঘ) মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর

৫৫. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবী কী ছিল?
ক) সিপাহী খ) ল্যান্স নায়েক
গ) লেফটেন্যান্ট ঘ) ক্যাপ্টেন

৫৬. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় কাজ করতেন?
ক) সেনাবাহিনী খ) নৌবাহিনী
গ) বিমানবাহিনী ঘ) ইপিআর

৫৭. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন ছিলেন-
ক) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট খ) ক্যাপ্টেন
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার

৫৮. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীরের পদবি কী ছিল?
ক) সিপাহী খ) মেজর
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) ক্যাপ্টেন

৫৯. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) রাজশাহী খ) ফরিদপুর
গ) বগুড়া ঘ) বরিশাল

৬০. বীরশেষ্ঠ মোস্তাফা কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) সিলেট জেলায় খ) ঢাকা জেলায়
গ) রংপুর জেলায় ঘ) ভোলা জেলায়

৬১. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন-
ক) মোস্তফা কামাল খ) রুহুল আমীন
গ) মুন্সী আব্দুর রউফ ঘ) মতিউর রহমান

৬২. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর এই জেলায়-
ক) নাটোর খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

৬৩. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের কবর কোথায় অবস্থিত?
ক) সোনা মসজিদ খ) সোনারগাঁ
গ) আগারগাঁও ঘ) কুসুম্বা

৬৪. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে?
ক সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মহিউর রহমান
গ) সিপাহী হামিদুর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

৬৫. বীরশ্রেষ্ট হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ কোথায় সমাহিত করা হয়?
ক) বনানী কবরস্থানে খ) আজিমপুর কবরস্থানে
গ) মোহাম্মদপুর কবরস্থানে ঘ) মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে

৬৬. কোন বীরশ্রেষ্ঠের সমাধিস্থল পাকিস্তানের করাচীতে ছিল?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল খ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
গ) সিপাহী হামিদুর রহমান ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

৬৭. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমানের বাড়ি কোথায়?
ক) ঢাকা খ) গাজীপুর
গ) ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘ) কিশোরগঞ্জ

৬৮. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ভারত খ) পাকিস্তান
গ) মিয়ানমার ঘ) শ্রীলংকা

৬৯. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে কবে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ২৪ জুন, ২০০৬ খ) ২৫ জুন, ২০০৬
গ) ২৩ জুন, ২০০৬ ঘ) ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৭০. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের উপর ভিত্তি করে যে ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে তার নাম কী?
ক) অস্তিত্বে আমার দেশ খ) ওরা এগার জন
গ) জন্মভূমি ঘ) আলোর মিছিল

৭১. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতীক উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
ক) ৫জন খ) ৭ জন
গ) ২ জন ঘ) ৬ জন

৭২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' খেতাব লাভকারী একমাত্র বিদেশীর নাগরিক ছিল?
ক) ব্রিটিশ খ) ফরাসি
গ) ডাচ ঘ) ক্যানাডিয়ান

৭৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক ওডারল্যান্ড কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) জার্মানি খ) হল্যান্ড
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) নিউজিল্যান্ড

৭৪. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক কোন দেশের?
ক) ভারতের খ) রশিয়ার
গ) অস্ট্রেলিয়ার ঘ) পোলের

৭৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক-
ক) সাইমন ড্রিং খ) উইলিয়াম ডালরিম্পল
গ) ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড ঘ) আর্চার ব্লাড

৭৬. তারামন বিবি কে?
ক) গ্রামীণ ব্যাংকের একজন পরিচালক
খ) একজন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা
গ) জারিগান গায়িকা
ঘ) নাটকের একটি চরিত্র

৭৭. মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত দুই জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা কে কে?
ক) বেগম সুফিয়া কামাল
খ) ডাঃ সেতারা বেগম ও তারামন বিবি
গ) আঞ্জুমান আরা ও কানিজ ফাতেমা
ঘ) সুলতান কবীর ও সালমা খান

উত্তরমালা

১	গ	২	খ	৩	খ	৪	ক	৫	ক	৬	ক	৭	ঘ	৮	খ	৯	খ	১০	ক
১১	খ	১২	গ	১৩	খ	১৪	ক	১৫	ঘ	১৬	ঘ	১৭	খ	১৮	গ	১৯	ঘ	২০	গ
২১	ক	২২	গ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	ঘ	২৭	গ	২৮	ঘ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	ঘ	৩৩	গ	৩৪	খ	৩৫	খ	৩৬	খ	৩৭	গ	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	গ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	ঘ	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	ক	৫০	খ
৫১	খ	৫২	ঘ	৫৩	ঘ	৫৪	ঘ	৫৫	ক	৫৬	খ	৫৭	ঘ	৫৮	ঘ	৫৯	ঘ	৬০	ঘ
৬১	গ	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	গ	৬৫	ঘ	৬৬	খ	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	ক	৭০	ক
৭১	গ	৭২	গ	৭৩	খ	৭৪	গ	৭৫	গ	৭৬	খ	৭৭	খ						

২১. দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম (The Blood Telegram) গ্রন্থটির লেখক- *(৩৫তম বিসিএস)*
ক) রিচার্ড সেশন খ) মার্কাস ফ্রান্ডা
গ) গ্যারি জে ব্যাস ঘ) পল ওয়ালেচ

২২. 'সব কটা জানালা খুলে দাও না'-এর গীতিকার কে? *(১৬তম বিসিএস)*
ক) মরহুম আলতাফ মাহমুদ
খ) মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু
গ) ড. মনিরুজ্জামান
ঘ) মরহুম ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল

২৩. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌপথ কত নম্বর সেক্টরের অধীন ছিল?
ক) ৯নং সেক্টর খ) ৪নং সেক্টর
গ) ১০নং সেক্টর ঘ) ১১নং সেক্টর

২৪. অপারেশন জ্যাকপট হলো-
ক) স্থল অভিযান খ) বিমান অভিযান
গ) নৌ অভিযান ঘ) স্থল ও বিমান উভয় অভিযান

২৫. গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়-
ক) ২৩ মার্চ ১৯৭২ খ) ২৩ এপ্রিল ১৯৭২
গ) ২৩ মে ১৯৭২ ঘ) ২৪ জুন ১৯৭২

২৬. মুক্তিযুদ্ধের কোন সেক্টরে কোনো নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না?
ক) ৭নং সেক্টর খ) ১০ নং সেক্টর
গ) ৩নং সেক্টর ঘ) ১নং সেক্টর

২৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম কত নম্বর সেক্টরের আওতায় ছিল?
ক) ১নং সেক্টর খ) ১১ নং সেক্টর
গ) ৯নং সেক্টর ঘ) ৩নং সেক্টর

২৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কোন সেক্টরটি কেবল নৌ কমান্ডো দ্বারা গঠিত হয়েছিল?
ক) ৯নং সেক্টর খ) ১০নং সেক্টর
গ) ১১নং সেক্টর ঘ) ১২নং সেক্টর

২৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর নিচের কত নং সেক্টরে ছিল?
ক) ৭ খ) ৮
গ) ৯ ঘ) ১০

৩০. 'Concert for Bangladesh' কে আয়োজন করেন?
ক) জর্জ উইলিয়াম খ) জর্জ হ্যারিসন
গ) আলাউদ্দিন ঘ) কেউনা

৩১. কোন বিখ্যাত গায়ক ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের জন্য গান গেয়েছিলেন-
ক) Machall Jackson খ) Elvis prisley
গ) John lenon ঘ) George Harrison

৩২. কোন বিদেশী সাংবাদিক ১৯৭১ সারে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন?
ক) হেজেল হাস্ব খ) মার্ক টালি
গ) সাইমন ড্রিং ঘ) অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

৩৩. বাংলাদেশ কত সালে জতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেন?
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৪
গ) ১৯৭৫ ঘ) ১৯৭৬

৩৪. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতিসংঘের মহাসচিব কে ছিলেন?
ক) কফি আনান খ) উথান্ট
গ) দ্যাগ হ্যামারশোল্ড ঘ) ভুট্রোসঘালি

৩৫. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো দিয়েছিল কোন দেশ?
ক) ফ্রান্স খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) চীন ঘ) ব্রিটেন

৩৬. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানি জেনারেল ঢাকা রেসকোর্সে মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে?
ক) জেনারেল টিক্কা খান খ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান
গ) জেনারেল আবদুল হামিদ ঘ) জেনারেল নিয়াজী

৩৭. মধ্যপ্রাচ্যের কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
ক) মিশর খ) জর্দান
গ) ইরাক ঘ) কুয়েত

৩৮. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম ইউরোপীয় রাষ্ট্র-
ক) জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র খ) পোল্যান্ড
গ) ইতালি ঘ) ফ্রান্স

৩৯. বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আফ্রিকান দেশ কোনটি?
ক) সুদান খ) মরক্কো
গ) কঙ্গো ঘ) সেনেগাল

৪০. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কবে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন?
ক) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ খ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
গ) ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ ঘ) ৭ মার্চ ১৯৭২

৪১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় সর্বপ্রথম কোন এলাকা মুক্ত হয়?
ক) কুষ্টিয়া খ) যশোর ও সিলেট
গ) রংপুর ও দিনাজপুর ঘ) ময়মনসিংহ

৪২. ১৯৭১ ইং সনের ১৬ ডিসেম্বর বাংলা কত সন?
ক) ১৩৭৬ খ) ১৩৭৭
গ) ১৩৭৮ ঘ) ১৩৭৯

৪৩. উপসাগরীর দেশগুলোর মধ্যে কোন দেশ সর্বপ্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়?
ক) কাতার খ) সংযুক্ত আরব আমিরাত
গ) কুয়েত ঘ) আবুধাবী

৪৪. গণচীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়-
ক) ১৯৭৪ সালে খ) ১৯৭৫ সালে
গ) ১৯৭৬ সালে ঘ) ১৯৭৭ সালে

৪৫. ১৯৭১ সালে প্রথম কোন কূটনীতিক বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন?
ক) কে.এম. শাহাবুদ্দিন খ) এস কে নবী
গ) মোঃ মহিউদ্দিন খান ঘ) এম হোসেন আলী

৪৬. মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানসূচক সর্বোচ্চ খেতাব কি?
ক) বীরবিক্রম খ) বীরশ্রেষ্ঠ
গ) বীরপ্রতীক ঘ) বীরউত্তম

৪৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কতজনকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করা হয়?
ক)৬৭২ জন খ) ৬৮ জন
গ) ১৭৫জন ঘ) ৪২৬জন

৪৮. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র বিদেশী বীর প্রতীকের নাম-
ক) জর্জ হ্যারিসন খ) ক্লিন রিচার্ড
গ) জন স্টোনহাউজ ঘ) ডব্লিউ এস ওডারল্যান্ড

৪৯. বীরশ্রেষ্ঠ মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর-এর পদবি কি ছিল?
ক) লেফটেন্যান্ট খ) ক্যাপ্টেন
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) সিপাহি

৫০. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ-এর পদবি কি ছিল?
ক) ক্যাপ্টেন খ) লেফটেন্যান্ট
গ) ল্যান্স নায়েক ঘ) সিপাহি

৫১. বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) সিলেট খ) ঢাকা
গ) রংপুর ঘ) ভোলা

৫২. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় কাজ/চাকরি করতেন?
ক) বিমানবাহিনী খ) নৌ-বাহিনী
গ) সেনাবাহিনী ঘ) কোনো বাহিনীতে নয়

৫৩. মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত দুই জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা কে কে?
ক) বেগম সুফিয়া কামাল
খ) ডা. সিতারা বেগম ও তারামন বিবি
গ) আঞ্জুমান আরা ও কানিজ ফাতিমা
ঘ) সুলতানা কবীর ও সালমা খান

৫৪. 'Stop Genocide' প্রামাণ্য চিত্রটি নির্মাণ করেন কে?
ক) চাষী নজরুল ইসলাম খ) ফেরদৌস হায়দার
গ) জহির রায়হান ঘ) তারেক মাসুদ

৫৫. 'মুক্তির গান' চলচ্চিত্রটি কে পরিচালনা করেছেন?
ক) জহির রায়হান খ) আলমগীর কবির
গ) গীতা মেহতা ঘ) তারেক মাসুদ

৫৬. 'জীবন থেকে নেয়া' চলচ্চিত্রটির পরিচালক ছিলেন-
ক) চাষী নজরুল ইসলাম খ) খান আতাউর রহমান
গ) জহির রায়হান ঘ) সুভাষ দত্ত

৫৭. পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ওরা ১১ জন'-এর পরিচালক কে?
ক) জহির রায়হান খ) খান আতাউর রহমান
গ) চাষী নজরুল ইসলাম ঘ) আলমগীর কুমকুম

৫৮. মুক্তিযুদ্ধের একটি নাটক-
ক) আমি বিজয় দেখেছি খ) একাত্তরের দিনগুলো
গ) কী চাহ শঙ্খচিল ঘ) তরঙ্গভঙ্গ

৫৯. বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল তাহেরকে ফাঁসি দেয়া হয় কোথায়?
ক) ঢাকা সেনানিবাসে খ) চট্টগ্রাম সেনানিবাসে
গ) কুমিল্লা জেলে ঘ) ঢাকা জেলে

৬০. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কোন সালে গঠিত হয়?
ক) ১৯৯৯ খ) ২০০০
গ) ১৯৯৮ ঘ) ২০০১

৬১. মুজিবনগর সরকারের ডাকটিকিটের ডিজাইনার কে ছিলেন?
ক) আতাউল করিম খ) বিমান মল্লিক
গ) কামরুল হাসান ঘ) আব্দুল্লাহ খালিদ

৬২. ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী যে সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল-
ক) ৪ খ) ৫
গ) ৬ ঘ) ৭

৬৩. সেক্টর নং ৩-এর সেক্টর কমান্ডার ছিলেন
ক) মেজর এন এম নুরুজ্জামান খ) মেজর শওকত আলী
গ) মেজর কাজী নুরুজ্জামন ঘ) মেজর এম এ জলিল

উত্তরমালা

২১	গ	২২	খ	২৩	গ	২৪	গ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	ক	২৮	খ	২৯	খ	৩০	খ
৩১	ঘ	৩২	গ	৩৩	খ	৩৪	খ	৩৫	গ	৩৬	ঘ	৩৭	গ	৩৮	ক	৩৯	ঘ	৪০	খ
৪১	খ	৪২	গ	৪৩	গ	৪৪	খ	৪৫	ঘ	৪৬	খ	৪৭	ক	৪৮	ঘ	৪৯	খ	৫০	গ
৫১	ঘ	৫২	খ	৫৩	খ	৫৪	গ	৫৫	ঘ	৫৬	গ	৫৭	গ	৫৮	গ	৫৯	ঘ	৬০	ঘ
৬১	খ	৬২	ঘ	৬৩	ক														

১. কাঁকন বিবি কে?
ক) নারী উদ্যোক্তা খ) এনজিও নেত্রী
গ) লেখিকা ঘ) মুক্তিযোদ্ধা

২. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মাদার মারিও ভেরেনজি ছিলেন-
ক) অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক খ) ফ্রান্সের নাগরিক
গ) ব্রিটিশ নাগরিক ঘ) ইতালির নাগরিক

৩. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে একজন বিখ্যাত দার্শনিক শহীদ হন, তার নাম কী?
ক) জি. সি. দেব খ) শহীদুল্লাহ কায়সার
গ) জাহির রায়হান ঘ) শংকরাচার্য

৪. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কোন নির্দিষ্ট তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়?
ক) ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ খ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭১

৫. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রথম শত্রুমুক্ত জেলার নাম-
ক) রাজশাহী খ) যশোর
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

৬. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কোন নির্দিষ্ট তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়?
ক) ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ ঘ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১

৭. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারত মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করে কোন তারিখে?
ক) ৬ ডিসেম্বর খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৬ ডিসেম্বর ঘ) ১৪ ডিসেম্বর

৮. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানী জেনারেল ঢাকা রেসকোর্সে মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন?
ক) জেনারেল টিক্কা খান খ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান
গ) জেনারেল আবদুল হামিদ ঘ) জেনারেল নিয়াজী

৯. ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব কে করেছিলেন?
ক) কর্নেল এম এ জি ওসমানী খ) জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ) মেজর জলিল ঘ) কাদের সিদ্দিকী

১০. মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের দিন আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন কে?
ক) জেনারেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী
খ) এয়ার কমোডর এ.কে. খন্দকার
গ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

১১. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব কে করেছিলেন?
ক) কর্নেল এম এ জি ওসমানী
খ) লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ) কাদের সিদ্দিকী
ঘ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

১২. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমর্পণ করেন?
ক) রমনা পার্কে খ) পল্টন ময়দানে
গ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঘ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

১৩. জেনারেল নিয়াজী কোথায় আত্মসমর্পন করেন?
ক) লালবাগে খ) পল্টন ময়দানে
গ) ওসমানী উদ্রানে ঘ) সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে

১৪. The famous musician who sung for our liberation war n 1971 was-
ক) Michael Jackson খ) Elvis Prisley
গ) John Lenon ঘ) George Harrison

১৫. ১৯৭১ সালে জর্জ হ্যারিসন কার আহবানে বাংলাদেশ কনসার্টে যোগ দেন?
ক) Anthony Mascarenhas খ) Peter Shore
গ) DP Dhar ঘ) Ravi Shankar

১৬. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য কনসার্ট-খ্যাত জর্জ হ্যারিসন কোন বাদক দলের সদস্য?
ক) বিটলস খ) বি-গিস
গ) পিঙ্ক ফ্লয়েড ঘ) ডিপ পারপল

১৭. ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'- এর প্রধান শিল্পী-
ক) রুনা লায়লা খ) বাপ্পী লাহিড়ী
গ) মার্ক এন্থনি ঘ) জর্জ হ্যারিসন

১৮. রবি শংকর একজন বিখ্যাত-
ক) সেতার বাদক খ) গায়ক
গ) স্বরোবাদক ঘ) বেহালা বাদক

১৯. জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদানকারী রাষ্ট্র-
ক) ফ্রান্স খ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
গ) চীন ঘ) ব্রিটেন

২০. বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় কত সালে?
ক) ১৯৭২ খ) ১৯৭৫
গ) ১৯৮৬ ঘ) ২০০০

২১. জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন?
ক) বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত খ) বিচারপতি স্যার চৌধুরী উল্লাহ খান
গ) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ঘ) কফি আনান

২২. জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে প্রথম বাংলাদেশী সভাপতি কে?
ক) বি এ সিদ্দিকী খ) খাজা ওয়াসিউদ্দিন
গ) হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ঘ) শমসের মবিন চৌধুরী

২৩. বাংলাদেশ কতবার স্বস্তি পরিষরেদ সদস্য পদ লাভ করে?
ক) ২ বার খ) ৩ বার
গ) ১ বার গ) ৪ বার

২৪. বাংলাদেশ নিম্নে উল্লেখিত কোন সময়ের জন্য জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিল?
ক) ১৯৭৮-৭৯ খ) ১৯৭৯-৮০
গ) ১৯৮০-৮১ ঘ) ১৯৮১-৮২

২৫. জাতিসংঘে সর্বপ্রথম কোন রাষ্ট্রনায়ক বাংলা ভাষা প্রদান করেন?
ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ) জনাব হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ
ঘ) বেগম খালেদা জিয়া

২৬. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের কোথায় বাংলা ভাষা প্রদান করেন?
ক) স্বস্তি পরিষদ খ) সাধারণ পরিষদে
গ) ইকোসোকে ঘ) ইউনেস্কোতে

২৭. যে কারণে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিশ্বে সুনাম অর্জন করেছে-
ক) সামরিক অভ্যুত্থান খ) আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা কার্যক্রম
গ) স্থলমাইন উদ্ধার ঘ) মানবকল্যাণ কার্যক্রম

২৮. জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অবস্থান-
ক) ২য় খ) ৭ম
গ) ৩য় ঘ) ১ম

২৯. যে সন থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে
ক) ১৯৮৫ খ) ১৯৮৬
গ) ১৯৮৭ ঘ) ১৯৮৮

৩০. জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বর্তমানে কয়টি দেশে কর্মরত আছে?
ক) ২৭ খ) ১১
গ) ২১ ঘ) ১৭

৩১. বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫জন সদস্য কোথায় বিমান দুর্ঘটনায় শহীদ হন?
ক) দক্ষিণ আফ্রিকায় খ) বেনিনে
গ) বাহরাইনে ঘ) লন্ডনে

৩২. যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কোন দেশে বাংলাদেশী সৈন্যদের পাঠানো হয়েছিল?
ক) কুয়েত খ) সৌদি আরব
গ) কাতার ঘ) আফগানিস্তান

৩৩. জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে প্রথম কে বাংলাদেশ সফর করেন?
ক) কুর্ট ওয়াল্ডহেইম খ) পেরেজ দ্য কুয়েলার
গ) কফি আনান ঘ) বান কি মুন

৩৪. জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান বাংলাদেশ সফল করেন-
ক) ২০০০ সালে খ) ২০০১ সালে
গ) ২০০২ সালে ঘ) ২০০৩ সালে

৩৫. জাতিসংঘের মহাসচিব বান কী মুন যে তারিখে বাংলাদেশে আগমন করেন-
ক) ২৮ অক্টোবর ২০০৮ খ) ২৯ অক্টোবর ২০০৮
গ) ৩১ অক্টোবর ২০০৮ ঘ) ১ নভেম্বর ২০০৮

৩৬. কোন বিদেশী সাংবাদিক ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি বর্বরতার খবর সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বে প্রকাশ করেন?
ক) হেজেল হাস্ব খ) মার্ক টালি
গ) সাইমন ড্রিং ঘ) অ্যান্থনি মাসকারেনহাস

৩৭. ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে দুই লক্ষাধিক ভারতীয় সেনা (মিত্র বাহিনী) আমাদের মুক্তি বাহিনীর সাথে বাংলাদেশের প্রবেশ করে। উক্ত ভারতীয় সেনা কত দিন বাংলাদেশে অবস্থান করেছিল?
ক) প্রায় এক বছর খ) প্রায় নয় মাস
গ) প্রায় ছয় মাস ঘ) প্রায় তিন মাস

৩৮. ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কত সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গণআদালত অনুষ্ঠিত হয়েছিল?
ক) ১৯৯০ সালে খ) ১৯৯২ সালে
গ) ১৯৯৬ সালে ঘ) ১৯৯৯ সালে

৩৯. বাংলাদেশ প্রথম কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ওআইসি খ) এফএও
গ) কমনওয়েলথ ঘ) ন্যাম

৪০. বাংলাদেশ কোন বছর কমনওয়েলথ এর সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ১৯৭৫ খ) ১৯৭৪
গ) ১৯৭৩ ঘ) ১৯৭২

৪১. বাংলাদেশ কমনওয়েলথ সদস্যপদ লাভ করে-
ক) ১৮ এপ্রিল, ১৯৭২ খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ) ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ ঘ) ২৫ মার্চ, ১৯৮২

৪২. বাংলাদেশ কোন বছর আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ১৯৯৩ খ) ১৯৭২
গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭৭

৪৩. কোন তারিখে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সদস্যপদ লাভ করে?
খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ খ) ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
গ) ১৪ নভেম্বর, ১৯৭৩ ঘ) ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭২

৪৪. বাংলাদেশ কত সালে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (OIC)- এর সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ১৯৭২ সালে খ) ১৯৭৩ সালে
গ) ১৯৭৪ সালে ঘ) ১৯৭৫ সালে

৪৫. বাংলাদেশ কোন সনে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) সদস্য হয়?
ক) জানুয়ারি ১৯৯৪ খ) জানুয়ারি ১৯৯৬
গ) জানুয়ারি ১৯৯৩ ঘ) জানুয়ারি ১৯৯৫

৪৬. বাংলাদেশ কবে আই.সি.সিব সহযোগী সদস্যপদ (Associate membership) লাভ করে?
ক) ১৯৭৭ খ) ১৯৭৫
গ) ১৯৭৯ ঘ) ১৯৭২

৪৭. বাংলাদেশে কোন সালে বিশ্ব অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সদস্যপদ লাভ করে?
ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৭৫ সালে
গ) ১৯৭২ সালে ঘ) ১৯৭৪ সালে

৪৮. Bangladesh is a member of which of the follwing association?
ক) NAFTA খ) ASEAN
গ) WTO ঘ) OPEC

৪৯. Bangladeshi is not a member of the following association?
ক) D-8 খ) WHO
গ) CIRDAP ঘ) OPEC

৫০. বাংলাদেশ কোন জোটের সদস্য নয়?
ক) সার্ক খ) জি-৮
গ) ডি-৮ ঘ) ন্যাম

৫১. বাংলাদেশ কোন সংস্থার সদস্য নয়?
ক) IMF খ) OIC
গ) NAM ঘ) ASEAN

৫২. বাংলাদেশ কোন আঞ্চলিক সংগঠনের সদস্যপদ চাইছে?
ক) ইইউ খ) ন্যাটো
গ) আসিয়ান ঘ) নাফটা

৫৩. বাংলাদেশ জাতিসংঘের কততম সদস্য?
ক) ১৩৬ তম খ) ১৩৭ তম
গ) ১৩৮ তম ঘ) ১৩৯ তম

৫৪. বাংলাদেশ কমনওয়েলথের কততম সদস্য?
ক) ৩০তম খ) ৩২তম
গ) ৩৪তম ঘ) ৩৬তম

৫৫. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? [২৯তম বিসিএস]
ক) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
খ) খন্দকার মোস্তাক আহম্মেদ
গ) জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ
ঘ) শেখ মুজিবুর রমহান

৫৬. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? [৩৩তম বিসিএস]
ক) মে. জে. জিয়াউর রহমান
খ) লে. জে. এইচ. এম. এরশাদ
গ) মে. জে. সফিউল্লাহ
ঘ) জে. আতাউল গণি ওসমানি

৫৭. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? [২৯তম বিসিএস]
ক) মেজর জিয়া খ) কর্নেল শফিউল্লাহ
গ) নুরুদ্দিন খান ঘ) এম, এ, জি ওসমানী

৫৮. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশকে কয়টি সেক্টরে ভাগ করা হয়?
[২৯তম, ২৩তম, ২২তম, ১৯তম, ও ১৫তম বিসিএস]
ক) ৯টি খ) ১০টি
গ) ১১টি ঘ) ১২টি

৫৯. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য কতজন মহিলাকে বীরপ্রতিক উপধিতে ভূষিত করা হয়? [২৭তম বিসিএস]
ক) ৫জন খ) ৭জন
গ) ২জন ঘ) ৬জন

৬০. স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখার জন্য 'বীরপ্রতীক' উপাধি লাভ করে কতজন? [২৭তম বিসিএস]
ক) ৭জন খ) ৬৮জন
গ) ১৭৫জন ঘ) ৪২৪জন ।

৬১. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহীউদ্দিন জাহাঙ্গীরের কবর এই জেলায়–
ক) নাটোর খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ
গ) জয়পুরহাট ঘ) নওগাঁ

৬২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য কত জনকে 'বীর উত্তম' উপাধিতে ভূষিত করা হয়?
[২৪তম বিসিএস; ২০তম বিসিএস]
ক) ২৫৭ জন খ) ১৬৩ জন
গ) ৪৪ জন ঘ) ৬৭ জন

৬৩. ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব কে করেছিলেন? [২২তম বিসিএস]
ক) কর্নেল এমএজি ওসমানী
খ) লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা
গ) কাদের সিদ্দিকী
ঘ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে খন্দকার ।

৬৪. আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষনাপত্র কবে জারি করা হয়?
[২২তম; ১৪তম; ও ১০তম বিসিএস]
ক) ১০ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
গ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৫ মার্চ ১৯৭১

৬৫. মুজিবনগর কোথায় অবস্থিত? [১০তম বিসিএস]
ক) সাতক্ষীরায় খ) মেহেরপুরে
গ) চুয়াডাঙ্গায় ঘ) নবাবগঞ্জ

৬৬. ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার কোথায় আত্মসমর্পন করেন? [২০তম বিসিএস]
ক) রমনা পার্কে খ) পল্টন ময়দানে
গ) তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ঘ) ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে

৬৭. বাংলাদেশে বীরত্বের জন্য কয়জনকে সর্বোচ্চ সম্মান 'বীরশ্রেষ্ঠ' খেতাব দেওয়া হয়? [১৮তম বিসিএস]
ক) ৯জন খ) ৭জন
গ) ৮জন ঘ) ১০জন

৬৮. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের পদবী কি ছিল? [১৪তম ও ১৩তম বিসিএস]
ক) সিপাহী খ) ল্যান্স নায়েক
গ) লেফটেন্যান্ট ঘ) ক্যাপ্টেন

৬৯. স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা প্রথম উত্তোলিত হয়েছিল ১৯৭১ সালের- [১২তম বিসিএস]
ক) ২মার্চ খ) ২৩মার্চ
গ) ১০মার্চ ঘ) ২৫মার্চ

৭০. বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল– [১০তম বিসিএস]
ক) ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ খ) ২৬ মার্চ ১৯৭১
গ) ১১ এপ্রিল ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারী ১৯৭২

৭১. নিচের কোন দেশ দুটির স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র রয়েছে?
ক) বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য খ) বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র
গ) বাংলাদেশ ও ফ্রান্স ঘ) যুক্তরাষ্ট্র ও আলবেনিয়া

৭২. হানাদার পাকিস্তানি সৈন্যরা কবে, কখন বঙ্গবন্ধুর ধানমণ্ডির বাড়ি আক্রমণ করে?
ক) ৭ মার্চ ১৯৭১ খ) ২৫মার্চ ১৯৭১
গ) ২৬ মার্চ ১৯৭১ ঘ) ২৭ মার্চ ১৯৭১

৭৩. শুধু একটি নম্বর '৩২' উল্লেখ করলে ঢাকার একটি বিখ্যাত বাড়িকে বোঝায়। বাড়িটি কি?
ক) গণভবন
খ) ধানমন্ডি, ঢাকার সে সময়কার ৩২ নম্বর সড়কের বঙ্গবন্ধুর বাসভবন
গ) আহসান মঞ্জিল
ঘ) বঙ্গভবন।

৭৪. তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান কোন বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন?
ক) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
খ) রেডিও পাকিস্তান, চট্টগ্রাম
গ) চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র
ঘ) কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র

৭৫. ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ ছিল–
ক) বৃহস্পতিবার খ) শুক্রবার
গ) শনিবার ঘ) রবিবার

৭৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র পাঠ করা হয়–
ক) মুজিবনগর হতে খ) ঢাকা হতে
গ) খুলনা হতে ঘ) কালুরঘাট হতে

৭৭. বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়েছিল?
ক) ঢাকায় খ) মেহেরপুরে
গ) চট্টগ্রামের কালুরঘাটে ঘ) আগরতলায়

৭৮. প্রবাসী সরকারের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র কে পাঠ করেন?
ক) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী খ) অধ্যাপক ইউসুফ আলী
গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ) তাজউদ্দিন আহমদ

৭৯. বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?
ক) তাজউদ্দিন আহমেদ খ) মুশতাক আহমেদ
গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ) মনসুর আলী

৮০. বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? অথবা, বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী–
ক) তাজউদ্দিন আহমদ খ) শেখ মুজিবুর রহামন
গ) তাজউদ্দিন চৌধুরী ঘ) এদের কেউ নয়

৮১. মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন?
ক) অধ্যাপক ইউসুফ আলী খ) কামরুজ্জামান
গ) তাজউদ্দিন আহমেদ ঘ) ক্যাপ্টেন মনসুর আলী

৮২. বাংলাদেশের প্রথম প্রতিরক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?
ক) জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম
খ) জনাব এইচ, এম কামরুজ্জামান
গ) জেনারেল এম এ জি ওসমানী
ঘ) জনাব তাজউদ্দিন আহমদ

৮৩. মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল এম, এ, জি ওসমানীর বাড়ী কোন জেলায় ছিল?
ক) বরিশাল খ) সিলেট
গ) চট্টগ্রাম ঘ) দিনাজপুর

৮৪. মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশ সরকারের সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারম্যান কে ছিলেন?
ক) তাজউদ্দিন আহমদ
খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ) কমরেড মনি সিংহ
ঘ) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

৮৫. স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রে প্রথম কোথা থেকে প্রচার শুরু করে?
ক) কুষ্টিয়া খ) মেহেরপুর
গ) বেনাপোল ঘ) কালুরঘাট

৮৬. নিম্নের কোনটি মুক্তিযুদ্ধে ১নং সেক্টর ছিল?
ক) ঢাকা খ) চট্টগ্রাম
গ) রাজশাহী ঘ) সিলেট

৮৭. মুক্তিযুদ্ধের সময় 'মুজিবনগর' কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক) ২নং সেক্টর খ) ৮নং সেক্টর
গ) ১০নং সেক্টর ঘ) ১১নং সেক্টর

৮৮. মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী কত নম্বর সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?
ক) ১১ খ) ৫
গ) ৭ ঘ) ৯

৮৯. মুক্তিযুদ্ধের সময় নৌ-পথ কত নম্বর সেক্টরের অধীনে ছিল?
ক) ৩নং খ) ৭নং
গ) ১০নং ঘ) ১১নং

৯০. ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে কে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন না?
ক) Major C.R. Datta
খ) Major M.A Monjur
গ) Major Hafiz
ঘ) Wing commander Bashar

৯১. মুক্তিযুদ্ধের বিগ্রেড আকারে মোট কয়টি ফোর্স গঠিত হয়েছিল?
ক) ২টি খ) ৩টি
গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৯২. ১৯৭১ সালে গৃহীত তেলিয়াপাড়া দলিলে যে রণকৌশল অবলম্বন করা হয় সেটির প্রণেতা–
ক) মুক্তিবাহিনী খ) পাকিস্তানি সেনা
গ) ভারতীয় সেনা ঘ) ইন্দো-বাংলা যৌথবাহিনী

৯৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সর্বমোট কতজনকে বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করা হয়?
ক) ৬৮জন খ) ১৭৫জন
গ) ৪২৬ জন ঘ) ৬৭২ জন

৯৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বীরশ্রেষ্ঠ খেতাবসহ অন্যান্য খেতাবগুলো-
ক) বীর উত্তম খ) বীর বিক্রম
গ) বীর প্রতীক ঘ) বর্ণিত সবকয়টি

৯৫. বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব কি?
ক) বীরশ্রেষ্ঠ খ) বীর প্রতীক
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর বিক্রম

৯৬. বাংলাদেশের বীরত্বসূচক উপাধির মধ্যে কোনটির স্থান মর্যাদার দিক থেকে দ্বিতীয়?
ক) বীর বিক্রম খ) বীরশ্রেষ্ঠ
গ) বীর উত্তম ঘ) বীর প্রতীক

৯৭. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশে কতজন 'বীর বিক্রম' উপাধি লাভ করেছিলেন?
ক) ১০০ জন খ) ১২৫ জন
গ) ১৫০ জন ঘ) ১৭৪ জন

৯৮. বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমিন কোথায় কাজ করতেন?
ক) সেনাবাহিনী খ) নৌবাহিনী
গ) বিমানবাহিনী ঘ) ইপিআর

৯৯. বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) রাজশাহী খ) ফরিদপুর
গ) রগুড়া ঘ) বরিশাল

১০০. বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
ক) সিলেট জেলায় খ) ঢাকা জেলায়
গ) রংপুর জেলায় ঘ) ভোলা জেলায়

১০১. বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে প্রথম শহীদ হন–
ক) মোস্তফা কামাল খ) রুহুল আমীন
গ) মুন্সী আব্দুর রউফ ঘ) মতিউর রহমান

১০২. বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন জাহাঙ্গীরের কবর কোথায় অবস্থিত–
ক) সোনা মসজিদ খ) সোনারগাঁ
গ) আগারগাঁও ঘ) কুসুম্বা

১০৩. কোন বীরশ্রেষ্ঠের দেহাবশেষ ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছে?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর
গ) সিপাহী হামিদুর রহমান
ঘ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান

১০৪. বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমানের দেহাবশেষ কোথায় সমাহিত করা হয়?
ক) বনানী কবরস্থানে
খ) আজিমপুর কবরস্থানে
গ) মোহাম্মদপুর কবরস্থানে
ঘ) মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে

১০৫. কোন বীরশ্রেষ্ঠের সমাধিস্থল পাকিস্তানের করাচীতে ছিল?
ক) সিপাহী মোস্তফা কামাল
খ) ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান
গ) সিপাহী হামিদুর রহমান
ঘ) ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর

১০৬. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ভারত খ) পাকিস্তান
গ) মিয়ানমার ঘ) শ্রীলংকা

১০৭. বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেঃ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান থেকে কবে বাংলাদেশে আনা হয়?
ক) ২৪ জুন, ২০০৬ খ) ২৫ জুন, ২০০৬
গ) ২৩ জুন, ২০০৬ ঘ) ২৬ ডিসেম্বর ১৯৭২

১০৮. বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের উপর ভিত্তি করে যে ছায়াছবি নির্মিত হয়েছে তার নাম কি?
ক) অস্তিত্বে আমার দেশ খ) ওরা এগার জন
গ) জন্মভূমি ঘ) আলোর মিছিল

১০৯. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' খেতাব লাভকারী একমাত্র বিদেশী নাগরিক-
ক) ব্রিটিশ খ) ফরাসি
গ) ডাচ ঘ) ক্যানাডিয়ান

১১০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'বীরপ্রতীক' প্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক ওডারল্যান্ড কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন?
ক) জার্মানি খ) হল্যান্ড
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) নিউজিল্যান্ড

১১১. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদানের 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত একমাত্র বিদেশী নাগরিক–
ক) সাইমন ড্রিং খ) জর্জ হ্যারিসন
গ) ডব্লিউ, এস ওডারল্যান্ড ঘ) আর্চার ব্লাড

১১২. মুক্তিযুদ্ধে 'বীর প্রতীক' খেতাবপ্রাপ্ত দুই জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা কে কে?
ক) বেগম সুফিয়া কামাল
খ) ডা. সেতারা বেগম ও তারামন বিবি
গ) আঞ্জুমান আরা ও কানিজ ফাতেমা
ঘ) সুলতান কবীর ও সালমা খান

১১৩. কাঁকন বিবি কে?
ক) নরী উদ্যোক্তা খ) এনজিও নেত্রী
গ) লেখিকা ঘ) মুক্তিযোদ্ধা

১১৪. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নিহত মাদার মারিও ভেরেনজি ছিলেন-
ক) অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক খ) ফ্রান্সের নাগরিক
গ) ব্রিটিশ নাগরিক গ) ইতালির নাগরিক

১১৫. ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে একজন বিখ্যাত দার্শনিক শহীদ হন, তার নাম কী?
ক) জি.সি দেব খ) শহীদুল্লাহ কায়সার
গ) জহির রায়হান ঘ) শংকরাচর্য

১১৬. মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের কোন নির্দিষ্ট তারিখে বুদ্ধিজীবীদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড হয়?
ক) ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
গ) ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ ঘ) ১০ জানুয়ারি ১৯৭১

১১৭. স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ-ভারত মিত্র বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পন করে কোন তারিখে?
ক) ৬ ডিসেম্বর খ) ২৬ মার্চ
গ) ১৬ ডিসেম্বর ঘ) ১৪ ডিসেম্বর

১১৮. ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কোন পাকিস্তানী জেনারেল ঢাকা রেসকোর্স মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন?
ক) জেনারেল টিক্কা খান খ) জেনারেল ইয়াহিয়া খান
গ) জেনারেল আবদুল হামিদ ঘ) জেনারেল নিয়াজী

১১৯. ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন?
ক) কর্নেল এম, এ, জি ওসমানী
খ) এ, কে খন্দকার
গ) মেজর জলিল
ঘ) জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা

১২০. কোন বিখ্যাত গায়ক ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের জন্য গান গেয়েছিলেন–
ক) Michael Jackson খ) Elvis Prisley
গ) John Lenon ঘ) George Harrison

উত্তরমালা

১	ঘ	২	ঘ	৩	ক	৪	গ	৫	খ	৬	গ	৭	গ	৮	ঘ	৯	খ	১০	খ
১১	ঘ	১২	গ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	ঘ	১৮	ক	১৯	গ	২০	গ
২১	গ	২২	গ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	খ	২৬	খ	২৭	খ	২৮	ঘ	২৯	ঘ	৩০	খ
৩১	খ	৩২	ক	৩৩	ক	৩৪	খ	৩৫	ঘ	৩৬	গ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	গ	৪০	ঘ
৪১	ক	৪২	খ	৪৩	খ	৪৪	গ	৪৫	ঘ	৪৬	ক	৪৭	ক	৪৮	গ	৪৯	ঘ	৫০	খ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	ক	৫৪	খ	৫৫	ঘ	৫৬	ঘ	৫৭	ঘ	৫৮	গ	৫৯	গ	৬০	ঘ
৬১	খ	৬২	ঘ	৬৩	খ	৬৪	ক	৬৫	খ	৬৬	গ	৬৭	খ	৬৮	ক	৬৯	ক	৭০	খ
৭১	খ	৭২	খ	৭৩	খ	৭৪	ঘ	৭৫	ক	৭৬	ঘ	৭৭	খ	৭৮	খ	৭৯	গ	৮০	ক
৮১	ঘ	৮২	ঘ	৮৩	খ	৮৪	ঘ	৮৫	ঘ	৮৬	খ	৮৭	খ	৮৮	গ	৮৯	গ	৯০	গ
৯১	খ	৯২	ক	৯৩	ঘ	৯৪	ঘ	৯৫	ক	৯৬	গ	৯৭	ঘ	৯৮	খ	৯৯	ঘ	১০০	ঘ
১০১	গ	১০২	ক	১০৩	গ	১০৪	ঘ	১০৫	খ	১০৬	খ	১০৭	ক	১০৮	ক	১০৯	গ	১১০	খ
১১১	গ	১১২	খ	১১৩	ঘ	১১৪	ঘ	১১৫	ক	১১৬	গ	১১৭	গ	১১৮	ঘ	১১৯	ঘ	১২০	ঘ

Class Exam

১. **১৯৪৮-১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় 'ভাষা দিবস' হিসেবে কোন দিনটি পালন করা হতো?**
ক) ২৫ জানুয়ারি খ) ১১ ফেব্রুয়ারি
গ) ১১ মার্চ ঘ) ২৫ ফেব্রুয়ারি

২. **১৯৫৪ সালের পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টভুক্ত রাজনৈতিক দল নয়—**
ক) আওয়ামী লীগ খ) কৃষক শ্রমিক পার্টি
গ) নেজামে ইসলাম ঘ) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

৩. **বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'ছয় দফা' ঘোষিত হয় কবে?**
ক) ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ খ) ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৬
গ) ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮ ঘ) ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯

৪. **পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন ছিল**
ক) ২৫০টি খ) ২৭৫টি
গ) ৩০০টি ঘ) ৩১০টি

৫. **১৯৫৬ সালে কোয়ালিশন সরকারের মন্ত্রিসভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কোন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন?**
ক) শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম মন্ত্রণালয়
খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়
গ) আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ঘ) কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়

৬. **আগরতলা মামলার বিষয়ে জানা যায়–**
ক) ২৩ মার্চ, ১৯৬৮ খ) ১৯ জুন, ১৯৬৮
গ) ২৩ জুন ১৯৬৮ ঘ) ১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮

৭. **মুজিবনগর সরকারের অর্থনীতি বিষয়ক ও পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্বে কে ছিলেন?**
(ক) তাজউদ্দিন আহমেদ
(খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) এম. মনসুর আলী
(ঘ) এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান

৮. **মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ কোথায় সংঘটিত হয়?**
ক) টাঙ্গাইল খ) গাজীপুর
গ) রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঘ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

৯. **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা কোনটি?**
ক) একাত্তরের দিনগুলি খ) এইসব দিনরাত্রি
গ) নূরুলদীনের সারা জীবন ঘ) সৎ মানুষের খোঁজে

১০. **বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ কোন দেশ থেকে বাংলাদেশে আনা হয়?**
ক) ভারত খ) পাকিস্তান
গ) মিয়ানমার ঘ) শ্রীলংকা

Answers

১	গ
২	ঘ
৩	খ
৪	ঘ
৫	ক
৬	ঘ
৭	ক
৮	খ
৯	ক
১০	খ